উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৪,৬১৬.৫৮ (+৫০৯.৭৩)
নিফটি : ২৩,১২৩.৬৫ (+১৫৫.৪০)

মমতার ফেভারিট প্রার্থী ‘বালু’ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৯°	৩১°	২০°	৩০°	১৯°	২৮°	১৬°

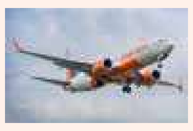

জ্বালানি সংকটে মহার্ঘ বিমানভাড়া ৭

টলিউডে নিষিদ্ধ লীনার সংস্থা উঠল কর্মবিরতি ৮

২৪ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 8 April 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 318

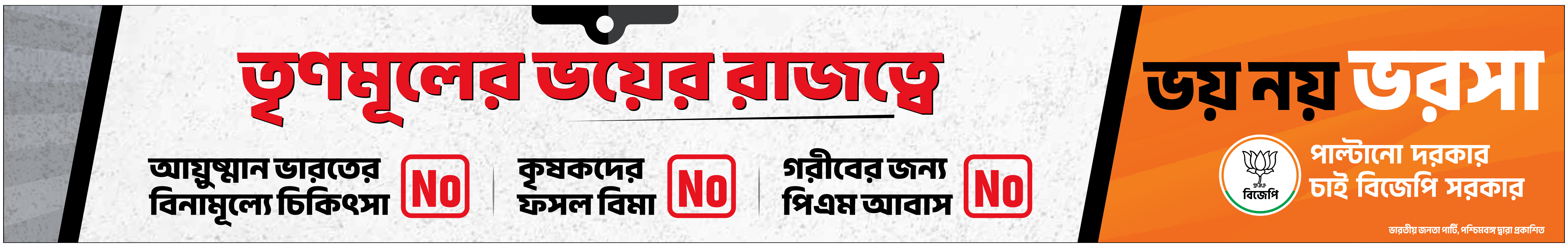

পদ্মের লক্ষ্যপূরণ

নাম বাদে পশ্চিমবঙ্গকে ছাপিয়ে তামিলনাড়ু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : বিজেপির লক্ষ্যই পূরণ হয়ে গেল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে। অনেক আগে শুভেন্দু অধিকারীরা দাবি করেছিলেন, এসআইআর হলে বাংলায় অন্তত এক কোটি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গার নাম বাদ যাবে। বাস্তবে কোনও অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গার নাম বাদ গিয়েছে- এমন তথ্য নেই। তবে নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। যে সংখ্যাটি বিজেপির লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি।

ভোটার তালিকায় এই ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে’ পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি কোপ পড়েছে মুসলিম প্রভাবিত জেলাগুলিতে। ভোটার ছাঁটাইয়ের তালিকায় তাই শীর্ষে উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলায় ১২ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়েছে। দ্বিতীয় স্থানে মুর্শিদাবাদ। নবাবের জেলায় বাতিলের খাতায় চলে গিয়েছে ৭ লক্ষ ৪৮ হাজারের বেশি ভোটার।

উত্তরবঙ্গে বাতিলের তালিকা সবচেয়ে দীর্ঘ মালদা জেলায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহার। মালদায় বাতিল ভোটারের মোট সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৯ হাজারের বেশি। উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলায় ওই সংখ্যা যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ও ২ লক্ষ ৪২ হাজারের বেশি। সোমবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলায় মোট ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জনের আর ভোটাধিকার রইল না।

যদিও গোটা দেশের নিরিখে সবচেয়ে বেশি ভোটার কমেছে তামিলনাড়ুতে। ওই রাজ্যে ৯৭.৩৭ লক্ষ নাম আর ভোটার তালিকায় নেই। এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হলে উত্তরপ্রদেশ অবশ্য সব রাজ্যের ওপরে ঠাঁই পাবে ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে।

খসড়া ভোটার তালিকাতেই যোগীরাজ্যে বাদ গিয়েছেন ২.৮৯ কোটি ভোটার। বাংলায় বাদ পড়া ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার নাম শতাংশের বিচারে ভোটার তালিকার প্রায় ১১ শতাংশ।

এর মধ্যে বিচারাধীন অবস্থায় থেকে যাঁরা বাদ পড়লেন পশ্চিমবঙ্গে, তাঁরা ট্রাইবিউনালে আবেদন করার সুযোগ পাবেন। যদিও সেই ট্রাইবিউনাল এখনও কাজ শুরু করেনি। কাজের পদ্ধতিও এখনও ঠিক হয়নি। সবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই পদ্ধতি ঠিক করতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তিনজনের একটি কমিটি গড়েছেন। যে কমিটিতে আছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, অবসরপ্রাপ্ত দুই বিচারপতি প্রদীপ্ত রায় ও প্রণবকুমার দেব।

এরপর দশের পাতায়

উদ্বেগের SIR

উত্তরে কোন জেলায় কত* বাদ

কোচবিহার	১২০৭২৫
আলিপুরদুয়ার	৩৬০৭৮
জলপাইগুড়ি	৩৫৩৫৬
কালিম্পং	২৪০৭
দার্জিলিং	৪৪২৩০
উত্তর দিনাজপুর	১৭৬৯৭২
দক্ষিণ দিনাজপুর	৭৬৭৬৮
মালদা	২৩৯৩৭৫

*বিচারাধীন তালিকা থেকে বাদ পড়া সংখ্যা

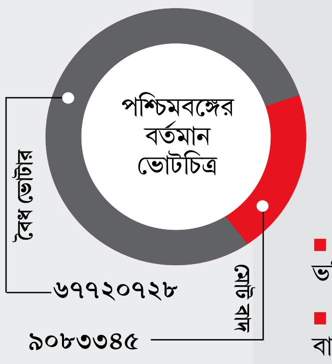

বিচারাধীন তালিকা থেকে সবথেকে বেশি বাদ মুর্শিদাবাদে। ৪,৫৫,১৩৭ ভোটার।

প্রশ্ন যেখানে

- বাদ পড়া ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী?
- ভোটার তালিকা থেকে তো বাদ, নাগরিকত্বের কী হবে?
- এখনও বহু ভোটার বিবেচনাধীন। তাঁদের ছাড়াই ভোট হবে বঙ্গে। সংবিধান কি সে কথা বলে?

ভোটাধিকার হারিয়ে ট্রমার শিকার

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৭ এপ্রিল : ভোট এবার মোটেও উৎসব নয়, ওঁদের কাছে বর্তমানে রীতিমতো মূর্তিমান এক আতঙ্ক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এসআইআর-এর কোপে ভোটাধিকার হারানো বহু মানুষের রাতের ঘুম উড়েছে। আতঙ্ক ওঁদের এতটাই গ্রাস করছে যে কেউ কেউ ট্রমার শিকার হয়ে পড়ছেন। প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে ট্রাইবিউনালে আবেদনের জন্য ছোটাছুটির পাশাপাশি অনেকেই ট্রমা সারাতে চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাচ্ছেন। ইটাহার সহ বিভিন্ন জায়গার ডিলিটেড ভোটাররা কেউ কেউ ডিটেনশন ক্যাম্পের ফোবিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন বলেও খবর। ওষুধ দিয়ে চিকিৎসকরা সাময়িকভাবে মানসিক সমস্যা মেটাচ্ছেন বটে, কিন্তু কী করলে তা সমূলে নিকেশ করা সম্ভব হবে সেই হদিস দিতে ব্যর্থ। তবে তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য এই মানুষদের পাশে সাধ্যমতো দাঁড়াচ্ছেন।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের জেনারেল মেডিসিন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হাফিজুর রহমানও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে এমন ভূরিভূরি রোগীর উদাহরণ দিচ্ছেন,

এরপর দশের পাতায়

সভ্যতা ধ্বংসের হুমকি ট্রাম্পের

‘মানব ঢালে’ বিদ্যুৎকেন্দ্র বাঁচাতে মরিয়া ইরান

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ৭ এপ্রিল : ‘আজ রাতের মধ্যেই একটা গোটা সভ্যতা ধুলোয় মিশিয়ে দেব। হয় জলপথ খোলো, নয়তো নরকের জন্য তৈরি হও’- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই চরম হুঁশিয়ারিতে এখন কাঁপছে পশ্চিম এশিয়া। হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা যত এগোচ্ছে, যুদ্ধের মেঘ তত ভয়াল আকার নিচ্ছে।

মঙ্গলবার রাত ৮টার (ভারতীয় সময় বুধবার ভোর সাড়ে ৫টা) মধ্যে ইরান যদি এই কৌশলগত জলপথ সচল না করে, তবে দেশটির সব বিদ্যুৎকেন্দ্র আর সেতু বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। আমেরিকার ধ্বংসাত্মক হুমকির মুখে ইরান দেশের তরুণ প্রজন্ম, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন তাঁরা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির সামনে মানবশৃঙ্খল গড়ে তোলেন।

ইরানের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপমন্ত্রী আলিরেজা রহিমি বলেছেন, ‘আমাদের জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আমরা হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াব। জন পরিষেবা পরিকাঠামোয় হামলা চালানো একটি যুদ্ধাপরাধ।’ অতীতেও পারমাণবিক কেন্দ্র রক্ষায় ইরান ‘হিউম্যান চেন’ ব্যবহার করেছে। ইরানের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ‘বাসিজ’-এ ১২ বছর বয়সি শিশুদের নামও নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দেখছি শেষটা।। তেহরানে অবাক চোখে ইরানি নাগরিক।

তেহরানের তরফে ট্রাম্পের উদ্দেশ্যে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আপনি এবং আপনার সঙ্গীদের ইরানের প্রাচীন সভ্যতা এমন শিক্ষা দেবে যা আপনারা কোনও দিন ভুলবেন না।’ শুধু ইরান নয়, ট্রাম্পের হুমকিকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে দেখছে রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন দেশ। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন ট্রাম্পের বক্তব্যকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলেছেন।

মার্কিন প্রশাসনের কর্তারাও দেশের প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যে স্তম্ভিত। ওই কর্তাদের একজন মঙ্গলবার বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট এখন রক্তপিপাসু কুকুরের মতো আচরণ করছেন।’ যদিও আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বক্তব্য, ‘আমাদের ঝুলিতে এমন অস্ত্র আছে, যা আগে কখনও ব্যবহার করিনি।’

অন্যদিকে, তুরস্কের ইরানি দূতাবাস এক্স পোস্টে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে লিখেছে, ‘হে ঈশ্বর, আগামীকাল।’ ওই পোস্টে লেখা রয়েছে, ‘আলেকজান্ডার পুড়িয়ে ছিলেন, মোঙ্গলরা ধ্বংস করেছিল। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে, ইরান আজও দাঁড়িয়ে আছে। এক সাইকোপ্যাথের হুমকিতে এমন কিছু হবে না, যা সময় করতে পারেনি।’

রণংদেহি মেজাজে এখন ইরান।

এরপর দশের পাতায়

ফুলকপি প্রতীক স্বপ্না বর্মনের

নির্দল প্রার্থীর নাম নিয়ে শোরগোল রাজগঞ্জে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : স্বপ্না বর্মনের প্রতীক জোড়াফুল নয়, ফুলকপি। একথা শুনে তৃণমূলের জেলা নেতারাও প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। রাজগঞ্জে এবার স্বপ্না বর্মনের সঙ্গে লড়াই স্বপ্না বর্মনের। দ্বিতীয় স্বপ্না অবশ্য তৃণমূলের প্রার্থী নন, তিনি বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের ইন্ধনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াইয়ে নেমেছেন রাজগঞ্জে।

কবি বলেছেন, নামে কী আসে যায়? অনেককিছু যে আসে যায় তা বেশ বুঝতে পারছেন রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনে জোড়াফুল প্রতীকে প্রার্থী হওয়া এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মন। তাঁর কেন্দ্রেই ফুলকপি চিহ্নে নির্দল হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এক গৃহবধূ, যাঁর নামও স্বপ্না বর্মন। সাধারণ মানুষ, যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে খুব একটা সড়োগড়ো নন, শুধু নাম পড়ে ইভিএমে তাঁরা বোতাম টিপলে কিছু ভোট এদিক-ওদিক হতেই পারে বলে অনেক বর্ষীয়ান ভোটার মনে করছেন।

তৃণমূলের স্বপ্না বর্মনের প্রার্থী হওয়ার পর কম ঝক্কি সামলাতে হয়নি প্রার্থীর পাশাপাশি তৃণমূলকেও। প্রার্থী ঘোষণার পর স্বপ্নার বাবার মৃত্যু হয়। তারপর রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেও এনওসি পেতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও ফাঁড়া কাটছিল না। কারণ নির্বাচন কমিশনের আলাদা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন ছিল। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার একদিন আগে সেই সার্টিফিকেট হাতে পান স্বপ্না। তারপর মনোনয়নপত্র জমা করেন।

স্বপ্না বর্মন (তৃণমূল)।

নির্দল স্বপ্না বর্মনের বাড়ি রাজগঞ্জের সুখানি পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়ায়। স্বামী প্রসেনজিৎ বর্মন কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থায় চাকরি করেন। নির্দল স্বপ্না সোমবারই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ২০১৩ সালে রাজগঞ্জ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। সমাজকর্মী হিসেবে কাজও করেন।

স্বপ্না বর্মন (নির্দল)।

তাঁর ভোটে দাঁড়ানোর খবর পেয়ে এদিন আশপাশের অনেকেই নির্দল স্বপ্নার বাড়ি চলে আসেন। এমনই একজন মহম্মদ ফকরুদ্দিন বলেন, ‘তৃণমূলের স্বপ্না বর্মনের সঙ্গে আমাদের প্রধানপাড়ার স্বপ্না বর্মনের নাম নিয়ে বিভ্রান্তি হবে অনেক ভোটারের।’ আরেক ভোটার পরিমল বর্মন মনে করেন, অনেকে একটু-আধটু পড়তে জানলেও প্রতীক নিয়ে বিভ্রান্ত হতেই পারেন।

কিন্তু নির্দল হয়ে হঠাৎ ভোটে দাঁড়ালেন কেন? প্রধানপাড়ার গৃহবধূ স্বপ্নার উত্তর, ‘আমি গ্রামে থাকি। অনেক সমস্যা ও অনুন্নয়ন চোখের সামনে দেখছি। তাই কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর অনুরোধে এবারই প্রথম প্রার্থী হলাম। আমার পরিবারের সদস্যরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত থাকলেও আমি আগে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করিনি।’

এরপর দশের পাতায়

ভোটের মুখে বাংলা-অসমে সফর আরপিএফ ডিজি'র

নাশকতা রোধে দাওয়াই সতর্কতা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নাশকতা রুখতে ভোটমুখী বাংলা ও অসমে পা রাখলেন আরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) সোনালি মিশ্র। টানা তিনদিন ধরে তিনি দুই রাজ্যের রেলের পদস্থ কর্তাদের পাশাপাশি আরপিএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। ভোটের সময় যাত্রী নিরাপত্তায় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সুরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য এখন থেকেই নিয়মিত তল্লাশির পাশাপাশি নজরদারির পরামর্শ তিনি দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'রেলওয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে যাত্রীদের জন্য উন্নত সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই আরপিএফ ডিজির পরিদর্শন ও বৈঠক।'

বর্তমানে বাংলা এবং অসম বিধানসভা নির্বাচনের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী দুই রাজ্যেই নির্বাচনি প্রচার সপ্তমে। নির্বাচনি ব্যবস্থায় ব্যস্ত দুই রাজ্যের পুলিশই। এমন পরিস্থিতিতে অসমের পাশাপাশি বাংলায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক করলেন আরপিএফের ডিজি সোনালি মিশ্র। মঙ্গলবার তিনি বৈঠক করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে। এদিন প্রথমে তিনি আলিপুরদুয়ার জংশন এবং এখানে থাকা আরপিএফ পোস্ট পরিদর্শন করেন। এরপরেই যোগ দেন 'সুরক্ষা সম্মেলনে'। এখানে ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং সহ ডিভিশনের সমস্ত রেলওয়ে আধিকারিক, নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, মেইন লাইন ও জঙ্গলপথে কত ট্রেন চলে, স্টেশনে ও ট্রেনগুলির পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তায় কী কী ব্যবস্থা রয়েছে, সেই সম্পর্কে খোঁজ নেন ডিজি সোনালি মিশ্র। নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে আরও কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, সেই সংক্রান্ত পরামর্শ এবং নির্দেশ দেন। যার মধ্যে রয়েছে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তারক্ষী বৃদ্ধির নির্দেশ। তিনি খতিয়ে দেখেন বিভিন্ন অপরাধ সংক্রান্ত নথিও।

এর আগে রবি ও সোমবার অসমের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন পরিদর্শনের পাশাপাশি সেখানকার পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক করেন আরপিএফের ডিজি। তিনি বিশেষ বৈঠক করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব ও জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) আশিস বনসাল সহ বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে। গুয়াহাটিতে বৈঠকের পাশাপাশি এখানকার আরপিএফ পোস্ট পরিদর্শন করেন। মালিগাঁওয়ে আরপিএফের অফিস-কাম ব্যারাকের কাজ খতিয়ে দেখেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সবসময় 'সফট টার্গেট' রেল। অতীতে বিভিন্ন নাশকতার সাক্ষী থেকেছে এখানকার বিভিন্ন স্টেশন। নির্বাচনি ব্যস্ততার সুযোগে যাতে কোনও গোষ্ঠী নাশকতামূলক কাজ করতে না পারে, তার জন্য বাহিনীকে সতর্ক রাখতেই ডিজির এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নজর আরপিএফ ডিজি সোনালি মিশ্রের।

লোকো পাইলটের তৎপরতায় প্রাণরক্ষা হাতির

নাগরাকাটা, ৭ এপ্রিল : জরুরি ব্রেক কষে রেল লাইনে উঠে পড়া হাতিকে রক্ষা করল শিলিগুড়ি-ধুবুড়ি ডিএমইউ ট্রেনের দুই চালক সুরজিত ভট্ট ও আরকে মেহতা। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে চাপরামারির জঙ্গলে ৬৮/২-৩ নম্বর পিলারের কাছে। লোকো পাইলট সুরজিত ও সহকারী লোকো পাইলট দূর থেকেই দেখতে পান একটি হাতি জঙ্গলের বাম দিক থেকে উঠে রেল লাইন পেরিয়ে ডান দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্রেক কষেন। হাতিটি নিরাপদে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার পর ট্রেন গন্তব্যে রওনা হয়। ট্রেনটির ম্যানেজার ছিলেন আরএন খুশুওয়া।

কর্মখালি

মালবাজার সংলগ্ন বাটাইগোলে রিসোর্ট 'সিদ্ধারাজ' এ কুক, ওয়েটার, হাউসকিপিং এবং সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করা হবে। যোগাযোগ 9062558303. (C/121324)

•

Teachers required for RSM Public School Gahmar Ghazipur UP English Medium for class 10th Science Math English and Music subjects good salary fooding and lodging free. (M):- 8604460736. (C/121172)

•

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি আছে। সরাসরি জয়েনিং। M : 8653609553. (C/121173)

বিক্রয়

নারায়ণপুরে ৩ কাঠা 10 ছটাক জমি অতিসত্বর বিক্রয়। পথসাথির পেছনে NH থেকে 150 মিটার। যোগাযোগ - নিমাই মুর্মু - 9432517849. (C/121326)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Faruk E Azam, S/o-Lal Mahammad Biswas, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Sl No-B14858, Dt-27/08/2012 আমার মেয়ের নাম Mst. Faiza Biswas থাকায় গত 9/01/26-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার মেয়ের নাম Mst. Faiza Biswas থেকে Faiza Biswas করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115484)

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/121171)

হারানো/প্রাপ্তি

কিছুদিন পূর্বে বাড়িঘর সারানোর সময় আমার জমির দলিলটি হারিয়ে যায় যার দলিল নং 779 রেজিস্ট্রেশন-এর তারিখ 6.3.2006 JL No. Rs. 10, LR 38 মৌজা বেংকান্দি ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। যদি কেহ পেয়ে থাকেন নিম্ন ফোনে যোগাযোগ করে দলিলটি ফেরত দিলে উপকৃত হব। (M) 8145982050. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার ID কার্ড নং DWP2588143, ম্যারেজ সার্টিফিকেট তাং 31-12-2005 আমার নাম ভুলবশত Eti Mandal-এর পরিবর্তে Eti Chanda (Mandal) লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার কাস্ট সার্টিফিকেট, তাং 12.7.1991 আমার নাম ভুলবশত Eti Mandal-এর পরিবর্তে Iti Mondal লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 11.11.25 J.M. 3rd Court (S) কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Eti Mandal, Eti Chanda (Mandal) এবং Iti Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Eti Mandal উপরোল্লিখিত তথ্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। ওয়ার্ড নং-18, পান্ডাবাড়ি বাইলেন। থানাঃ কোতোয়ালি, পোঃ ও জিলা ঃ কোচবিহার। (C/120653)

•

আমি Topesh Sarkar S/o Motilal Sarkar, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার No. B/2023/940480 dt. 28/08/2023, আমার মেয়ের নাম ও স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 10/02/2026-এ প্রথম শ্রেণির J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার মেয়ের নাম Kritika Sarkar থেকে Trisha Sarkar ও আমার স্ত্রীর নাম Piyaly Sarkar থেকে Piyali Sarkar করা হল, যা উভয়ই যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115483)

•

গত 6.4.26 নোটারি, পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Muslim Rahaman Mia, Muslim Mia, Mohammad Muslim Rahaman, Mo Muslim Rahaman Miah এবং Md. Muslim Rahaman Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। - Rakesh Mia, গ্রাম ও পোঃ ডাউয়াগুড়ি, থানা ঃ পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/120655)

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেন্ডার নোটিস নং. ১০১-এনজি-এসজিইউডি-এনডিএম৬-ডি-চেক তারিখঃ ০১-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করেছে। কাজের নামঃ নেং গেজ শেড/শিলিগুড়ী জংশনে ০৪ (চার) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এনডিএম৬ লোকোমোটিভের ০৪ টি কিউমিন্স ইঞ্জিন ব্লকের হেতু 'ডি' চেক শেডিউল সহিত বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। বিজ্ঞাপিত রাশিঃ ৬৮,৮৩,৫৬৮.২০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩৭,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হবে ২২-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ. ডিএমই/ডিজেল/শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"এনকাটিয়ে গ্রাহক পরিষেবায়"

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is for general information that my client M/s Classic Electronic System, is the Lessee under the Landlady Santi Rani Barua (now deceased) with regard to one asbestos sheet roofed brick-walled godown shed measuring 4000sft (Excluding of mezzanine floor of 500sft) situated at Udam Singh Sarani being holding No. 192/331/837, within Ward No. XIII under the Siliguri Municipal Corporation. That since the death of Santi Rani Barua, non had till the month of February 2026 neither visited nor claimed lease rent from my client. Recently on and from 27.04.2026, several persons are demanding lease rent claiming to be the legal heir of Santi Rani Barua from my client. It is therefore, for general information that any person/s claiming to be the legal heir of Santi Rani Barua shall demand the lease rent after furnishing succession certificate granted by the competent court of law, towards collection of lease rent of the above mentioned leasehold premises. This notice is being given without prejudice to the rights and immunities that are available to my client under the law of the land.

Dr. Pabitra Pal Chowdhury
Advocate
Mobile: 7908574220
WhatsApp: 7602872305
Email: ppalchowdhury@rediffmail.com

টেন্ডার নোটিশ বাতিল

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ডিসিবিএল/০১/২০২৬/এনজেপি, তারিখ : ২৫-০৩-২০২৬ -এর জন্য ই-টেন্ডার নম্বর ডিসিবিএল০১২০২৬এনজেপি প্রশাসনিক কারণে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মাল্টি পার্পোজ স্টল ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ০৫টি এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল ইউনিটের জন্য ই-নিলাম। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-এমপিএস-২৬-৫, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১২.১০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-ডিকিউজি-এমপিএস-৬৪-২৬-১	ধূপগুড়ি
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-জিইউপি-এমপিএস-৬১-২৬-১	গৌরীপুর
এএ/৩	এমপিএস-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমপিএস-৪৫-২৫-১	দিনহাটা
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-এপিডিজে-এমপিএস-৪৯-২৬-১	আলিপুরদুয়ার জং.
এএ/৫	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-৪৬-২৫-১	ধুবড়ী

উপরের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসএলআর এবং ভিপির লিজিং-এর চুক্তির জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশন থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেনগুলিতে ৩ বছরের জন্য এসএলআর এবং ভিপির লিজিং-এর চুক্তির জন্য ই-নিলাম। বিবরণ ঃ এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৭ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) এবং এসইকিউ নং. এবি/১ঃ পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ১৭-০৪-২০২৬-এর ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭-০৪-২০২৬-এর ১২.৪০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৭ঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল এবং এসইকিউ নং. এবি/১ ঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ লিজ-এলএমজি-১৩-২৬

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৬২৮-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-সিবিই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিএলসিআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৩	১৫৬৬০-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এলটিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৪	১৫৬৭৬-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনজেপি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৬০৮-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-টিভিসি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৬	১৫৬৪৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-সিএইচজেড-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৭	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এবি/১	১২৫০২-১২৫০১-ভিপি-১-এজিটিএল-কেওএএ-২৬-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কেরল-তামিলনাড়ুর সম হারে বাগানে মজুরি

বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাস্তবায়নের দাবি মন্ত্রীর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ এপ্রিল : রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যেই উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য কেরল-তামিলনাড়ুর হারে মজুরি চালু করবে বিজেপি। মঙ্গলবার নাগরাকাটার আদিবাসী সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রে আয়োজিত বিজেপির নাগরাকাটা ও মালবাজার এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পুনা ভেংরা ও শুক্রা মুন্ডার সমর্থনে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (বিটিডব্লিউইউ) একটি কর্মীসভায় এসে এমন আশ্বাস দিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেন, 'এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের আজও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের জন্য সংঘর্ষ করতে হচ্ছে। কর্মচারীরা সুপ্রিম কোর্টে জিতলেও পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দমনকারী সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। ঠিক সেভাবেই চা শ্রমিকরা ১৫ বছর ধরে মমতা সরকারের ২০১১-তে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অপেক্ষা করছেন।' এরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আশ্বাস, 'যেভাবে আমরা ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করব ঠিক সেভাবেই সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে চা শ্রমিকদের মজুরির পুনর্মূল্যায়ন (পে রিভিশন)-এর পর বৈষম্য ঘুচিয়ে তামিলনাড়ু, কেরলের মতো সমান হারে করার কাজ শুরু হবে।'

গজেন্দ্রর এদিনের বক্তব্যে পালটা প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের শ্রমিক নেতা থেকে শুরু করে চা বলয়ের প্রার্থীরা বলছেন, সম্প্রতি তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই কোচবিহারে এসেছিলেন। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের প্রার্থীদের হয়ে সভা করেছেন। সেখানে তিনি উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য এমন ঘোষণা করলেন না কেন? আসলে পুরোটাই ললিপপ দেখিয়ে ভোট বৈতরণি পার হওয়ার চেষ্টা।

এদিন বিটিডব্লিউইউ-এর সভার আলোচনার পুরো বিষয়ই ছিল চা বাগানকেন্দ্রিক। মন্ত্রী ন্যূনতম মজুরির পাশাপাশি সরকার তৈরির পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবিমার প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান। বর্তমানে রাজ্য সরকার ও মালিকপক্ষের উপেক্ষার কারণে বাগানগুলির নিজস্ব স্বাস্থ্য পরিসেবা বেহাল হয়ে রয়েছে এমন অভিযোগও করেছেন মন্ত্রী। পাশের রাজ্য অসমে ২৬ হাজার চা শ্রমিককে জমির পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এখানে জমির পাট্টার নামে যা দেওয়া হয়েছে তা পুরোটাই ভাঁওতাবাজি বলে তাঁর দাবি।

এদিন সভায় বিজেপির অমরনাথ ঝা, জয়রাজ বিশ্বকর্মা, মহেশ বাগে, সন্তোষ হাতি, মনোজ ভুজেলের মতো শ্রমিক নেতাদের অনেকেই চা-এর জন্য আলাদা দপ্তর চালুর দাবি জানান। মন্ত্রী অবশ্য নিজে বিষয়টি নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি। তবে সভায় উপস্থিত কেন্দ্রের এসটি এসসি কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সাংসদ ফাগন সিং কুলস্তে বলেন, বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানানো হবে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের কেরল-তামিলনাড়ুর সম হারে মজুরি চালুর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা যদি হয় তবে সেক্ষেত্রে মজুরি করতে হবে ৪০০ টাকার ওপরে। দক্ষিণের ওই দুই রাজ্যে বর্তমানে মজুরি ৪৫৫ ও ৪৪০ টাকা। মন্ত্রীর ঘোষণাকে ভাঁওতা আখ্যা দিয়ে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ও এবারের ভোটে চা বলয়ের অন্যতম কোর এলাকা নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'ওঁদের দখলে থাকা অসমে কেন ন্যূনতম মজুরি করতে পারলেন না, সেই প্রশ্নের জবাব তো কেন্দ্রের মন্ত্রী দিয়ে গেলেন না। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী তো এই সবে এখান থেকে ঘুরে গেলেন। কই তাঁকেও তো এটা নিয়ে টুঁ শব্দটি খরচ করতে কেউ শোনেনি। মানুষ সব বোঝে। আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন, চতুর্থবারের সরকার গঠনের পর আমাদের চা শ্রমিকদের মজুরি ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। অসমে তো এই এপ্রিল থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাগানগুলিতে ২৮০ টাকা ও অন্যদিকে বরাক উপত্যকার শ্রমিকদের ২৫৮ টাকা করা হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি সেখানে কোথায়?

- ক্ষমতায় এলে সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যেই চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালুর আশ্বাস কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রীর
- প্রথম ক্যাবিনেটে বৈঠকেই 'আয়ুষ্মান ভারত' চালুর প্রতিশ্রুতিও দেন মন্ত্রী
- তৃণমূলের পাল্টা প্রশ্ন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসে এই ঘোষণা করলেন না কেন

সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে চা শ্রমিকদের পে রিভিশনের পর বৈষম্য ঘুচিয়ে তামিলনাড়ু, কেরলের মতো সমান হারে করার কাজ শুরু হবে।

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১০ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ০১-০৪-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নম্বর ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ নিউ জলপাইগুড়িতে এরিয়া অফিস ও কনফারেন্স হল সংস্কার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৯৪,৫৪,২৩২.৭৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,৮৯,১০০/- টাকা; টেন্ডার নম্বর ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ডিইএন/লাইন/কাটিহারের এখতিয়ারভুক্ত এনসি-১, ১১/এ কিমি ৩/৪-৫, আরইউবি ২৬/এ, ব্রিজ নম্বর ১ (এইচডিবি) এনসি-৭, এনসি-২৩, এনসি-২৫, এনসি-৪৩, এনসি-৪৫, এনসি-৫২, এসকে-৩২৩১, এসকে-৩২২ ও এসকে-৩২৩ -এ আরইউবি-তে জমে থাকা জল নিষ্কাশন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৭,৬৮,৭৪৯.৫০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৯৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নম্বর ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার - উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহারে রানিং রুম ও ক্রু লবির সম্প্রসারণ ও সংস্কার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,১২,৯০,৫১১.১০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৬,২৫,৮০০/- টাকা; টেন্ডার নম্বর ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (এ) সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহারের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত ১ ইন ১২ ও ১ ইন ১২ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধার। (বি) সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহারের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত ১ ইন ১২ ও ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধার। (সি) সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহারের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত ১ ইন ১২ ও ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪৯,১২,৭৭৬.৫২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৯৮,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০৪-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ৩০-০৪-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
কম খরচে
নববর্ষে প্রিয়জনকে 'শুভেচ্ছা' জানাতে
আজই চলে আসুন
'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর বিজ্ঞাপন বিভাগে অথবা
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় থাকা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর বিজ্ঞাপনগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে।
এছাড়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
'শুভেচ্ছা' বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন
বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২৬

আজ টিভিতে

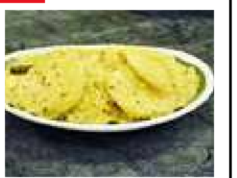

ডালগোপ্পা এবং গন্ধরাজ লোটে তৈরি শেখাবেন চম্পা বারুই।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ ভিলেন, দুপুর ১২.৩০ দাদা, বিকেল ৩.৩০ বাংলার বধূ, সন্ধে ৬.৪৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.৩০ ফুল আর পাথর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতারক, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ শুভ দৃষ্টি, রাত ১০.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অঞ্জলি, বেলা ১১.৩০ চুড়িওয়ালা, দুপুর ২.০০ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৫.০০ অভিমন্যু, সন্ধে ৭.৩০ দেবীবরণ, রাত ৯.৩০ চাওয়া পাওয়া
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালোবাসা ও অন্ধকার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাদশা-দ্য ডন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.২৮ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, বিকেল ৪.০৪ অনাড়ি, সন্ধে ৭.৫০ আগ, রাত ১০.৩৩ বীরগতি
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৯ সুপ্রিম খিলাড়ি, ২.৫৭ গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৫ খিলাড়ি, রাত ৮.৩০ জয় হো, ১১.০৩ অহো বিক্রমার্কা

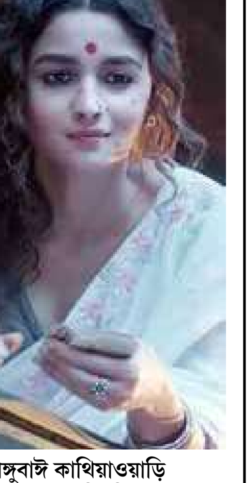

গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি
দুপুর ২.৫৭ জি সিনেমা

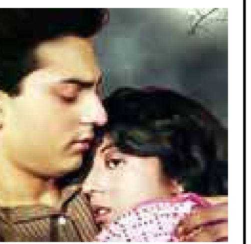

ভালোবাসা ও অন্ধকার
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

খনার কাহিনী
সন্ধে ৭.৩০
আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে আজ। সপরিবার বেড়াবার পরিকল্পনা সার্থক হবে। নৃত্য-চারুকলায় বিশেষ খ্যাতি। বৃষ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারে বিড়ম্বনার শিকার হতে পারেন। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবরে মন ভালো হয়ে যাবে। মিথুন : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পেরে মানসিক চাপ বাড়বে। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্কট : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সাংগঠনিক কাজে সাফল্য পাবেন। স্ত্রীর হস্তক্ষেপে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যাবে। সিংহ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সুবাদে ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। কন্যা : আজ ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। শিল্পী ও কলাকুশলীরা আজ সম্মানিত হতে পারেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার ফলে পদোন্নতি আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা। নার্ভের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। ধনু : সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিরোধ মিটে যাবে। পথেঘাটে আজ একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মকর : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্বিত হবেন। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে ভাটা পড়বে। প্রেমে দোলাচল কাটবে। কুম্ভ : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। আবেগের বশে নতুন কোনও দায়িত্ব নিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। মীন : কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য আজ শুভ দিন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমাধান হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১৮ চৈত্র, ৮ এপ্রিল ২০২৬, ২৪ চ'ত, সংবৎ ৬ বৈশাখ বদি, ১৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৫১। বুধবার, ষষ্ঠী অপরাহ্ণ ৪।২১। মূলানক্ষত্র অহোরাত্র। বরীয়ানযোগ দিবা ৩।২২। বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৪।২১ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৫।১৮ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই, অপরাহ্ণ ৪।২১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, অপরাহ্ণ ৪।২১ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।৩৪ গতে ১০।৪ মধ্যে ও ১১।৪০ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৪ গতে ৪।১ মধ্যে। যাত্রা – শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৪০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটাক নির্মাণ ও চালন। বিবিদ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্কুলের শৌচালয়ে অচৈতন্য ছাত্রী

হাসপাতালে মৃত ঘোষণা, রহস্য কোচবিহারে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৭ এপ্রিল : পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলের শৌচালয় থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার হয় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই হাইস্কুলে। স্কুলে আসার পর কী করে ওই ছাত্রীর মৃত্যু হল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও কীটনাশক খেয়ে ওই কিশোরী আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ওই এলাকায়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ওই কিশোরীর পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মোনালিসা পারভিন (১৪)। তুফানগঞ্জের এসডিপিও মনোজ কুমার বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তবে কীটনাশক খেয়ে ওই কিশোরী আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে।'

দেওচড়াই হাইস্কুল। -ফাইল চিত্র

দেওচড়াই হাইস্কুলে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। এদিন ছিল অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস পরীক্ষা। স্কুল সূত্রে খবর, এদিন পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলের শৌচাগারে ওই পড়ুয়াকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কয়েকজন পড়ুয়া। তড়িঘড়ি তারা খবর দেয় শিক্ষকদের। তারপর অচৈতন্য অবস্থায় ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই কিশোরীর পরিবারের লোকজন।

পরিবার জানিয়েছে, স্বামী ও ছোট্ট কন্যাকে ফেলে অন্যত্র বিয়ে করেন ওর মা। তারপর থেকে দিদার বাড়িতেই ছোট থেকে বড় হয়েছে ওই কিশোরী। সংসারে হাল ধরতে দ্বিতীয় বিয়ে করেন ওই কিশোরীর বাবাও। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। এদিন বাবার বাড়ি থেকেই পরীক্ষা দিতে স্কুলে এসেছিল ওই কিশোরী।

> **ছোট থেকেই নাতনি আমার কাছেই মানুষ। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।**
> **-মমতা বিবি** মৃতার দিদা

মৃতার দিদা মমতা বিবি বলেন, 'ছোট থেকেই নাতনি আমার কাছেই মানুষ। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।'

দেওচড়াই হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কুশলধ্বজ রায় বলেন, 'স্কুলে দুই ধাপে পরীক্ষা চলছে। প্রথম ধাপের পরীক্ষা শেষে আমরা স্টাফরুমে বসে পরীক্ষার খাতাগুলি গোছানোর কাজ করছিলাম। পড়ুয়াদের কাছ থেকে জানতে পেরে আমরা তড়িঘড়ি ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানেই ছাত্রীটিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।'

ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি, স্কুলে নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবকের কথায়, 'ঘটনার কথা শুনে আমরা হতবাক। শুনছি ওই ছাত্রী নাকি কীটনাশক খেয়েছিল। স্কুলের মধ্যে সে কীভাবে কীটনাশক নিয়ে গেল, কেনই বা বিষয়টি কারও নজরে এল না। অবিলম্বে স্কুলের নজরদারি বাড়ানো উচিত। এই ঘটনায় আমরা অভিভাবকরা সকলেই চিন্তিত।'

বঞ্চনা বনাম বিভাজনের লড়াই

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে মালদা

ভোটের অঙ্ক

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৭ এপ্রিল : নির্মীয়মাণ বহুতলটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। মরশুমি ফল বিক্রেতা নব ঘোষের দোকানে বসে গুনে গুনে ভানু সাহা বললেন, ছ'তলা হয়েছে। আরও দুটো তলা উঠবে। স্বপন মণ্ডল ফুট কাটলেন, আটতলার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু পুরসভার নেই। শুনে গলায় ঝাঁঝ ভানুর। বললেন, 'আরে ভাই, টাকায় সব হয়। জলাজমি ভরাট করে বহুতল হয়। পুরাতন মালদা শহরে কোন কাজটা আইন মেনে হয় শুনি?'

বাস্তবে জমি মাফিয়া আর প্রোমোটাররাজ মালদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাদের মদতে এসব চলে, তা সবার জানা। ভানু বলছিলেন, ভাগ চলে যায় সব প্রভাবশালীর পকেটে।' পুরাতন মালদা শহরের হৃৎপিণ্ড মঙ্গলবাড়ি চৌরঙ্গি মোড়ের আড্ডায় সবাই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন পুরসভার প্রতি। জমি মাফিয়া ও প্রোমোটাররাজের যুগলবন্দিতে গত এক দশকে ভোলই পালটে গিয়েছে শহরটার।

সবুজ গাছপালা বলে আর কিছু নেই। পুরো শহরটা এখন কংক্রিটে মোড়া। রোজই নির্বিচারে চলছে সবুজ নিধন। শহরের প্রায় সব জলাশয়ই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। রেহাই দেওয়া হয়নি ছোট পুকুরগুলোকেও। আধুনিক শহর গড়ার অজুহাতের এই বেআইনি কর্মযজ্ঞে আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারাও। বাতাসে ভাসে, এতে নাকি দলের ভেদ নেই। সব দলের কাউন্সিলারদের নাকি চরম বোঝাপড়া। মালদার বিধায়ক বিজেপির গোপালচন্দ্র সাহা। কিন্তু তাঁকে কেউ কোনওদিন পুর বোর্ডের বিরোধিতা করে আন্দোলন করতে দেখেননি। পুরাতন মালদা শহরের বাইরে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত। তার মধ্যে হবিবপুর ব্লকের ৩টি, ইংরেজবাজারের ১টি। তৃণমূল আমলে ১০০ দিনের কাজ সহ নানা প্রকল্পে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে সন্দেহ নেই।

তবে এখনও বহু রাস্তা বাকি। প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎও পৌঁছেছে। কিন্তু কর্মসংস্থান বলে কিছু নেই। চাষাবাদের পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনও উদ্যোগ নেই। মহিষবাথানির অমল কিসকু কথায় কথায় বললেন, তৃণমূল নেতারা বাড়িতে এসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি মনে করিয়ে ভোট চাইছেন। বিজেপি নেতারা বলছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে অনুদান ডাবল হবে। কিন্তু কেউ কর্মসংস্থানের কথা বলছেন না।

পুরাতন মালদা ব্লক গোটা রাজ্যে পোখরাজ আলু সরবরাহ করে। ফি বছর উৎপাদিত আলুর পরিমাণ গড়ে প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু পর্যাপ্ত হিমঘর না থাকায় অনেক কম দামে আলু বেচতে হয় চাষিদের। ভাবুক অঞ্চলের আলুচাষি সন্তোষ রাজবংশী আক্ষেপ করলেন, 'ভোট এলে চাষিদের কথা মনে পড়ে। ভোট মিটলে কারও টিকি দেখা যায় না। ৫ বছরেও বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহার দেখা পাইনি।'

২০১১ সালে তৎকালীন কংগ্রেস বিধায়ক রাজ্যের পর্যটন ও বন দপ্তরকে চিঠি লিখেছিলেন ভাটরা বিলকে কেন্দ্র করে পর্যটনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার আর্জি জানিয়ে। সরকার কান দেয়নি। টাঙন থেকে মহানন্দা পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিলের বড় অংশজুড়ে রয়েছে হালনা ফরেস্ট। শীতকালে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে এই বিলে। বর্ষাকালে বিলটি বৃহৎ জলাশয়ের চেহারা নেয়। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ঢেউ অন্যতম আকর্ষণ তখন।

বছরের ৩ মাস কিছু ভ্রমণপিপাসু মানুষ এখানে আসেন বটে নিজ উদ্যোগে। কিন্তু প্রশাসনিক গাফিলতিতে নারায়ণপুর শিল্পাঞ্চলের রাসায়নিক জল দূষিত করছে বিলটিকে। তাতে মারা যাচ্ছে পাখি, বিলুপ্ত হচ্ছে মাছ। মুকলেসুর রহমান নামে যাত্রাডাঙ্গার বাসিন্দা বলেন, 'এই বিলকে ঘিরে পর্যটনের বিকাশ হলে ৩টি অঞ্চলের মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত। কিন্তু বিধায়কের মুখে এনিয়ে উদ্যোগের কথা কখনও শুনিনি।'

তবে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রে অনুন্নয়নের এই অঙ্ক ছাপিয়ে চর্চায় এখন মেরুকরণ। বঞ্চনা না ধর্মীয় ভেদ- কোন অঙ্ক জিতবে, তার ওপর নির্ভর করছে মালদার ভোটের ভবিষ্যৎ। একুশের ভোটে প্রথম পদ্ম ফুল ফোটে এই কেন্দ্রে। বিধায়ক হন বিজেপির গোপালচন্দ্র সাহা। মানুষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখেননি বলে সর্বত্র অভিযোগ। বিজেপির পক্ষে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ সাংসদ খগেন মুর্মুর সুবাদে বলে সবাই মানেন।

বীরপাড়া চা বাগানের হরক লাইন

ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছে চিতাবাঘের 'টোপ'

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ এপ্রিল : বীরপাড়া চা বাগানের হরক লাইন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ! থাবায় ঘায়েল হয়েছেন এক তরুণ। খাঁচা পেতে চিতাবাঘ ধরতে টোপ হিসেবে একটা ছাগল দরকার। কিন্তু বীরপাড়া চা বাগানের হরক লাইনের বাসিন্দারা ছাগল দিতে নারাজ। ওরা বলছেন, চিতাবাঘ দেখে ছাগল ভয়ে অজ্ঞান হতে পারে। হার্ট অ্যাটাকে মারাও যেতে পারে। মঙ্গলবার ছাগলের পরিবর্তে খাঁচায় টোপ হিসেবে কুকুর ধরতে নামেন এলাকার তরুণরা। আর তরুণদের এমন 'মতিগতি' দেখে ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট মহল্লার লালু, কালু, ভুলুর মতো বেওয়ারিশ নেড়িদের!

বিকেলে হাড় জিরজিরে চেহারার একটা নেড়িকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে খাঁচার কাছে নিয়ে যান এলাকার তরুণরা। কিন্তু খাঁচা দেখে বিস্কুট ফেলে সেও চম্পট!

এদিকে, চিতাবাঘের আতঙ্কে থরহরিকম্প অবস্থা স্থানীয়দের। সোমবার সন্ধ্যায় গৌতম এক্কা নামে এক তরুণ চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তাঁকে ৪-৫ দিন পর ছাড়া হবে, জানান চিকিৎসকরা। ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি ওই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে প্রতীক্ষা ওরাওঁ নামে একটি শিশুর চিতাবাঘে খুবলে খাওয়া দেহ উদ্ধার হয়। এজন্য সোমবার সন্ধ্যায় হরক লাইনে খাঁচা নিয়ে যান বনকর্মীরা। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খাঁচায় রাখতে ছাগল কিংবা কুকুর মেলেনি।

চিতাবাঘ ধরতে পাতা খাঁচায় দুটি কক্ষ থাকে। একটি কক্ষে ছাগল জাতীয় প্রাণীকে টোপ হিসেবে রাখা হয়। পাশের কক্ষের ঝাঁপ খোলা রাখা হয়। খোলা ঝাঁপ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে যায় ঝাঁপ। আটকা পড়ে চিতাবাঘ। অথচ ছাগলের ক্ষতি হয় না। হরক লাইনের কমবেশি প্রত্যেকটি বাড়িতেই ছাগল রয়েছে। কিন্তু খাঁচায় টোপ বানাতে ছাগল দিতে রাজি নন কেউ। বনকর্মীরা বলছেন, 'আপনারা ছাগল না দিলে আমরা পাব কোথায়? সরকার তো আমাদের ছাগল দেয় না!'

দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় তাঁদের বলছেন, 'আটকে পড়া চিতাবাঘ ছাগলের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ দুটি প্রাণী থাকে দুটি আলাদা কক্ষে।'

এদিকে, এলাকার দীনেশ এক্কা বলছেন, 'ছাগল অত্যন্ত ভীতু প্রাণী। অত কাছে চিতাবাঘ দেখে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে ছাগল। এমনকি মরেও যেতে পারে। তাই সারাদিন কুকুর ধরার চেষ্টা করেছি!'

টোপ হিসেবে কুকুর ব্যবহার করেও চিতাবাঘ ধরা সম্ভব, সেকথা বলছেন দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায়ও। তবে কুকুর জেগে থাকলে, বিশেষ করে ঘেউ ঘেউ করলে সাধারণত চিতাবাঘ আক্রমণ করতে চায় না। তিনি বলছেন, 'কুকুর ঘুমিয়ে থাকলে চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে। দপ্তরের কাছে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার মতো কোনও প্রাণীও নেই।' এদিকে, টোপ হিসেবে ছাগল কেন দিতে হবে স্থানীয়দের, প্রশ্ন চা শ্রমিকদের। সেই দায়িত্ব কেন বন দপ্তর নেবে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। আবার টোপ হিসেবে ছাগল ব্যবহার করতে দিলে বন দপ্তর টাকাকড়ি দেবে কি না তা জানতেও উৎসুক এলাকার অনেকে। তবে রেঞ্জ অফিসার বলছেন 'টোপের জন্য টাকাকড়ি দেওয়ার বিধি নেই।'

টোপ নেই। বীরপাড়া চা বাগানে কাজে লাগছে না চিতাবাঘ ধরতে পাতা খাঁচা।

খাঁচাবন্দি সেই চিতাবাঘ।

খাঁচাবন্দি বুনো

নাগরাকাটা, ৭ এপ্রিল : ফের আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়ি লাগোয়া মোগলকাটা চা বাগান থেকে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। ঘটনাটি মঙ্গলবার ভোরের। এদিন সকালে বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা বুনোটিকে নিয়ে যান। এই নিয়ে সম্প্রতি আংরাভাসা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মোট আটটি চিতাবাঘ ধরা পড়ল।

গত বছর এই খুটাবাড়ি এলাকা থেকেই এক শিশুকে চিতাবাঘ বাড়ির উঠোন থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে ওই শিশুর খোবলানো দেহ উদ্ধার হয়। পাশের কলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক লাইনে বাড়ির উঠোন থেকে একইভাবে পরপর দুই শিশুকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যায়। তার মধ্যে একজন মারা যায়। আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রামেও দুই শিশু চিতাবাঘের হামলার মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। তারপর দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় মোট আটটি খাঁচার চক্রব্যূহ তৈরি করে বন দপ্তর। এতেই একের পর এক সাফল্য মিলছে। খুটাবাড়ি এলাকা সংলগ্ন মোগলকাটা চা বাগানের জ্বালাপাড়া ১ নম্বর সেকশন থেকে এদিনের চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। ওই এলাকায় বর্তমানে মোট চারটি খাঁচা পাতা রয়েছে। বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘটি পূর্ণবয়স্ক মাদি। আপাতত তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।'

আহত ১

ময়নাগুড়ি, ৭ এপ্রিল : পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি-তৃণমূলের হাতাহাতিতে আহত হলেন একজন বিজেপি কর্মী। আহত বিজেপির কর্মীর নাম অতুল রায়। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি বার্নিশ বাজার এলাকায়। ঘটনার পর আহতকে চিকিৎসার জন্য ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি চঞ্চল সরকার বলেন, 'আমাদের কর্মীর মাথায় আঘাত লেগেছে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।' অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের ২ নম্বর ব্লক সভাপতি শিবশংকর দত্ত বলেন, 'এলাকায় অশান্তির আবহ তৈরি করে ভোটে জেতার চেষ্টা করছে বিজেপি। মানুষ বিজেপির মিথ্যে চক্রান্ত বরদাস্ত করবে না।'

পরিকাঠামোর অভাব, বাড়ছে দুর্ঘটনা

গয়েরকাটা, ৭ এপ্রিল : প্রশাসনের তরফে এশিয়ান হাইওয়েতে যান চলাচলের নির্দিষ্ট গতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নেই গতি মাপার কোনও ব্যবস্থা। ফলে সেখানে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। যা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা ট্রাফিক গার্ডও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কয়েকদিন আগেই গয়েরকাটার বাঁশ লাইন সংলগ্ন এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের রাস্তা পার হতে গিয়ে তিন চা শ্রমিক লরির চাকায় পিষ্ট হন। পরবর্তীতে একজনের মৃত্যু হয়। এশিয়ান হাইওয়ের ওপর একাধিক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। বারবার দুর্ঘটনা ঘটলেও ট্রাফিক গার্ড স্পিড গান যন্ত্র দিয়ে গাড়ির গতি মাপার কাজ করছে না। বাসিন্দারা একাধিকবার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেও ট্রাফিক গার্ডের এখনও হুঁশ ফেরেনি।

যদিও জলপাইগুড়ি জেলা ট্রাফিক গার্ডের ডেপুটি পুলিশ সুপার গেলসেন লেপচা বলেন, 'গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে নির্বাচনের কাজে সকলে অন্যত্র ব্যস্ত রয়েছেন। তবে জেলাজুড়ে দুর্ঘটনা এবং গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে সচেতনতামূলক প্রচারের কাজ চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতিটি থানার পুলিশকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

গয়েরকাটার বাসিন্দা কৌশিক নন্দী বলেন, 'দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে।'

মধুবনি পার্কে চরছে গোরু।

মধুবনি পার্কের শোচনীয় দশা

বানারহাট, ৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের ১ নম্বর সাঁকোয়াঝোরা অঞ্চলের গয়েরকাটা শহরের অদূরে অবস্থিত মধুবনি পার্ক ও রিসর্টের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সংস্কারের অভাব ও পর্যাপ্ত নজরদারির ঘাটতিতে পার্কটির সৌন্দর্য দিন-দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় দর্শনার্থীদের কাছে জনপ্রিয় এই পার্ক এখন অনেকটাই আকর্ষণ হারিয়েছে। পার্কের ভেতরে অবাধে গোরুর দল প্রবেশ করছে, ফলে যত্রতত্র গোবর ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ নোংরা হয়ে উঠছে। এতে যেমন পার্কের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তেমনি দর্শনার্থীদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই পার্কে ঘুরতে আসেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে পর্যটকরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন, 'পার্কের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কোনও তৎপরতা নেই। গোরু ঢুকলেও তাদের বের করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না।'

এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁদের আবেদন, দ্রুত পার্কটির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে পার্কটি আবার আগের আকর্ষণ ফিরে পায়। এপ্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী বলেন, 'একদিকে বেড়া ভেঙে যাওয়ায় জন্যে গোরুর দল ঢুকছে। ভোট মিটলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যানের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং এমএফভি-০৪-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ : ২২.০৪.২০২৬ সকাল ১১টা।**

মালদা ডিভিসনে মোবাইল ফুড ভ্যানের ই-নিলাম

এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ এবং স্টেশন নিম্নরূপ : এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-জিওডিএ-এসটিজিইএন-৭০-২৬-১, গোড্ডা। এএ/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-এসটিজিইএন-৭২-২৬-১, নলহাটি। এএ/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএকেএ-এসটিজিইএন-৭১-২৬-১, বাঁকা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-08/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

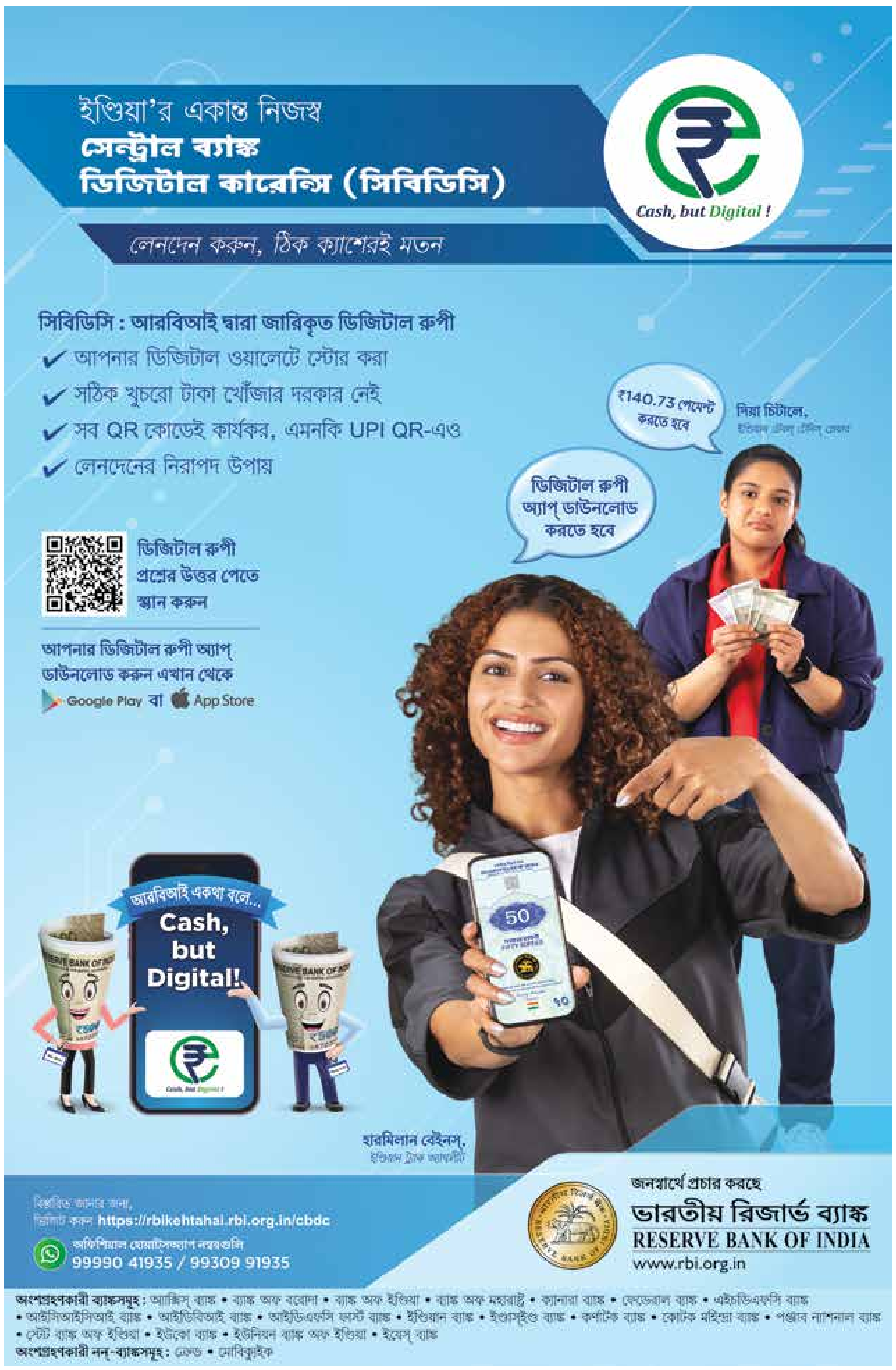

দলীয় প্রচারে হাতিয়ার টেলিকলিং

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ এপ্রিল : ফোনের ডিসপ্লেতে অপরিচিত নম্বর। ফোন ধরতে ওপার থেকে প্রথমেই ভেসে এল মহিলা কণ্ঠস্বরে একান্ত অনুরোধ, 'আপনার ভোটটা কিন্তু অবশ্যই বিজেপিকে দেবেন।' ঘটনায় কিছুটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন ধূপগুড়ির বাসিন্দা অরিন্দম বসু। একটু ধাতস্থ হতেই বুঝতে পারলেন, ভোটের আগে দলীয় প্রচারে টেলিকলারকে দিয়ে ফোন করানো হচ্ছে। তেমনই ফোন এসেছে তাঁর কাছে। পরে অবশ্য সেই টেলিকলারকে বেশকিছু সমস্য, অভাব-অভিযোগের কথা জানান অরিন্দম। সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে ফোন রাখেন টেলিকলার সেই মহিলা।

তবে শুধু অরিন্দম নন। একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন ধূপগুড়ির বাসিন্দা দীনেশ রায়, পায়েল ঘোষরা। এদিকে বিজেপির নেতারাও স্বীকার করে নিয়েছেন, শুধু ময়দানে নয়। সবরকমভাবেই মানুষের দরজায় পৌঁছে পরিষেবা এবং সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তাঁরা। যদিও দলের টাউন মণ্ডল সভাপতি পাপাই বসাক বলছেন, 'টেলিকলারের বিষয়টি দলের আইটি সেল দেখাশোনা করে। তাই, এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে জয় নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। দলের তরফে সবরকমভাবে প্রচার করা হচ্ছে।'

তবে, শুধু পদ্ম শিবির নয়। ভোটের মরশুমে এহেন প্রচার কৌশল নিয়ে মাঠে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসও। ইউটিউব, ফেসবুকের মতো বহুজাতিক সংস্থার মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যমে হামেশাই ভেসে উঠছে দলীয় প্রচারমূলক ভিডিও। তাতে যেমন দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের থিম সং এবং ভিডিও, তেমনই তুলে ধরা হচ্ছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'বাংলার যুবসাথী', 'স্বাস্থ্যসাথী'র মতো প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, 'প্রচারে কোনওরকম খামতি রাখা হচ্ছে না। প্রত্যেক ভোটারের দরজায় গিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য নেতৃত্ব নিজেদের মতো করে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারছেন।'

যদিও টেলিকলারের মাধ্যমে প্রচার নিয়ে ধূপগুড়িবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে। একাংশের মানুষের বক্তব্য, এখনকার দিনে ফোন তো আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাই ফোনের মাধ্যমে প্রচার হবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে রাজনৈতিক দলগুলির উচিত ফোন করে আগে ভোটারদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনা। প্রথমেই দলীয় প্রতীকে ভোট দেওয়ার আবদার সমীচীন নয়।

আসলে এবারের বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে সব দলই।

হেলিপ্যাড থেকে সভার পথে। সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জের প্রার্থী সহ অন্যরা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

অভিষেকের সভার জন্য ভুগল জনতা

জনতার কণ্ঠ

অনসূয়া চৌধুরী ও অভিষেক ঘোষ

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : একদিকে পড়শি রাজ্যে গণতন্ত্রের উৎসব, অন্যদিকে নিজের জেলায় হেভিওয়েট প্রার্থীর নির্বাচনি সভা। এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে মঙ্গলবার কার্যত চরম দুর্ভোগ পোহাতে হল নিত্যযাত্রীদের। অসমের নির্বাচনের জন্য জেলার অন্তত ১২০টি বাস ভাড়ায় চলে গিয়েছে সীমানার ওপাড়ে। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দিল এদিন জলপাইগুড়ির নারায়ণপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি সভা। জেলা ও মহকুমার যে ক'টি বেসরকারি বাস হাতছাড়া হয়নি, সেগুলিও এদিন সভার কর্মী-সমর্থক টানতে ব্যস্ত ছিল। ফল যা হওয়ার তাই হল— রোদ আর ঘামের দোলাচলে দিনভর চরম দুর্ভোগের শিকার হলেন শয়ে-শয়ে নিত্যযাত্রী।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির নেতাজি সুভাষ টার্মিনাস ছিল খাঁখাঁ। বাস নেই, নেই যাত্রী। চত্বর দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে এটি আদতে ব্যস্ততম কোনও বাস টার্মিনাস না কি অঘোষিত কোনও ধর্মঘট চলছে। একই ছবি ধরা পড়েছে হলদিবাড়ি ও রায়কতপাড়া সংলগ্ন শনি মন্দির স্ট্যান্ডেও। দু'-একটি ছোট গাড়ি চোখে পড়লেও ভিড়ের চাপে সেখানে পা রাখার জায়গা ছিল না। গোশালা মোড়ে চড়া রোদে তপ্ত পিচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসের প্রতীক্ষা করতে দেখা গেল সাধারণ মানুষকে।

অসুস্থ সন্তানকে ডাক্তার দেখিয়ে ফালাকাটায় ফেরার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন তরুণ রায়। অসহায় গলায় তিনি বলেন, 'সকালে কোনওমতে সরকারি বাসে চেপে এসেছিলাম। ফেরার সময় দুটো বাস এল ঠিকই, কিন্তু পা রাখার জায়গা নেই। কোলের অসুস্থ বাচ্চা নিয়ে অত ভিড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এখন রোড স্টেশনের দিকে হাঁটছি, কপালে যা আছে দেখা যাক।' স্কুল শিক্ষিকা সুমনা মোদকের কথায়, 'একদিকে অসমের ভোট, অন্যদিকে এখানে বড় নেতার সভা। সবমিলিয়ে মাঝখান থেকে আমাদের মতো সাধারণ নিত্যযাত্রীরা জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। সময়মতো স্কুলে পৌঁছানো বা বাড়ি ফেরা লটারি জেতার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এদিকে মালবাজার বাসস্ট্যান্ডেও এদিন বাসের আকাল চোখে পড়েছে। বেসরকারি বাস মালিক বাপ্পা ঘোষ বলেন, 'অসমের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কাজে বহু বাস নিয়ে গিয়েছে। সেগুলি আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। ১১ এপ্রিল থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার কথা। হাতেগোনা যে কয়েকটি বাস রয়েছে, তা দিয়েই আমরা জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি রুট চালু রাখার চেষ্টা করছি।' যদিও সরকারি আশ্বাস বা বাস মালিকদের যুক্তি রোদে নাজেহাল যাত্রীদের ক্ষোভ কমাতে পারেনি। এদিন বিকেল পর্যন্ত এই দুর্ভোগের রেশ জারি ছিল গোটা জেলায়।

জনসভায় ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি

মানিকগঞ্জ, ৭ এপ্রিল : মঙ্গলবার খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলঘাট মোড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা ঘিরে যেন মেলা বসেছিল। হরেকরকম খাবারের দোকান, আখের রস থেকে জলের বোতল- কি না মিলছে সেখানে। এদিন

জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। এই জনসভায় ভোটব্যাংকে কতটা প্রভাব পড়বে তা বোঝা না গেলেও এদিন সভাকে ঘিরে যাঁরা বিভিন্ন খাবারের দোকান দিয়েছিলেন তাঁদের মুখে বেশ হাসি ফুটেছিল।

জনসভার সামনে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের পাশে তৃণমূলের পতাকার নীচে বিভিন্নরকম খাবারের দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। চৈত্রের গরম থেকে বাঁচতে জলের বোতল ও আখের রস প্রচুর বিক্রি হয়েছে।

আখের রস বিক্রেতা অনিল দাস বলেন, 'এত বিক্রি হবে, ভাবতে পারিনি। অল্প সময়ের মধ্যে সব আখ বিক্রি হয়ে যায়। বাড়ি থেকে নতুন করে আখ আনতে হয়েছে।' প্যাকেটজাত খাবারের দোকান দিয়েছিলেন তপন সরকার। তিনি জানান, এদিনের জনসভা দেখে মনে হচ্ছিল যেন মেলা বসেছে। প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। ফলে বিক্রিও ভালো হয়েছে।

পদ্ম প্রার্থীকে বেনজির কটাক্ষ অভিষেকের

ভাষণে ব্যক্তিগত কুৎসা

উত্তরের ভোট-আয়না

অমিতকুমার রায় ও সৌরভ দেব

মঞ্চে কৃষ্ণ দাসকে নিয়ে অভিষেক। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

মানিকগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে এসে এতদিন কোনও বেফাঁস মন্তব্য করেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি সম্পর্কে তাঁর চড়া সুরে মন্তব্য বলতে ছিল, 'ভদ্রলোকেরা বিজেপি করে না।' মঙ্গলবার অবশ্য তিনি নজিরবিহীনভাবে জলপাইগুড়ি সদর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীকে মাতাল ও চরিত্রহীন বলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেন। খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলঘাট মোড়ে কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে সভায় অভিষেকের ভাষণে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কোনও পরিকল্পনার কথা ছিল না। শুধু মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, যুবশ্রী, কন্যাশ্রীর ফিরিস্তি দিয়েছেন। অভিষেকের মন্তব্যের পর পালটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি। সেখানে মন্তব্যের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে নির্বাচন কমিশনে নালিশের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। জলপাইগুড়িতে সন্ধ্যায় প্রতিবাদ মিছিলও করে বিজেপি।

এদিনের সভায় অভিষেক বলেন, 'জলপাইগুড়িতে বিজেপির যিনি প্রার্থী তাঁকে ফোনে পাওয়া তো দূরের কথা, তিনি সারাদিন ঠিক অবস্থাতেই থাকেন না। তিনি অর্ধেক সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। যদিও আমি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করি না। তবে তিনি মদ্যপানে আসক্ত, এটি তাঁর চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা বলতে পারেন। এর পাশাপাশি মহিলাদের বিষয়ে অসম্মানজনক কথাবার্তা এবং আচরণও রয়েছে যেটা সর্বজনবিদিত।'

জলপাইগুড়ি সদর আসনের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস অভিষেকের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ হাতে না নিয়ে কোনও কথা বলেন না। আমরা ধাপে ধাপে বিজেপি প্রার্থীর সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু সামনে আনতে যাচ্ছি।'

অভিষেকের মন্তব্যের পরই জলপাইগুড়িতে বিজেপির মধ্যে তুমুল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দলের জেলা সহ সভাপতি বুবাই কর বলেন, 'আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি তিনি ভুল স্বীকার না করেন সেক্ষেত্রে আমরা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করব। সেইসঙ্গে ওঁর এই বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ দিয়ে নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ জানাব।' অভিষেকের বক্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী বলেছেন, 'আমার বিধানসভা এলাকার মানুষ আমাকে চেনেন। ওঁর এই বক্তব্যের জবাব মানুষ ভোটে বুঝিয়ে দেবেন।'

জলপাইগুড়ির বিজেপির প্রবক্তা শ্যাম প্রসাদ বলেন, 'অভিষেক আজও নেতা হতে পারেননি। উনি খোকাবাবু। জলপাইগুড়ির সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত নন। তিনি এমন মন্তব্য করে জেলার মানুষকে অপমান করেছেন।'

অভিষেকের বক্তব্যে এদিন বেরুবাড়ি সীমান্তের জমি ও অন্য সমস্যা নিয়ে একটি শব্দও ছিল না। যা নিয়ে বেরুবাড়ির মানুষ অনেকটাই অসন্তুষ্ট। তবে, তাঁর কথা শুনতে উপচে পড়া ভিড় ছিল। জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের পাশাপাশি ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলীয় সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেন, 'এই জনসভার মতো লোক অভিষেকের কোনও জনসভায় হয়নি।' রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের দাবি, 'এবার জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি আসন তৃণমূলের দখলে আসবে।'

অভিষেক লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, যুবশ্রী, কন্যাশ্রীর ফিরিস্তি তুলে ধরার পাশাপাশি জেলাতে মেডিকেল কলেজ, সার্কিট বেঞ্চ, উন্নত স্টেডিয়াম তৈরির কথা বলেন। নরেন্দ্র মোদির কোচবিহার সফর নিয়ে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার শুধু নোটবন্দি, এসআইআর, গ্যাস বুকিংয়ের লাইনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কাউকে লাইনে দাঁড় না করিয়ে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। কোচবিহারের এয়ারপোর্ট ও জল্পেশ মন্দিরকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন করব বলেছিল বিজেপি। কিছু করেনি।'

তাঁর দাবি, 'রাজবংশী কামতাপুরি ভাষাকে রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। ১ মাস ১৮ দিন আগে এই চিঠি দেওয়া হলেও তার জবাব আসেনি।'

এসআইআর প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'এই জেলায় দুই লক্ষের উপরে নাম ডিলিট করা হয়েছে। এখানে সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি নির্বাচিত করেছেন। জয়ন্ত রায়কে জলপাইগুড়ির মানুষ নির্বাচিত করেছেন। যাঁরা সাংসদকে নির্বাচিত করলেন তাঁরা অবৈধ। তাঁদের এখন বৈধতার প্রমাণ করতে হবে। এই ভোট প্রতিশোধ, প্রতিবাদের ভোট।' মাছ খাব না মাংস খাব, সেটা গুজরাটের নেতারা ঠিক করে দেবেন বলে তিনি কটাক্ষ করেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আমাকেও একটু দে।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন দীপালি চৌধুরী।

মনোনয়নপত্র বাতিল কৌশিকের

ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : ময়নাগুড়ির বিদায়ি বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়ের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেল। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে কৌশিকের মনোনয়নপত্র বাতিলের তথ্য আপলোড করা হয়েছে। গত শুক্রবার নিজেকে বিজেপির প্রার্থী দাবি করে ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা করেন কৌশিক। একই দিনে বিজেপির হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন ডালিম রায়। কোনও দলের হয়ে মনোনয়নপত্র জমা করতে গেলে সেই দলের প্রতীক ও নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করা প্রয়োজন। সেখানে দলের রাজ্য সম্পাদক বা সভাপতির স্বাক্ষর থাকে। ডালিমের

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রতীকের নির্দিষ্ট ফর্ম জমা করলেও কৌশিক তা দিতে পারেননি। সে কারণেই স্ক্রুটিনিতে কৌশিকের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। এদিন অবশ্য এনিয়ে কৌশিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও উত্তর মেলেনি।

জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার স্ক্রুটিনির পর তিনজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। যার মধ্যে ময়নাগুড়ির কৌশিক রায় ছাড়া রয়েছেন নাগরাকাটার গণেশ ওরাওঁ এবং মালবাজারের রাজকুমার নাগ। জেলার ৭টি বিধানসভায় মোট ১১২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ সভা, রোড-শো নীতিনের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ এপ্রিল : বুধবার ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের খোঁজ নিতে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। নাগরাকাটায় চা শ্রমিকদের নিয়ে সভা করবেন তিনি। দুপুর ৩ টায় স্থানীয় আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে তাঁর ওই ইনডোর মিটিং। থাকবেন দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাপী গোস্বামী, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামলচন্দ্র রায়, সাংসদ ডা: জয়ন্ত রায়। দলীয় সূত্রে খবর, বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি প্রথম আলিপুরদুয়ার যাবেন। সেখানে নির্বাচনী প্রচার সেরে নাগরাকাটায় আসবেন। নাগরাকাটার কর্মসূচি শেষ করে চলে যাবেন ময়নাগুড়ির প্রার্থী ডালিম রায়ের রোড-শোতে অংশ নিতে।

ভোট যতই এগিয়ে আসছে,

রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয়তা ততই তুঙ্গে উঠছে। বিনা যুদ্ধে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার যখন বারবিশায় জনসভা করছেন তখন আলিপুরদুয়ার সদরে দলের জেলা নেতাদের নিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ সাংগঠনিক বৈঠক করলেন। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী সহ অন্য নেতারাও সেখানে ছিলেন। অন্যদিকে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুরে জনসভা করবেন। সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

বিএল সন্তোষ এদিন আলিপুরদুয়ার শহরের একটি হোটেলে দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকা ওই নেতা বরাবরই দলের সংগঠন দেখে আসছেন। জেলার কোন বিধানসভার কী অবস্থা রয়েছে সেটা নিজে খতিয়ে দেখতে এদিন তিনি নেতাদের কাছে রিপোর্ট নেন। একদিকে তিনি যেমন জেলার নেতাদের ক্লাস নেন, তেমনই ২০২১ সালের ভোটের ফল যাতে এবারও বজায় থাকে সেই বার্তাও দেন। এই পদ্ম নেতা এদিন জেলার পদাধিকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। ভিনরাজ্যের নেতাদের জেলায় সংগঠন দেখার কাজ দেওয়া রয়েছে, তাঁদের কাছেও তিনি রিপোর্ট নেন। প্রতি বুথে যেন সংগঠন ঠিকমতো কাজ করে সে বিষয়েও নজর দিতে বলা হয়। এছাড়াও ভোটকে মাথায় রেখে ওই নেতা নাকি বিশেষ কিছু টোটকাও দিয়েছেন। তবে ওই 'গোপন টোটকা' নিয়ে দলের নেতারা মুখ খুলতে রাজি হননি।

বাগানে তৃণমূল

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ এপ্রিল : চড়া রোদ উপেক্ষা করে হেঁটে ডামডিম চা বাগানে শ্রমিক মহল্লায় প্রচার সারলেন মালের তৃণমূল প্রার্থী বুলু চিকবড়াইক। তিনি ডামডিম বাজারেও যান।

নাগরাকাটা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর বাইকে চেপে মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় প্রচার করেন। তিনি বলেন, 'আমি সবসময় চা বাগানের শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম। ভবিষ্যতেও থাকব।'

এদিন ক্রান্তি বাজারে মাল বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বুলু চিকবড়াইকের সমর্থনে মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ক্রান্তি ব্লক কমিটির সভাপতি মহাদেব রায়, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, তৃণমূল নেতা আজিজার রহমান। পথসভায় এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করা হয়। এদিন বারোঘরিয়া বাজারেও মিছিল করা হয়।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সংক্রান্ত জট কাটার পর রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন এদিন সকালে পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাণী টি এস্টেটে পৌঁছান। সেখানে চা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি মান সরোবর চা ফ্যাক্টরি এবং রজনী টি এস্টেটে যান। সেখানে কথা বলার সময় চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের জড়িয়ে ধরেন স্বপ্না। স্বপ্নার সঙ্গে ছিলেন আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি তপন দে, সংগঠনের ব্লক সভাপতি শেখ ওমর ফারুক, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজগঞ্জ ব্লক কমিটির সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ধাড়া প্রমুখ। এরপর স্বপ্না জলপাইগুড়ির সিপাইপাড়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যান।

চা মহল্লায় প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

হাটে কংগ্রেস

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ এপ্রিল : মঙ্গলবার সকাল থেকেই জনসংযোগে নেমে পড়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ্ত মোহন্ত সকালে পান্ডাপাড়া, বৌবাজার এবং ১১ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার চালান। ৯ নম্বর ওয়ার্ডেও প্রচার চালাতে দেখা যায় তাঁকে। সন্ধ্যায় সাতকুঁড়া হাটে তিনি জনসংযোগ করেন।

অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী যোগেন সরকার এদিন সকালে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেন। দুপুরে ময়নাগুড়ি নতুন বাজার হাটে জনসংযোগ করেন। এরপর নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশন মোড়ে প্রচার পর্ব সারেন তিনি।

রাজগঞ্জ বিধানসভার জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী তুষারকান্তি রায় এদিন সকাল থেকে প্রচার চালান পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিয়াগঞ্জ এলাকায়। সেখান থেকে তিনি যান কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতে। সারিয়াম, দেমপাড়া গ্রামে মানুষের মাঝে প্রচার সেরে তিনি বেরিয়ে পড়েন বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্দেশে। বিকেলে সাহুডাঙ্গি বাজারে প্রচার পর্ব সারেন তিনি।

বাড়ি বাড়ি বাম

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ এপ্রিল : প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন রাজগঞ্জ বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী খরেন্দ্রনাথ রায়। মঙ্গলবার তিনি প্রথমে মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গেট বাজার এলাকায় প্রচার সারেন। সেখান থেকে যান সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখানে কুতাবগছ, চেকরমারি, গিরানগছ গ্রামে প্রচার পর্ব সারেন। সন্ধ্যায় তিনি গাডরা হাটে যান।

এদিন ময়নাগুড়ি বিধানসভার আরএসপি প্রার্থী সুদেব রায় চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভাঙ্গারহাট, বাইনের বাড়ি, দেবুর বাড়ি এলাকায় ভোটের প্রচার করেন। সেখান থেকে ডেঙ্গুয়াপাড়া, চর চূড়াভাণ্ডার এলাকার ভাটির চরে জনসংযোগ করেন। এরপর সাপ্টিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালতলায় বাড়ি বাড়ি ভোটের প্রচার সারেন তিনি। সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকায় বাজার সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসংযোগ করেন।

ভাবমূর্তিই ভরসা বাম ও কংগ্রেস প্রার্থীর

ভোট উৎসব

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৭ এপ্রিল : ভোটের ময়দানে বাজিমাত করতে দরকার জনসমর্থন ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। কিন্তু, গত কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট, রাজ্যের দুটি বড় দলের জনসমর্থন ঠেকেছে তলানিতে। তাই স্বচ্ছ ভাবমূর্তিই প্রার্থীর মূল ভরসা। দ্বিতীয়টিকে ভরসা করে ভোটের ময়দানে রাজগঞ্জ আসনের সিপিএম ও কংগ্রেস প্রার্থী। পারিবারিক পরিচয় এক্ষেত্রে বাড়তি পাওনা।

সিপিএম প্রার্থী খরেন্দ্রনাথ রায় একনিষ্ঠ বাম কর্মী। অন্যদিকে, কংগ্রেসের প্রার্থী তুষারকান্তি রায় ছাত্রাবস্থা থেকে কংগ্রেসকে আঁকড়ে রয়েছেন। সিপিএম প্রার্থী পোড়খাওয়া কৃষক নেতা। ৬৭টি বসন্ত পেরিয়ে আসা মানুষটি এখনও কৃষক আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকেন। ১৯৫৮ সালে রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জুগনিডাঙ্গা গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্ম তাঁর। বাবা নজরসিং রায় তেভাগা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খরেন্দ্রনাথ মাধ্যমিক পাশ করে আর পড়াশোনা করেননি। বাবার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ভূমিহীনদের পাট্টা দেওয়ার আন্দোলনে। ১৯৮৫ সালে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৩৬৫ একর খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের পাট্টা পাইয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৯৩ সালে প্রথমবার পঞ্চায়েতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্ব সামলান। কৃষকসভার রাজ্য কমিটির সদস্য খরেনবাবু। বাড়িতে দুই ছেলে, বৌমা, নাতি-নাতনি এবং স্ত্রী নিয়ে সংসার। এহেন সিপিএম প্রার্থীর বিরুদ্ধে তৃণমূল বা বিজেপি, দুর্নীতির অভিযোগও তুলতে পারছেন না। সিপিএম প্রার্থীর মূল ভরসা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের লড়াই এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। তাঁর কথায়, 'গ্রামে প্রচারের সময় সাধারণ মানুষ জড়িয়ে ধরে বলছেন, বামফ্রন্টের আমলেই শান্তিতে ছিলাম। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ভোটে আছড়ে পড়বে।'

সিপিএম প্রার্থী খরেন্দ্রনাথ রায় ও জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী তুষারকান্তি রায়।

অন্যদিকে, রাজগঞ্জ কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী তুষারকান্তি রায় আদ্যপ্রান্ত ভদ্রলোক বলে পরিচিত। ছাত্রাবস্থা থেকে তুষার কংগ্রেস রাজনীতিতে ঢুকে পড়েন। জলপাইগুড়ি এসি কলেজ অফ কমার্সে পড়ার সময় ছাত্র পরিষদ করতেন। তিন দাদা চাকরি করলেও বিকম-বিপিএড পাশ করেও চাকরিতে যাননি তুষার। বাবার জমি দেখেই সংসার চলছে। তুষারের পারিবারিক পরিচয়ও তাঁকে রাজগঞ্জের ভোটারদের কাছে পরিচিত মুখ করে তুলেছে। বাবা কিরণচন্দ্র রায় রাজগঞ্জের বিধায়ক ছিলেন। ১৯৬৯ সালে রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। তবে, ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতি করলেও তুষার কখনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ৫৭ বছর বয়সে এসে এবারই প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তুষার বলছেন, 'মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি। কংগ্রেস প্রার্থী না থাকায় যাঁরা তৃণমূলকে গত দুটি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে আসছেন, এরকম অনেকে দলে ফিরছেন।'

ভোটে ড্রাই ডে

ভোটগ্রহণ ও গণনার দিন ড্রাই ডে'র দিনক্ষণ ঘোষণা করল রাজ্য আবগারি দপ্তর। যেদিন ভোট হবে তার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে মদের দোকান বন্ধ করতে হবে। রাজ্যজুড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ব্যস্ত সময়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে বাস ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক মহিলা আইটি কর্মীর। তিনি বর্ধমানের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে কেষ্টপুরে থাকতেন। মঙ্গলবার আরএস সফটওয়্যার মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।

মিনাখাঁয় বোমা

মিনাখাঁয় আইএসএফ নেতার বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালানো হয়। বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ভোটের সঙ্গে এর কোনও যোগ আছে কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিপাকে বামপ্রার্থী

পুরুলিয়ার মানবাজারের সিপিএম প্রার্থী সোনামণি টুডুর মনোনয়নপত্র বাতিল করল নির্বাচন কমিশন। জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। ফলে ওই আসন থেকে এখন লড়বেন শান্তিমণি মুর্মু।

বুথে অসন্তুষ্ট কমিশন, ঢেলে সাজানো হচ্ছে পরিকাঠামো

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের জন্যে প্রায় ৮৫ হাজারের বেশি বুথ ও অতিরিক্ত বুথ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বুথের পরিকাঠামো নিয়েই অসন্তুষ্ট নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের আগে বুথের পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে বুধবার রাজ্যের সব পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এবার বুথের পরিকাঠামোয় বুথ নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চলেছে কমিশন। হিংসা মুক্ত সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের জন্যে বুথের নিরপত্তা ১০০ শতাংশ সঠিক হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে কমিশন।

ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যে এসেছিল জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। দু'দিনের সেই সফরে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছিলেন জ্ঞানেশ। সেখানেই বুথের পরিকাঠামো পর্যাপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ভোট লুঠ বুথের ভিতর অবৈধ কাজকর্ম ঠেকাতে বুথের নজরদারি ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার জন্যে একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং প্রতিটি পুলিশ জেলা ও পুলিশ কমিশনারেট পিছু একজন করে পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। ইতিমধ্যেই তা নিজ নিজ বিধানসভায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কমিশনকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। সেই রিপোর্টে বুথের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি কমিশন। সেই কারণে বুধবার দিল্লি থেকে সরাসরি ভার্চুয়াল বৈঠকে পর্যবেক্ষক, জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্ঞানেশ। এদিন সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রতিটি বুথের পরিকাঠামো কী হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে কমিশনের। তা মেনেই বুথ তৈরি করতে হবে।' এ ব্যাপারে প্রশাসনকে বারবার বলেও কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ কমিশন। ইতিমধ্যেই কমিশনের নির্দেশে বুথের পরিকাঠামো যাচাই করার জন্যে সচিব পদমর্যাদার একজন আধিকারিককে নিয়োগ করতে নবান্নকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ওই আধিকারিকরা বুথের পরিকাঠামো ক্ষতিয়ে দেখবেন।

এদিকে বুথের নিরাপত্তায় প্রতিটি বুথ ও সহায়ক বুথে ভিতরে ও বাইরে বসানো হচ্ছে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন সিসি ক্যামেরা। রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'বুথের বাইরের ক্যামেরা থেকে ভোটের লাইন পরিচয়পত্র পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির দিকে নজর রাখা হবে। বুথের ভিতরে যে ক্যামেরা থাকবে সেই ক্যামেরায় কোনও ভোটার বুথের মধ্যে ঢোকার পর ভোট দেওয়ার আগে ইভিএম পর্যন্ত তার প্রতিটি গতিবিধির দিকে নজর রাখবে। কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে এআইএ'র মাধ্যমে ওই ক্যামেরা কন্ট্রোল রুমে বিশেষ সিগন্যাল পাঠাবে। কন্ট্রোল রুমে মাইক্রো অবজার্ভাররা সেই সংকেত পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা সেক্টর অফিসার, পুলিশ পর্যবেক্ষক, সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং কুইক রেসপন্স টিমকে জানিয়ে দেবে।' ভোটের দিনে নজরদারির জন্যে সিইও দপ্তরের কন্ট্রোল রুমে বসানো হয়েছে ৭২টি টিভি স্ক্রিন। তবে বিরোধীদের আশঙ্কা উড়িয়ে সুব্রত বলেন, 'কোনওভাবেই ইভিএমে ভোট দেওয়া ছবিতে নজরদারি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুথের গণ্ডগোল বা ইভিএম খারাপের মতো ঘটনার খবর কমিশনের কাছে পৌঁছোতে দেরি হয়। এই ক্যামেরায় তা সঙ্গে সঙ্গেই জানা যাবে। ফলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।'

বালুর কাজ সবচেয়ে সেরা

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী

হাবড়া ও বনগাঁ, ৭ এপ্রিল : র‍্যাশন দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারাবাস করা সত্ত্বেও ভোট প্রচারে এসে হাবড়ার দলীয় প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর ওপর আস্থা রেখে তিনি বলেন, 'আমার সরকারে বালু যত ভালো কাজ করেছে তা আর কেউ করতে পারেনি।' ডিজিটাল র‍্যাশন কার্ড থেকে চালু থেকে শুরু করে ভুয়ো কার্ড রোখার কাজ তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছে বলে জানান মমতা। তাঁর অভিযোগ, বাম আমলের প্রায় লক্ষ লক্ষ ভুয়ো র‍্যাশন কার্ডের কারচুপি জ্যোতিপ্রিয় ধরে ফেলেছিলেন বলেই তাঁকে ফাঁসানো হয়। বালু রাম-বাম আঁতাতের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলে জানান তিনি। মমতা বলেন, 'বালুর নামে বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে আমি শুনেছি। জেনে রাখুন, বালু যত ভালো কাজ করেছে তা কেউ করতে পারেনি। ওকে হিংসা করে গ্রেপ্তার করেছিল। সিপিএমের চুরি, ডাকাতিটা ধরেছিল বালু। তাই বিজেপিকে দিয়ে বালুর বিরুদ্ধে এটা করিয়েছে।'

হাবড়ার সভায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। -সংবাদ চিত্র

এদিন বনগাঁ এবং চাকদাতেও দুটি জনসভা করেন মমতা। বনগাঁর সভা থেকে মতুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন তিনি। নেত্রী বলেন, 'এসআইআরে মতুয়াদের প্রচুর নাম বাদ গিয়েছে। ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতেও বিভেদের রাজনীতি করছে গেরুয়া শিবির। যারা আজ ঠাকুর পরিবারে বিভেদ করে ভাবছে ভোটের রাজনীতি করবে, আমি বলছি, বেশি কথা বোলো না। অনিল আম্বানির কেসে কার কার নাম আছে জানি। শুধু বিজেপি করে বলে তোমাদের ঘরে ইডি, সিবিআই আসে না। তৃণমূল করলে কিছু না করলেও ইডি, সিবিআই আসে। মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতি করলে মুখোশ খুলে দেব।'

এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের নাম কাটার অভিযোগ তুলে মমতার তির, 'কত ভোট কেটেছিলে বনগাঁ, বাগদা থেকে? ভোটের আগে বলবে হিন্দু-মুসলমান। বিজেপিকে বিশ্বাস করা আর গোখরো সাপকে বিশ্বাস করা একই ব্যাপার। বিজেপির মাথায় শুধু বিষ। বিষবৃক্ষ থেকে আম জন্মায় না।' চাকদার সভাতেও বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগ তোলেন মমতা। তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠানো হচ্ছে। আমাদের থাকতে দিতে হবে। খেতে দিতে হবে। তারপরও তাঁরাই বিজেপির হয়ে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আমি সম্মান করি। কিন্তু রাস্তা আটকালে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করবেন।' কেন্দ্র-নির্বাচন কমিশন আঁতাত নিয়ে তাঁর তোপ, 'বহিরাগতদের বাংলায় নিয়ে এসে চক্রান্ত করছে বিজেপি। তাদের কথাতেই কমিশন কাজ করছে। নাম কাটছে, ভোট লুটছে। নাম বাদ গেলে ট্রাইবিউনালে আবেদন করতে হবে। একটা লোককেও বাংলা থেকে তাড়াতে দেব না। উকুন বেছে বেছে নাম বাদ দিয়েছে।'

ব্যারাকপুরে বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার। -সংবাদ চিত্র

মনোনয়নপত্র পেশে এগিয়ে উত্তরবঙ্গ

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় রাজ্যের প্রথম দফার ভোটে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু বিধানসভা আসনে বেশি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা পড়েছে। মঙ্গলবার কমিশন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি ২৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন করণদিঘী আসনে। তারপর মেখলিগঞ্জের ১৮ জনের, কোচবিহার দক্ষিণে ১৬ জনের, মাথাভাঙা, ধূপগুড়ি, ময়নগুড়ি, হেমতাবাদ, কালীয়াগঞ্জ, ইটাহার, গাজল, ডোমকল ও সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা পড়েছে ১৫ জন প্রার্থীর।

সবচেয়ে কম প্রার্থীর মনোনয়ন জমা পড়েছে শালতোড়া, চন্দ্রকোণা ও এগরায়। তিনটি বিধানসভা আসনে ৬ জন করে প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাতন, মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম, ও দার্জিলিং বিধানসভা আসনে ৭ জন করে প্রার্থী মনোনয়ন পেশ করেছেন।

কালীঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত।-পিটিআই।

সঙ্গী বিজেপি নেতা, প্রশ্নের মুখে সিইও

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : ভোটমুখী বাংলায় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপির আঁতাতের অভিযোগে সুর সপ্তমেই রাখছে তৃণমূল। সম্প্রতি নন্দীগ্রামের ভোটপ্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সেই সময় এক স্থানীয় বিজেপি নেতাকে তাঁর সঙ্গে ঘুরতে দেখা গিয়েছে বলে মঙ্গলবার অভিযোগ তুলল তৃণমূল। তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কুণাল ঘোষ একটি ছবি দেখান। তাঁদের দাবি, রবিবার নন্দীগ্রামের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় ঘোরার সময় মনোজ আগরওয়ালের ঠিক পাশেই ছিলেন তপনকুমার মহাপাত্র নামে ওই বিজেপি নেতা। শাসকদলের প্রশ্ন, নিরপেক্ষতার বুলি আউড়ে কমিশনের শীর্ষকর্তা কেন বিরোধী দলনেতার ঘনিষ্ঠ নেতার 'ছায়াসঙ্গী' হয়ে ঘুরছেন? কুণালের কটাক্ষ, 'নির্বাচন কমিশন বিজেপির দলদাসে পরিণত হয়েছে। এবার কমিশন তাদের হয়ে তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করে দিক। মুখোশটা খুলে ফেলুক।' অপরদিকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, 'সিইও নন্দীগ্রামে যেতেই পারেন, কিন্তু কেন তাঁকে বিজেপি ক্যাডার নিয়ে ঘুরতে হবে? এটাই কি কমিশনের নিরপেক্ষতা?'

তৃণমূলের দাবি, এই তপনবাবু নন্দীগ্রামের কালীচরণপুর অঞ্চলের বিজেপির আহ্বায়ক এবং শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাদের অভিযোগ, রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, অথচ অন্য রাজ্যের ভোটারদের নাম ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। এদিকে, তৃণমূলের এই 'ছবি-বোমা'র পালটা সাফাই দিয়েছে বিজেপি। নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পাল বিষয়টিকে কার্যত আধ্যাত্মিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর দাবি, মনোজ আগরওয়াল একজন নিরপেক্ষ আধিকারিক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে 'ভগবান' হয়ে উঠেছেন। তাই ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে কেউ যদি সেই 'ভগবান'কে দেখতে যান, তাতে দোষের কিছু নেই। অর্থাৎ, তপন মহাপাত্রের উপস্থিতি অস্বীকার না করলেও, বিজেপি একে নেহাতই 'ভক্তের ভগবান দর্শন' বলে লঘু করার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, 'এই প্রথম একজন সিইও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ভগবান হয়ে উঠেছেন। রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরেও ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ থাকে। সেই ব্যক্তি পরিচয় থেকেই কেউ যদি ভগবানকে দেখতে যান তাতে কার কী বলার আছে?'

সাংবিধানিক সংকটের জল্পনা পশ্চিমবঙ্গে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : 'ট্রাইবিউনালে'র কোপে পড়ে রাজ্যে ভোট তো দূরঅস্ত, শেষপর্যন্ত বাংলায় সাংবিধানিক সংকটের আশঙ্কা দানা বাঁধছে বিভিন্ন মহলে। অবস্থা যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে নির্দিষ্ট সময়ে ভোট হওয়া নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে। যার চূড়ান্ত পরিণতি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মতো পরিস্থিতি হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ থেকে এই ইঙ্গিত মেলায় রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কী হবে তা নিয়ে এখনও খোলসা করে সুপ্রিম কোর্টও জানাতে পারেনি। আগামী ১৩ এপ্রিল এই মামলার চূড়ান্ত রায় দিতে পারে শীর্ষ আদালত। ইতিমধ্যেই বাংলার ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ২৯ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। এই বাদ পড়াদের জন্য 'ট্রাইবিউনাল'-এ আবেদনের সুযোগ মিলতেই সেখানে পাহাড় প্রমাণ দরখাস্ত জমা পড়ছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয়তায় তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই আবেদন করানোর কাজ করছেন। পিছিয়ে নেই বাম, কংগ্রেস বা বিজেপিও।

কিন্তু আসল প্যাঁচটা অন্য জায়গায়। এই লক্ষ লক্ষ আবেদনের শুনানি ভোটের আগে শেষ হওয়া সম্ভব কিনা, সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। ট্রাইবিউনাল যদি কাউকে 'যোগ্য' বলে রায় দেয়, আর নির্বাচন কমিশন যদি তা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যায়, তবে আইনি লড়াই চলতেই থাকবে। এদিকে ভোট নেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ও পেরিয়ে যেতে পারে। বৈধ ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়া যেমন আদালতের পক্ষে অসম্ভব, তেমনই লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়ে ভোট করা নিয়ে উঠছে নৈতিক প্রশ্ন।

যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই আইনি জট না কাটে এবং ভোট নেওয়া সম্ভব না হয়, তবে রাজ্যে নতুন সরকার গড়া যাবে না। সেক্ষেত্রে একমাত্র পথ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণও এই আশঙ্কার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং নির্বাচন কমিশন এখন কোন পথে হাঁটে, সেটাই দেখার। ভোট পিছোবে নাকি ২৯ লক্ষ মানুষকে ব্রাত্য রেখেই হবে নির্বাচন, ১৩ এপ্রিলের দিকেই এখন তাকিয়ে গোটা বাংলা।

'৫৫ বছর আগে টুকরো করেছিলাম'

পাকিস্তানকে কড়া বার্তা রাজনাথের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : বাংলার ভোটযুদ্ধে আচমকা পাকিস্তান প্রসঙ্গ তেতে উঠছে। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের কলকাতায় হামলার হুমকি নিয়ে সোমবারই বিজেপিকে নিশানা করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কেন্দ্র কেন চুপ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানকেও বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

ব্যারাকপুরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, '৫৫ বছর আগের কথা মনে রাখা উচিত পাকিস্তানের। কীভাবে দু-টুকরো হয়েছিল। আবার কিছু করার চেষ্টা করলে পরিণতি কী হবে সেটা ওঁরাই বুঝতে পারবেন।' এদিন ব্যারাকপুরে একটি জনসভাও করেন রাজনাথ। কিন্তু সেখানে পাকিস্তান প্রসঙ্গে প্রথমে কিছু বলেননি। তার বদলে মমতাকেই নিশানা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

সম্প্রতি কেরলে রাজনাথ বলেছিলেন, 'অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি।' কিন্তু তারপর পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আস্ফালন নিয়ে মমতা-অভিষেক সুর চড়াতেই সরব হতে বাধ্য হয়েছেন রাজনাথ। এদিন জনসভায় অবশ্য রাজনাথের আক্রমণের বেশিরভাগটাই ছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'গতবার বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়েছিল। তাই আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি বাংলার মানুষের জন্য কিছু করেননি। উলটে বাংলার মানুষের পিঠে ছুরি মেরেছেন।' বেকারত্ব প্রসঙ্গে রাজনাথের তোপ, 'এখানকার ছেলেমেয়েরা কাজের জন্য বাইরের রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। এই রাজ্যে কাজ নেই। শিল্প নেই। কারখানা নেই। তার বদলে সর্বস্তরে দুর্নীতি হচ্ছে।'

> **গতবার বাংলা নিজের মেয়েকে চেয়েছিল। তাই আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি বাংলার মানুষের জন্য কিছু করেননি। উলটে বাংলার মানুষের পিঠে ছুরি মেরেছেন।**
>
> -রাজনাথ সিং

তৃণমূলনেত্রী অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ তোলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এদিন বাংলা দখলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণ করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে পদ্মকে আনার বার্তা দিয়ে রাজনাথ বলেন, 'অনেক হয়েছে জোড়া ঘাসফুল। বাংলা মাঙ্গে কমল ফুল।' এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত মিছিল করেন তিনি।

অধ্যাপকদের ডিএ মেটাতে পদক্ষেপ নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : বকেয়া ডিএ দেওয়া নিয়ে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে সব ধরনের অনিশ্চয়তার ছবি প্রায় নির্মূল করতে জরুরি ভিত্তিতে পরের পর পদক্ষেপ করেই চলেছে নবান্ন। সরকারি কর্মীরা ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ পাওয়া নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। ধোঁয়াশা কাটাতে শেষপর্যন্ত এঁদেরও ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া ডিএ মেটানোর বহু প্রতীক্ষিত প্রক্রিয়াও শুরু করল নবান্ন। মঙ্গলবার নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সদর দপ্তর বিকাশ ভবন থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ও পেনশনভোগীদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করল অর্থ দপ্তর।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ও পেনশনভোগীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ইতিমধ্যেই দপ্তর থেকে নবান্নের অর্থ দপ্তরে পাঠানো শুরু হয়েছে। কার কত বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রাপ্য তার হিসেব-নিকেশও চলছে জোর কদমে। শুধু স্কুল স্তরেই নয়, এবার বিকাশ ভবনের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের তথ্য নবান্নের অর্থ দপ্তরে পাঠানোর কাজও শুরু হল। সেইসঙ্গে পেনশনভোগীদের প্রাপ্য বকেয়ার হিসেবও শুরু হয়েছে। বকেয়ার সময়পর্ব ভাগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহ ও বকেয়ার গণনার পর যাতে 'ম্যাচিং অর্ডার' জারি করা যায় তার জন্যই নবান্নের অর্থ দপ্তরের এই পদক্ষেপ। এর আগে সম্প্রতি নবান্নে সরকারের গ্রুপ ডি কর্মী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, পুরসভা ও পঞ্চায়েত কর্মী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ জরুরি ভিত্তিতে দিতে অর্থ দপ্তর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে।

বিধান রায়ের বাংলা গড়ার ডাক কংগ্রেসের

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' কিংবা 'কিষাণ নিধি' নয়, এবার সরাসরি 'দুর্গা সম্মান' আর 'কৃষক সম্মান'-এর গ্যারান্টি নিয়ে ভোটের ময়দানে নামল কংগ্রেস। সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশ করেন এআইসিসি সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও জয়রাম রমেশরা। বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে আপস করতে রাজি নয় হাত শিবির। বিধানচন্দ্র রায়ের আদর্শকে হাতিয়ার করে দলের এবারের স্লোগান, 'বিধান রায়ের বাংলা আবার গড়ব আমরা'।

জাতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া' জোটের সমীকরণ যাই হোক, বাংলায় এসে তৃণমূল ও বিজেপিকে একই বন্ধনীতে রাখলেন খাড়গে। বলেন, 'তৃণমূল ১৫ বছরে শিল্প বা কর্মসংস্থান করতে পারেনি, আর বিজেপি শুধু মেরুকরণের রাজনীতি বোঝে। আমরা নেহরুর সংকল্প আর বিধান রায়ের উন্নয়নের মিশেলে তৃতীয় বিকল্প নিয়ে এসেছি।' মন্ত্রীর ঘর থেকে টাকা উদ্ধার নিয়ে রাজ্যের দুর্নীতিকে বিঁধতে ছাড়েননি তিনি। একইভাবে জয়রাম রমেশও মনে করিয়ে দিয়েছেন, জাতীয় স্তরে জোট থাকলেও রাজ্যে লড়াই হবে রাজ্যের ইস্যুতেই।

ভোটের লড়াইতে ভাতার প্রভাব মেনে নিয়ে মহিলাদের মাসিক ২ হাজার টাকা 'দুর্গা সম্মান' ভাতা এবং কৃষকদের বছরে ১৫ হাজার টাকা সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। এর পাশাপাশি বিধান রায়ের নামে স্বাস্থ্য কার্ড, জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে ক্যানসার ও ডায়ালিসিস পরিষেবা এবং ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুতের ঘোষণা করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় জোর দিতে প্রতিটি স্কুলে ইংরেজি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং জেলায় জেলায় এআই প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রতিশ্রুতিও রয়েছে ইস্তাহারে। নারী সুরক্ষায় 'অভয়া নারী সুরক্ষা আইন' এবং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে কেবল ভোট নয়, বাংলার শাসনব্যবস্থার বদলাতে দিতে মরিয়া হাত শিবির।

মহিলাদের মাসে ২ হাজার, কৃষকদের বছরে ১৫ হাজার

কংগ্রেসের ইস্তেহার হাতে খাড়গে, শুভংকর, জয়রাম রমেশ। মঙ্গলবার।

শান্তিপুরি তাঁতের শাড়িতে পদ্ম-জোড়াফুল

ভোট উৎসব

শান্তিপুর, ৭ এপ্রিল : ভোটের বাংলা আর শাড়ি—বাঙালির এই দুই চিরন্তন আবেগকে এক সুতোয় বেঁধে এবারের নির্বাচনী ময়দানে আক্ষরিক অর্থেই ঝড় তুলেছেন নদিয়ার শান্তিপুরের এক উদ্যোগী ডিজাইনার। দেওয়াল লিখন বা ফ্লেক্সের চেনা ছক ভেঙে এবার শান্তিপুরের বিখ্যাত তাঁতের শাড়ির আঁচলই হয়ে উঠেছে শাসক-বিরোধীর প্রচারের অন্যতম ক্যানভাস। মাত্র ২৪০ টাকা দামের এই 'পলিটিক্যাল শাড়ি' এখন বাংলার নারী ভোটারদের মন জয় করতে তৃণমূল এবং বিজেপিদের শিবিরেই তুরুপের তাস। শান্তিপুরের কারিগর রাজু দাসের ওয়ার্কশপে এখন কার্যত দম ফেলার ফুরসত নেই। ইতিমধ্যেই ১৫ হাজারেরও বেশি শাড়ির বরাত চলে গিয়েছে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে।

দুই রাজনৈতিক দলের প্রচারের কৌশলের ফারাকটা এই শাড়ির নকশাতেই বেশ স্পষ্ট। তৃণমূলের শাড়িগুলি যেন সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের এক জীবন্ত প্রচারপত্র। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মোটিফের সঙ্গে সেখানে জ্বলজ্বল করছে ঘাসফুল প্রতীক এবং স্লোগান—'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'। অন্যদিকে, ২০২০ সালের নির্বাচনের আগে ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পালের তৈরি পদ্ম-শাড়ির 'বাণিজ্যিকীকরণ' নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা থেকে স্পষ্টতই শিক্ষা নিয়েছে গেরুয়া শিবির।

তাঁতের শাড়িতে ফুটে উঠেছে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের প্রতীক।

এবার আর কোনও ডিজাইনার চমক নয়, বরং একেবারে সাধারণ 'বাঙালিয়ানা'-কে ছুঁতে খাঁটি সুতির তাঁতের ওপর বিভিন্ন মাপের পদ্মফুল ছাপিয়েই মানুষের ঘরে পৌঁছতে চাইছে তারা। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, দলের মহিলা কর্মীরা শুধু মিছিল বা মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ই নয়, দৈনন্দিন কাজের ফাঁকেও এই শাড়ি পরে সাধারণ ভোটারদের মনে এক নীরব প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছেন।

অনেকের মতে, এই অভিনব উদ্যোগ শুধু নির্বাচনের ময়দানকেই রঙিন করছে না, পাশাপাশি ধুঁকতে থাকা শান্তিপুরের তাঁতশিল্পকেও ভোটের মরশুমে এক অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক অক্সিজেন জোগাচ্ছে। স্থানীয় তাঁতিদের কাছ থেকে পাইকারি হারে শাড়ি কিনে তার ওপর নিখুঁতভাবে রাজনৈতিক বার্তা ছেপে দিচ্ছেন রাজু। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবে যখন কাদাছোঁড়াছুড়ি আর রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে, তখন শান্তিপুরের এই সুতির তাঁত যেন নিঃশব্দেই প্রমাণ করে দিচ্ছে, বাংলার ভোটযুদ্ধে আভিজাত্য আর আবেগের মিশেলে বোনা শাড়ির কোনও বিকল্প আজও তৈরি হয়নি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১৮ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ চৈত্র ১৪৩২

‘নরক’ই কি ভবিষ্যৎ?

ব্যতিক্রমী নির্বাচন তো বটেই। বহু মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে নির্বাচন হতে চলেছে। যাঁদের নাগরিকত্ব আছে না নেই, তা যাচাই না করেই। যেখানে বলা হয়ে থাকে, একজন নাগরিককেও বঞ্চিত রেখে নির্বাচন করানো অনুচিত। এই মৌলিক প্রশ্নটি না নির্বাচন কমিশন গুরুত্ব দিয়েছে, না সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে। এসআইআর-এর বিরোধিতায় সোচ্চার দলগুলিও আশ্চর্যরকমভাবে বিষয়টি নিয়ে নীরব।

সবচেয়ে উদ্বেগের কথা, একেবারে ব্লক স্তরে বিচারকদের বিচারে যাঁদের বাতিল ঘোষণা হয়েছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম ধোঁয়াশা এখন। এটা নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে যে, যতই ট্রাইবিউনাল গঠন করা হোক, এই বাতিলদের অন্তত ছাব্বিশের নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকছে না। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সেই সত্য পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন।

এবার বঞ্চিত হলেও ভবিষ্যতে ভোটাধিকার ফিরে পেতে পারেন বলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন বটে। কিন্তু কীভাবে সেই অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে, তার ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়। বাতিলদের আপিল করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া ট্রাইবিউনাল এখনও ঠিকঠাক কাজ শুরু করেনি। এমনকি, কোন পদ্ধতিতে ট্রাইবিউনাল কাজ করবে, তাও ঠিক হয়নি। সেই পদ্ধতি ঠিক করতে সুপ্রিম কোর্ট আবার একটি কমিটি তৈরি করে দিয়েছে।

ট্রাইবিউনালের পরিকাঠামো এখনও প্রস্তুত নয়। ট্রাইবিউনাল শুধু কলকাতায় বসলে প্রত্যন্ত জেলার আবেদনকারীদের আবার ভোগান্তির চরম হবে। মানুষ তা সহ্য করলেও ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে তাঁদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সোজা কথায় তাঁদের বাদ দিয়ে ভোট হতে চলেছে। এটাই আশ্চর্যের। সংবিধান এমন অর্ধসমাপ্ত প্রক্রিয়ায় কীভাবে নির্বাচন অনুমোদন করবে- এই প্রশ্নের উত্তর কোনও মহল থেকে মিলছে না।

একটি রাজ্যের প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের আচমকা ভোটার তালিকা থেকে উধাও হয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। উধাওয়ের তালিকায় নিশ্চয়ই অনেক মৃতের নাম আছে বা অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া কেউ কেউ আছেন। কিন্তু বিচারাধীন বলে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষকে দাগিয়ে দেওয়ার কারণ সম্পর্কে সংশয় থেকেই গিয়েছে। এই ৬০ লক্ষের মধ্যে ২৭ লক্ষের নামের পাশে পাকাপাকিভাবে ডিলিটেড স্ট্যাম্প পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট যুক্তির অভাব আছে।

ভোট হয়ে গেলে ট্রাইবিউনালে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকার আগ্রহ আর কতটা থাকবে, প্রশ্ন সেটাও। কারণ ততদিনে সমস্যাটির প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই ফিকে হয়ে আসবে। আইনি জটিলতাও কম নয়। নির্বাচন কমিশনের কাজ এবার যেভাবে বিচারকরা করে দিলেন এবং ট্রাইবিউনালের গঠন নজিরবিহীন। এর যৌক্তিকতা নিয়ে যে কোনও নাগরিক প্রশ্ন তুলতেই পারেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেই অধিকার সব নাগরিকের আছে। রাষ্ট্রও এমন একটি মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে জবাব দিতে বাধ্য।

ট্রাইবিউনাল আপিলগুলির যথাযথ নিষ্পত্তি করতে না পারলে বা আংশিক নিষ্পত্তি করলে ভোটাধিকারহীন একদল মানুষের অস্তিত্ব তৈরি হবে বাংলায়। ভোটাধিকার না থাকলে তাঁদের নাগরিকত্ব বৈধ কি না- সেই প্রশ্ন সামনে আসবে। সেক্ষেত্রে নাগরিকত্বহীন বসবাসকারীদের সংকট ও ভোগান্তি চরম সীমায় পৌঁছাবে। নিজভূমে পরবাসী শব্দবন্ধনী ব্যবহার করেও তাঁদের সর্বনাশ তখন পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন ছিল একসময় ছিটমহলবাসীর জীবন। যাঁদের যাপন ছিল মিথ্যার ওপর।

সরকার যদি তাঁদের অস্তিত্ব শেষপর্যন্ত অস্বীকার করতে চায়, তাহলে পরিণতি হবে আরও মারাত্মক। তেমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগে সময় থাকতে রাষ্ট্রের ও রাজনৈতিক দলগুলির উচিত বিষয়টির প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া। দুর্ভাগ্যের হল, সেই নজর দেওয়ার চেষ্টার নজির এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। রাষ্ট্রেরও না। রাজনৈতিক দলেরও না। মুখে যা-ই বলুক, দলগুলি বেশি ব্যস্ত তালিকায় ঠাঁই পাওয়া ভোটারদের সমর্থনে জিতে ক্ষমতায় আসতে। তাতে বাতিলদের জীবন নরক হয়ে গেলে যাক!

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

কলকাতার তাঁবেদারিতেই আটকে উত্তরের ভাগ্য

তারকা প্রচারকের তালিকা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ— সর্বত্রই দক্ষিণবঙ্গের একচ্ছত্র দাপট; কলকাতার নেতাদের করুণা আর দাসত্বেই কি আটকে থাকবে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্য এবং আত্মসম্মান?

পল্লব বসু

তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রচারকের তালিকার দিকে একবার চোখ বোলালেই যে রূঢ় সত্যটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে নতুন কিছু না হলেও, যথেষ্টই অপমানজনক। মনে হতেই পারে, দক্ষিণবঙ্গের দাদা-দিদিদের দাক্ষিণ্য আর কালীঘাট-ক্যামাক স্ট্রিটের দয়ার ওপরই যেন সুতোর মতো ঝুলে রয়েছে উত্তরের রাজনৈতিক অস্তিত্ব। শাসকদলের চল্লিশজনের হাই প্রোফাইল তারকা প্রচারকের তালিকায় উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব রীতিমতো মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজতে হয়। প্রথম দুই ডজন নামে উত্তরের কোনও নেতার টিকিও নেই! গোটা তালিকাজুড়ে হয় দক্ষিণবঙ্গের নেতা-মন্ত্রীদের একচ্ছত্র দাপট, নয়তো ইউসুফ পাঠান বা কীর্তি আজাদের মতো ভিনরাজ্য থেকে উড়ে আসা ‘অতিথি’ সাংসদদের ভিড়। ৪০ জনের সেই দীর্ঘ তালিকায় উত্তরবঙ্গ থেকে জায়গা পেয়েছেন মাত্র দুজন— জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং প্রকাশ চিকবড়াইক। অর্থাৎ, রাজ্যের একটি বিস্তীর্ণ এবং সামাজিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব মাত্র পাঁচ শতাংশ! শুধু তাই নয়, তাঁদের নামের আগে সগর্বে জ্বলজ্বল করছে রাজনীতিতে ঢের জুনিয়ার অদিতি মুন্সি বা বীরবাহা হাঁসদাদের নাম। অথচ এই তালিকায় অদ্ভুতভাবে ব্রাত্য উদয়ন গুহ, গৌতম দেব, কানাইয়ালাল আগরওয়াল, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বা সৌরভ চক্রবর্তীর মতো উত্তরের পোড়খাওয়া নেতারা।

এমন নয় যে, যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের তারকা প্রচারকের তালিকায় রাখা যায় না। অনেকেই আছেন। কিন্তু আসল সমস্যাটা লুকিয়ে রয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মানসিকতায়। এই যে জগদীশ বা প্রকাশ তালিকায় নাম পেলেন, এঁদের কি দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বা খোদ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রচারে কাজে লাগাবে তৃণমূল? উত্তরটা সকলেরই জানা— না। এঁদের দৌড় ওই উত্তরবঙ্গের গণ্ডি পেরোবে না। এঁদের নাম রাখা হয়েছে নিছকই ‘উত্তরবঙ্গের কোটা’ পূরণ করার এক দায়সারা অঙ্ক মেলাতে। উত্তরের নেতারা যেন কলকাতার দাদাদের হুকুম তামিল করার জন্যই রাজনীতিতে এসেছেন।

উন্নয়নের দম্ভ এবং সামগ্রিক বঞ্চনা

কলকাতার ক্ষমতার অলিন্দে কান পাতলে একটা তীব্র অহংকার এবং উন্নাসিকতার সুর শোনা যায়। এমন নয় যে, গত দেড় দশকের তৃণমূল শাসনে উত্তরবঙ্গে কোনও কাজই হয়নি। শিলিগুড়িতে ‘উত্তরকন্যা’ গড়ে তোলা বা জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন নিঃসন্দেহে এই সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য। কিন্তু গণ্ডগোলটা বেধেছে সেই দানছত্র খোলার মানসিকতায়। রাজ্যের শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের শরীরী ভাষা এবং কথাবার্তায় একটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ সবসময় ফুটে ওঠে। তাঁদের আচরণ দেখলে মনে হয়—উত্তরবঙ্গের মানুষের কোনও ন্যায্য পাওনা বা অধিকার নেই, যা দেওয়া হচ্ছে তা যেন শাসকদলের একান্ত দয়া বা করুণা।

প্রচারের টানে।। ইসলামপুরে দেব।

নির্বাচনের ফলাফল একটু এদিক-ওদিক হলেই শীর্ষ নেতৃত্বের মুখে বারবার আক্ষেপ শোনা যায়—‘উত্তরের জন্য এই করে দিলাম, ওই করে দিলাম, তবুও ওঁরা আমাদের ভোট দেন না!’ এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থটি অত্যন্ত ভয়ংকর। যেন মনে মনে বলা হচ্ছে, উত্তরবঙ্গবাসী অকৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা তৃণমূল নেতারা ভুলে যান যে, মানুষ শুধু ইট-কাঠ-পাথরের উন্নয়ন দেখে ভোট দেয় না; মানুষ সম্মান চায়, আত্মমর্যাদা চায়। যখন একটি অঞ্চলের মানুষকে বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তাঁরা দয়ার পাত্র, তখন সেই বঞ্চনা আর অপমানের ক্ষোভ ব্যালট বক্সে আছড়ে পড়তে বাধ্য। আর এই বঞ্চনা শুধু প্রচারের তালিকাতেই সীমাবদ্ধ নেই। সংসদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভায় প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গের প্রতি তৃণমূলের এই একই চরম অনীহা বারবার প্রকট হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের তাবড় নেতা, অভিনেতা, সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবীদের রাজ্যসভায় পাঠানোর হিড়িকের মধ্যে উত্তরের মুখ প্রায় দেখাই যায় না। সম্প্রতি প্রকাশ চিকবড়াইককে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিক মহলের মতে সেটাও সেই ‘উত্তরবঙ্গের আদিবাসী কোটা’ পূরণের এক হিসেবি চাল মাত্র। সার্বিকভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা রাজ্যের ক্ষমতা কাঠামোর ভরকেন্দ্রে উত্তরবঙ্গের কোনও নেতারই কোনও বাস্তব অস্তিত্ব বা জোরালো কণ্ঠস্বর নেই।

আত্মমর্যাদা বিকিয়ে কলকাতার দাসত্ব

এর জন্য অবশ্য শুধু কলকাতার নেতাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। উত্তরের তৃণমূল নেতাদের মেরুদণ্ডহীনতা এবং কলকাতামুখী তাঁবেদারিও এই করুণ অবস্থার জন্য সমানভাবে দায়ী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো দূরের কথা, সুব্রত বক্সী, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম বা হালের সায়নী ঘোষের মতো নেতারাও কথায় কথায় উত্তরের প্রবীণ নেতা-নেত্রীদের হুকুম দিতে অভ্যস্ত। আর উত্তরের নেতারাও হাত কচলাতে কচলাতে সেই হুকুম মাথা পেতে নিতেই সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সম্মান আদায়ের কোনও তাগিদ তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মতো দলের সবচেয়ে বড় আবেগের মঞ্চটির কথাই ধরা যাক। কলকাতার সেই সুবিশাল মঞ্চে উত্তরবঙ্গের ক’জন নেতা সসম্মানে বসার সুযোগ পান? সে তো অনেক বড় ব্যাপার। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কোনও কর্মসূচির মঞ্চে কে জায়গা পাবে আর কে পাবে না, তা নিয়ে খোদ জেলা সভাপতিদেরও কোনও বক্তব্য রাখার অধিকার থাকে না। পুরো বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করে ‘টিম এবি’ বা আইপ্যাকের মতো কর্পোরেট সংস্থা। আর যাঁরা মঞ্চে একটু বসার সুযোগ পান, তাঁরা ভাবেন লটারির টিকিট জিতে গিয়েছেন! বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি থাকা নেতাদের সামনে উত্তরের প্রবীণ নেতারাও পারলে কার্যত নতজানু হয়ে যান।

এই চরম রাজনৈতিক অবমাননার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হল কিছুদিন আগের বাগডোগরা বিমানবন্দরের একটি ঘটনা। যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে ঝটিকা সফরে এসেছেন। দার্জিলিং সমতলের তৎকালীন জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ ছুটে গিয়েছেন তাঁর দলের ‘সেকেন্ড ইন কমান্ড’-কে স্বাগত জানাতে। কিন্তু নেতার দর্শন পাওয়া তো দূরের কথা, গোধূলিবেলার আলো-আঁধারিতে নেতার কনভয়ের পাইলট কারের ধাক্কায় প্রায় ছিটকে পড়ার জোগাড় হয়েছিল পাপিয়ার! মুহূর্তের মধ্যে সেই চরম অপমানজনক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। গোটা উত্তরবঙ্গের মানুষ দেখেন, তাঁদের জেলার শাসকদলের শীর্ষ নেত্রীর কী করুণ অবস্থা! কিন্তু তাতেও কি কোনও হেলদোল আছে? একেবারেই নেই। পাপিয়া ঘোষের মতো নেতা-নেত্রীদের এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে একটা শব্দ উচ্চারণ করারও সাহস নেই। পরেরবারও সেই একইভাবে হাতজোড় করে, হাসিমুখে কনভয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার রুটিন তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন। আর এই চূড়ান্ত আনুগত্য দেখানোর পরও কখন যে দলের রদবদলে তাঁরা পদহীন হয়ে যাবেন, সেটাও তাঁরা জানেন না। উত্তরের নেতাদের জন্য শাসকদলের অন্দরে এইটুকুই বরাদ্দ।

জনবিচ্ছিন্ন ‘রিমোট কন্ট্রোল’ পুতুল-নেতা

রাজনীতিতে একটা কথা খুব প্রচলিত আছে— যে নেতা নিজের সম্মান আদায় করতে পারে না, সাধারণ মানুষ তাকে সম্মান করে না। উত্তরবঙ্গের তৃণমূল নেতাদের অবস্থা আজ ঠিক তেমনই। তাঁরা কলকাতার নেতাদের কাছে শুধু ‘ইয়েস স্যর’ বলার যন্ত্রে পরিণত হয়েছেন। দলের অন্দরে উত্তরবঙ্গের কোনও জ্বলন্ত ইস্যু বা অধিকার নিয়ে গলা ফাটানোর মতো বুকের পাটা তাঁদের নেই। কারণ তাঁরা জানেন, একটু বেচাল দেখলেই কলকাতার দাদারা তাঁদের ডানা ছেঁটে দেবেন। আর ঠিক এই জায়গাতেই উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসকদলের সবচেয়ে বড় মানসিক দূরত্বটা তৈরি হয়েছে। মানুষ দেখছে, যাঁদের তাঁরা ভোট দিয়ে নেতা বানাচ্ছেন, তাঁদের নিজেদেরই দলের ভেতর কোনও সম্মান বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাঁরা নিছকই হাইকমান্ডের রিমোট কন্ট্রোলে চলা পুতুল মাত্র।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯৭৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পাল।

১৮৯৪

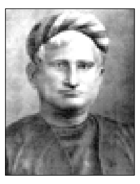

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

বালুর (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) নামে বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে। জেনে রাখুন, আমার গভর্নমেন্টে বালুর মতো ভালো কাজ কেউ করতে পারেনি। ওকে হিংসা করে গ্রেপ্তার করেছিল। কোনও প্রমাণ পায়নি। সিপিএম পার্টির লোকদের দেড় লক্ষ নাম র‍্যাশন কার্ডে ঢুকিয়েছিল। র‍্যাশনের মাল পাচার হত আগে। ওই চুরি ধরেছিল বালু। তাই ওকে ভুয়ো কেসে ফাঁসিয়েছে।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

শিল পড়ছে, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। প্রকৃতির এমন ভয়াল তাণ্ডবে সবাই যখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ব্যস্ত, তখন নিজের প্রাণ বাজি রেখে ছুটে গিয়ে একটি বাঁধা বাছুরকে উদ্ধার করলেন এক তরুণ। রাজস্থানের বিকানেরের ভিডিও।

ভাইরাল/২

এক মুম্বইকর আহমেদাবাদ থেকে ফেরার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন। প্যাকেট খুলতেই চমক। খাবারের মধ্যে মরা আরশোলা। আরও দুই যাত্রীর খাবারেও আরশোলা। সরবরাহকারী সংস্থাকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে রেল।

জনমন

জনমত

এসআইআর-ই এখন ‘সব’

বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজের এক গভীর বাস্তবতা- সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলো যেন ধীরে ধীরে আড়ালে চলে যাচ্ছে। তার অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তথাকথিত এসআইআর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় এমন এক জটিল ও চাপ সৃষ্টি করা কাঠামো তৈরি হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ কার্যত অদৃশ্য চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

আজ গ্রামের কৃষক, দিনমজুর, ছোট ব্যবসায়ী- সবাই যেন একটাই দৌড়ে ব্যস্ত- ‘কীভাবে নিজের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা যায়।’ এর ফলে তাদের জীবনের প্রকৃত সমস্যা, যেমন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, কাজের অনিশ্চয়তা, বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একপ্রকার চাপা পড়ে যাচ্ছে।

সকালে কাজের মাঠে না গিয়ে, অনেককেই দেখা যাচ্ছে বিডিও অফিসের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে। কেউ দৌড়াচ্ছেন ফোটোকপির দোকানে, কেউ বা প্রধানের একটি স্বাক্ষরের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। এই অমানবিক পরিস্থিতি শুধু সময়ের অপচয় নয়, বরং তাঁদের রোজগারের পথও বন্ধ করে দিচ্ছে। একটি দিনের কাজ হারানো মানে অনেক পরিবারের জন্য একবেলার খাবার হারানো- এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এমনভাবে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে, যাতে তাঁরা আর নিজেদের ন্যায্য দাবি নিয়ে সরব হতে না পারেন। কৃষক তাঁর ফসলের দাম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারছেন না, শ্রমিক তাঁর মজুরি নিয়ে কথা বলতে পারছেন না, তরুণ তাঁর কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারছেন না, যেন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে একপ্রকার প্রশাসনিক জটিলতার আড়ালে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, এই পরিস্থিতি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল চেতনাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, চিত্তরঞ্জন দাশ- সেই রাষ্ট্র কি এমন হওয়ার কথা ছিল, যেখানে সাধারণ মানুষ নিজের অধিকার নিয়েই অনিশ্চিত থাকবেন?

প্রশ্ন উঠছে, এই প্রক্রিয়া কি সত্যিই মানুষের কল্যাণের জন্য, নাকি এটি এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে? সুস্থ গণতন্ত্রে যেখানে মানুষের মতামত ও দাবি গুরুত্ব পাওয়ার কথা, সেখানে মানুষ যদি নিজের মৌলিক অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যই লড়াই করেন, তাহলে সেটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনের উচিত এমন ব্যবস্থা নেওয়া যাতে মানুষকে হয়রান হতে না হয়। তাঁরা যেন আবার নিজেদের প্রকৃত সমস্যাগুলো নিয়ে সরব হতে পারেন। কারণ, একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সেই দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের কথা বলতে পারবেন, নিজের অধিকার ভোগ করতে পারবেন। নচেৎ, এসআইআরের মতো প্রক্রিয়া যদি মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, তাহলে তা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতাই নয়, বরং গণতন্ত্রের ভিত্তিকেও দুর্বল করে দেবে।

আরিফ সরকার
দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া, হলদিবাড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

পতাকা বদল নাকি স্রেফ অভাব বদল?

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দলবদল বনাম সাধারণের পতাকা বদল নিয়ে এক বিশেষ তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

ক্ষীরোদা রায়

গরিব মানুষের জীবনটা আসলে নিছক ‘দলবদল’ নয়, বরং তা ‘অভাব বদল’-এর এক করুণ আখ্যান। ঘর, রাস্তা, পানীয় জল কিংবা সুচিকিৎসার মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর আবর্তেই আবর্তিত হয় সাধারণ নাগরিকের রাজনীতি। নির্বাচনের বাদ্যি বাজলেই রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিশ্রুতির পসরা নিয়ে হাজির হয়— রাস্তা হবে, কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু সময় এগোলে দেখা যায় প্রতিশ্রুতির সেই রাস্তা বা চাকরি নেই, দেওয়ালে কেবল পড়ে আছে ফিকে হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক পোস্টার। এই অভাবের সুযোগ নিয়ে অন্য দল এসে হাতে পতাকা ধরিয়ে দিলেই ঘোষণা হয় ‘বিরাট দলবদল’। প্রকৃতপক্ষে এটি দলবদল নয়, বরং স্রেফ ‘প্রতিশ্রুতি বদল’। সাধারণ মানুষ কেবল সুন্দর ভবিষ্যতের আশা বদলায়, রাজনৈতিক আদর্শ নয়।

ভোটের মরশুম এলেই রাজনৈতিক ময়দানে দলবদলের এক কৃত্রিম ঢেউ লক্ষ করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিন সমর্থকদের হাতে নতুন পতাকা তুলে দেওয়ার ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু এই তথাকথিত যোগদানের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করলে প্রশ্ন জাগে, এটি কি প্রকৃতই মতাদর্শের পরিবর্তন, নাকি কেবল বেঁচে থাকার নতুন আশ্বাস খোঁজা? গ্রাম বা শহরের প্রান্তিক মানুষের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে যখন ‘বড়সড়ো ধস’ বলে প্রচার করা হয়, তখন মূল সংকটটি আড়ালেই থেকে যায়। পতাকা বদলালেও মানুষের জীবনযন্ত্রণার কোনও গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। আজ এক নেতার হাত ধরে এক দলে তো কাল অন্য নেতার হাত ধরে অন্য দলে— এই চলমান চক্রে সাধারণ সমর্থকের

- এআই

অবস্থার উন্নতি অধরাই থেকে যায়।

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে সমর্থকদের ব্যবহার করে। অনেক সময় দেখা যায়, জনসভায় সাধারণ মানুষের তুলনায় নেতাদের ভিড়ই বেশি। এই দৃশ্যমান শক্তির আস্ফালনের অন্তরালে সাধারণ মানুষের প্রকৃত চাহিদাগুলো ব্রাত্যই থেকে যায়। কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা সামাজিক নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো উপেক্ষিত রেখে কেবল সংখ্যার লড়াইয়ে মেতে ওঠে রাজনৈতিক পক্ষগুলি। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ সমর্থকদের কেবল প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যেখানে তাদের প্রকৃত অধিকার বা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রশ্নটি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। দলবদল নয়, বরং প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি ও পরিবর্তনের ভ্রান্ত ধারণাই এখানে প্রবল হয়ে ওঠে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। সাধারণ সমর্থকের পতাকা পরিবর্তনকে কি আদৌ আইনি ভাষায় ‘দলবদল’ বলা যায়? ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলবদল মূলত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সংবিধানে দলবদল রোধে বিশেষ বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ৫১তম এবং ৯১তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী কোনও নির্বাচিত বিধায়ক বা সাংসদ দলত্যাগ করলে বা হুইপ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনও মূলত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ ও অযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করে। ফলে সাধারণ সমর্থকের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনকে ‘দলবদল’ হিসেবে প্রচার করা তাত্ত্বিকভাবে বিভ্রান্তিকর এবং এটি জনমত প্রভাবিত করার এক সুকৌশলী রাজনৈতিক চাল মাত্র।

রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যপদ গ্রহণ সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণ সমর্থকরা মূলত নির্দিষ্ট চাহিদা ও চাওয়াপাওয়ার ভিত্তিতে কোনও দলের প্রতি সাময়িক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই সমর্থন চিরস্থায়ী নয়, বরং পরিস্থিতি সাপেক্ষ ও ক্ষণস্থায়ী। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক মত পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া; কিন্তু সেই পরিবর্তনের ঢেউ যদি মানুষের বাস্তব জীবনে কোনও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়, তবে তা কেবলই প্রতীকী আড়ম্বর। তাই দিনের শেষে প্রশ্ন থেকেই যায়— পতাকা বদল কি সত্যিই কোনও প্রকৃত রাজনৈতিক পরিবর্তন বয়ে আনে, নাকি তা কেবল প্রতিশ্রুতির নতুন মোড়ক মাত্র? সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আজ অত্যন্ত জরুরি।

(লেখক শিক্ষক। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪১৪

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। সরকার পরিচালনা ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। উচ্চপদের জন্য কদর ৮। অহংকার হলে এটা ভারী হয় ৯। থাকার জায়গা ১১। আনন্দে বা খুশির মুহূর্তে বাধা পড়া ১৩। কখনও বা কোনওকালে ১৪। চড়াইপাখির অন্য নাম।

উপর-নীচ : ১। আকবরের বাবা ২। বড়শি ৩। পুরুষ মানুষ ৪। ধনসম্পত্তি বা ঐশ্বর্য ৬। শুভ লক্ষণযুক্ত ৭। রামায়ণের অহল্যা যে মুনির স্ত্রী ৮। বৃক্ষ, তরু বা গাছ ৯। ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য ১০। ভিড়ে পায়ের চাপে আহত ১১। নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি ১২। কাঁড়া বা চাল ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

সমাধান ■ ৪৪১৩

পাশাপাশি : ১। আঁকুপাঁকু ৩। আস্তিক ৫। কাণ্ডজ্ঞানহীন ৬। ইশারা ৭। মুড়কি ৯। খামচাখামচি ১২। তিজেল ১৩। দায়ভার।

উপর-নীচ : ১। আঁজনাই ২। কুষ্মাণ্ড ৩। আলান ৪। কফিন ৫। কারা ৭। মুচি ৮। কিমাকার ৯। খামতি ১০। চাতাল ১১। মর্যাদা।

বিন্দুবিসর্গ

আপন মনে... মঙ্গলবার আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

জ্বালানিসংকটে মহার্ঘ বিমানভাড়া

এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও পদে ইস্তফা উইলসনের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে চরম অস্থিরতা। তার সরাসরি কোপ পড়ল সাধারণ যাত্রীদের পকেটে। আকাশছোঁয়া জ্বালানি তেলের (এটিএফ) দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে একধাক্কায় অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সব রুটেই বিমান ভাড়া বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল এয়ার ইন্ডিয়া।

আগের এককালীন সারচার্জের বদলে এখন থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে নতুন 'ফুয়েল সারচার্জ' মডেল চালু করছে টাটাগোষ্ঠীর সংস্থাটি। ৮ এপ্রিল সকাল ৯টা থেকে অভ্যন্তরীণ রুটে ৫০০ কিমি পর্যন্ত সফরের জন্য অতিরিক্ত ২৯৯ টাকা এবং ২,০০০ কিমি-র বেশি দূরত্বের জন্য সর্বোচ্চ ৮৯৯ টাকা বাড়তি গুনতে হবে যাত্রীদের। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইএটিএ-র তথ্য অনুযায়ী গত এক মাসে বিশ্ববাজারে জেট ফুয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৯ ডলার থেকে বেড়ে ১৯৫.১৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

তবে সবথেকে বড় ধাক্কা আসবে আন্তর্জাতিক উড়ানে। ১০ এপ্রিল থেকে ইউরোপের টিকিটে কমপক্ষে ১৯,০৬৫ টাকা এবং উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে সেক্টর প্রতি অন্তত ২৬,০৪০ টাকা অতিরিক্ত সারচার্জ দিতে হবে।

এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ বলেন, 'কোভিড পরবর্তী সাপ্লাই চেইন সমস্যা এবং ভূ-রাজনৈতিক চাপের মধ্যেও আমাদের টিম ধৈর্য ও সংকল্পের সঙ্গে কাজ করে চলেছে।'

ভাড়া বৃদ্ধির আবহে পদত্যাগ করেছেন এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন। যদিও উত্তরসূরি না আসা পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে থাকছেন। সংস্থার বার্ষিক লোকসান ২০,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছানোর আশঙ্কার মাঝেই আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা এবং পশ্চিম এশিয়ার আকাশপথ বন্ধ হওয়ার মতো চ্যালেঞ্জগুলি বিমান সংস্থাকে এই কঠিন সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যাত্রীমহলের মতে, ইন্ডিগোর পর এয়ার ইন্ডিয়ার এই পদক্ষেপের ফলে সাধারণ মানুষের আকাশপথে যাতায়াতের খরচ আরও বাড়ল।

মণিপুরে রকেট হামলায় নিহত ২ শিশু

ইম্ফল, ৭ এপ্রিল : মণিপুরে শান্তি যেন ফিরতেই চাইছে না। সোমবার মধ্যরাতের পর মৈরাংয়ের ত্রংলাওবি আওয়াং লিকাই গ্রামে রকেট হামলা চালায় উগ্রপন্থীরা। ওই হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে তাদের মায়েরা। এই ঘটনার জেরে তিনদিনের জন্য ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, থৌবাল, কাকচিং এবং বিষ্ণুপুর জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে মণিপুর সরকার। বিষ্ণুপুরে কার্ফিউ-ও জারি করা হয়েছে। ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারায় একটি ৫ বছর এবং একটি ৬ মাসের শিশু। এই হামলার জেরে স্থানীয়রা দুটি তেলের ট্যাংকার এবং একটি ট্রাকে আগুন লাগিয়ে দেয়। থানার বাইরে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ দেখায়। একটি পুলিশ ফাঁড়িতে ভাঙচুরও চালায় উন্মত্ত জনতা। বিষ্ণুপুর-চূড়াচাঁদপুর সীমানায় সিআরপিএফের ছাউনিতেও হামলা চালায় তারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইন্টারনেট পরিষেবায় কোপ বসিয়েছে রাজ্য সরকার। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী। তাদের গুলিতে অন্তত ১৯ জন নাগরিক আহত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং রকেট হামলার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই বর্বরোচিত হামলা আসলে মানবতার ওপর আঘাত। দোষীদের খুঁজে বের করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্থানীয় এনপিপি বিধায়ক শান্তি সিংয়ের অভিযোগ, ওই রকেট হামলা আদতে কুকি নার্কো সন্ত্রাসবাদীদের কাজ। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মণিপুরে রকেট হামলায় দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী অমরাবতী

অমরাবতী, ৭ এপ্রিল : অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী নিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন (সংশোধনী) আইন ২০৬'-এ সম্মতি দেওয়ার পর এবার সরকারিভাবে রাজ্যের একমাত্র ও স্থায়ী রাজধানীর শিরোপা জুটল অমরাবতীর। মঙ্গলবার কেন্দ্রের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

অমরাবতীর স্বীকৃতিকে মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে অমরাবতীর কৃষকদের তরফে বড় জয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। ২০১৪ সালের মূল আইনটি সংশোধন করে এখন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমরাবতীই হবে অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী। ইতিপূর্বে এপ্রিলের শুরুতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় এই বিলটি পাশ হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শেষমুহূর্তেও বদলানো যাবে বোর্ডিং

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর। শেষ মুহূর্তে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা বদলে গেলে আর সিট হারানোর ভয় নেই। এখন থেকে ট্রেন ছাড়ার মাত্র ৩০ মিনিট আগেও যাত্রীরা তাঁদের বোর্ডিং স্টেশন (যেখান থেকে ট্রেনে উঠবেন) পরিবর্তন করতে পারবেন। গত ১ এপ্রিল থেকেই দক্ষিণ রেল এই নতুন নিয়ম কার্যকর করেছে, যা ধাপে ধাপে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, ট্রেনের দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত আসন সংরক্ষণের তালিকা বা চার্ট তৈরির আগে পর্যন্ত এই সুযোগ পাওয়া যাবে। সাধারণত ট্রেন ছাড়ার আধঘণ্টা আগেই ওই চার্ট তৈরি হয়। তবে, এই সুবিধা শুধুমাত্র কনফার্মড এবং আরএসি টিকিটধারী যাত্রীদের জন্যই। ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সুবিধা পাবেন না।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একজন যাত্রী তাঁর যাত্রাপথে মাত্র একবারই বোর্ডিং পয়েন্ট বদলাতে পারবেন। আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইট বা অ্যাপের পাশাপাশি রেলের পিআরএস কাউন্টারে গিয়েও এই আবেদন জানানো যাবে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়েছেন, বহু সময় যাত্রীরা শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরার স্টেশন বদলাতে চান, কিন্তু নিয়মের গেরোয় তাঁদের টিকিট বাতিল হয়ে যেত। নতুন এই ব্যবস্থা যাত্রীদের সেই ভোগান্তি থেকে মুক্তি দেবে।

জয়শংকর-খলিলুরের বৈঠক ঘিরে আশা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : দীর্ঘ দেড় বছরের টানাপোড়েন কাটিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কে এবার বসন্ত ফিরতে চলেছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের দিল্লি সফর ঘিরে সেই জল্পনাই তুঙ্গে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের কোনও মন্ত্রীর এটাই প্রথম ভারত সফর, যা কূটনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দিল্লিতে পা দিয়েই বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী রুদ্ধদ্বার বৈঠক সেরেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরিস্থিতি নিয়ে দু-জনের মধ্যে কথা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে দু-দেশের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্তে কাঁটাতার বসানো সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও।

বুধবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে তাঁর হাই-প্রোফাইল মধ্যাহ্নভোজ ও বৈঠক হওয়ার কথা। যদিও দুই দেশের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এখনও মুখ খোলা হয়নি, তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই এই সফরের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের জন-কূটনীতি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মাহবুবুল আলম জানিয়েছেন, '১০ থেকে ১২ এপ্রিল মরিশাসে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্সে যোগ দিতেই তাঁর এই সফর। সেই পথেই তিনি দিল্লিতে স্বল্প সময়ের জন্য বিরতি নেবেন।'

- মঙ্গলবার ভারতে এলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান
- জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন তিনি
- বুধবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে হাই-প্রোফাইল বৈঠক হবে তাঁর।

বৈঠকের টেবিলে একগুচ্ছ ইস্যু। চলতি বছরেই ১৯৯৬ সালের গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে, তাই তার নবীকরণ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা প্রবল। তবে বড় প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে তিস্তার জল এবং ভারতে অবস্থানরত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি নিয়ে। এর পাশাপাশি বাণিজ্য বাড়ানো এবং পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার জেরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় ভারতের সহযোগিতা চাইতে পারেন খলিলুর রহমান।

শুধু জয়শংকর নন, বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী বৈঠক করতে পারেন পীযূষ গোয়াল এবং হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গেও। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার বদলির নির্দেশ এলেও, এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে তাঁকে আরও কিছুদিন থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি। সব মিলিয়ে, মরিশাস যাওয়ার পথে দিল্লিতে খলিলুর রহমানের এই 'স্টপওভার' আসলে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের বরফ গলানোর এক বড় প্রচেষ্টা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ঘিরে আশার আলো তৈরি হয় কূটনৈতিক মহলে। দেখার বিষয় খলিলুরের ভারত সফরে সেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কতদূর অগ্রসর হয়।

তাজমহল দেখতে ভিড় পর্যটকদের। মঙ্গলবার আগ্রায়।

শবরীমালায় 'কুপ্রথা' রুখতে কড়া কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : ধর্মীয় আচারের দোহাই দিয়ে যদি কোনও সামাজিক কুপ্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে আদালত সেখানে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে পারে। শবরীমালা মন্দিরে ঋতুমতী মহিলাদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন নয় সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চে এই হাইপ্রোফাইল মামলার শুনানি চলছে।

কেরলে বিধানসভা ভোটের আবহে এদিন সুপ্রিম কোর্টে লিখিত হলফনামা জমা দিয়েছে কেন্দ্র। মোদি সরকারের সাফ দাবি, ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশে এই নিষেধাজ্ঞা কোনও বৈষম্য নয়। বরং ভগবান আইয়াপ্পার 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী' রূপ এবং মন্দিরের প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করতেই এই নিয়ম। কেন্দ্রের আশঙ্কা, মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দিলে মন্দিরের মূল উপাসনা পদ্ধতি বদলে যেতে পারে, যা সংবিধানস্বীকৃত ধর্মীয় বহুত্ববাদের ওপর আঘাত হানবে।

> একজন নারী হিসেবে আমি বলতে পারি, মাসে তিন দিন কেউ অস্পৃশ্য আর চতুর্থ দিনে অস্পৃশ্য নয়, এমনটা হতে পারে না।
>
> -বিচারপতি বিভি নাগরত্ন

শুনানির শুরুতে বিচারপতি নাগরত্ন ঋতুস্রাবজনিত অস্পৃশ্যতার ধারণা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তোলেন। সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা চেয়ে তিনি বলেন, 'একজন নারী হিসেবে আমি বলতে পারি, মাসে তিন দিন কেউ অস্পৃশ্য আর চতুর্থ দিনে অস্পৃশ্য নয়, এমনটা হতে পারে না।' উলটোদিকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, ভারতীয় সমাজকে পাশ্চাত্য চশমায় দেখা ভুল। তাঁর মতে, ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধিকার স্বতন্ত্র এবং আদালত শাস্ত্রীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নয়। তাই এই স্পর্শকাতর বিষয়ে আইনি হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। বুধবারও এই মামলার শুনানি চলবে।

টেটে বাড়তি ৬ নম্বর

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : বাংলায় বিধানসভা ভোটের মুখে আরও একবার সুপ্রিম কোর্টে আইনি ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার । ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় ভুল প্রশ্ন মামলায় শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সব পরীক্ষার্থীকেই বাড়তি ৬ নম্বর দিতে হবে। এর ফলে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আগের রায়ই বহাল রইল।

এর আগে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, পরীক্ষায় থাকা ৬টি ভুল প্রশ্নের জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ১ নম্বর করে মোট ৬ নম্বর দিতে হবে। এই নির্দেশের বিরোধিতা করে ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। তাঁদের যুক্তি, যাঁরা ওই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেননি, তাঁদেরও সমান নম্বর দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মঙ্গলবার শুনানি শেষে বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ সেই যুক্তি খারিজ করে দেয় এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেয়।

এদিন শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রশ্ন ভুল থাকলে তার দায় পরীক্ষার্থীদের নয়, বরং পরীক্ষা আয়োজক সংস্থার, এক্ষেত্রে তা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। সেই কারণে সব পরীক্ষার্থীকে সমানভাবে নম্বর দেওয়া ন্যায্য বলে মনে করেছে আদালত। একইসঙ্গে আদালত হাইকোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণকেও সমর্থন করেছে, টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মানেই সরাসরি সরকারি শিক্ষক পদে নিয়োগ নয়, বরং এটি ভবিষ্যতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করে। এই রায়ের ফলে প্রায় ১৫ লক্ষ টেট পরীক্ষার্থী উপকৃত হবেন। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, এই রায় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে চার মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

রাজ্যের আর্জি খারিজ, স্বস্তি সব পরীক্ষার্থীদের

শুনানির সময় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরোধিতা করলেও আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি নরসীমা তাঁর পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্রে ত্রুটির দায় পরীক্ষার্থীদের ওপর চাপানো যায় না।

সংঘের দপ্তরের কাছে উদ্ধার বিস্ফোরক

ভোপাল, ৭ এপ্রিল : নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদরদপ্তরের কাছে একটি বাড়ির বাগানে পড়ে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। তবে কেন এই বাড়িতে বিস্ফোরক মজুত রাখা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, ৫৮টি ডিটোনেটর ও তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে নাগপুর পুলিশ। বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ার পরই এলাকায় জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। তল্লাশি অভিযানের সঙ্গে চলে নাকা চেকিং।

সংঘের সদর দপ্তর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে ওই বাড়ি। বাড়ির মালিক মালিক উজ্জ্বল লানজেওয়ার পেশায় চিকিৎসক। তিনি এই ব্যাপারে নিজেই অবাক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর চোখেই প্রথম পড়ে ব্যাগগুলি।

ব্যাগ খুলে বিস্ফোরক দেখার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। আরও কোথাও বিস্ফোরক লুকিয়ে আছে কিনা, পুলিশ ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

কংগ্রেস নেতার বাড়িতে তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : অসমের বিধানসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু। তার ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্ত্রী রিনিকি ভুঁইয়ার মানহানির মামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানীর রাজনীতি। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির বাসিন্দা কংগ্রেস নেতা পবন খেরার বাসভবনে অতর্কিতে হানা দিল অসম পুলিশের একটি বিশেষ দল। সঙ্গে ছিল দিল্লি পুলিশও। যদিও তল্লাশির সময় খেরা নিজে বাড়িতে ছিলেন না। অসম পুলিশের ডিসিপি দেবজিৎ নাথ জানিয়েছেন, দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং 'সন্দেহজনক' তথ্যপ্রমাণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই বিশদ তথ্য প্রকাশ করেনি পুলিশ।

ভোটের মুখে এই তল্লাশি কি নিছক আইনি প্রক্রিয়া নাকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা? তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তরজা। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের তোপ, 'অসমে হারার ভয়েই মধ্যযুগীয় কায়দায় এই 'ডাইনি শিকার' চালানো হচ্ছে।' পাল্টা হুংকার দিয়েছেন হিমন্ত। তাঁর দাবি, আইন নিজের পথেই চলবে, পালিয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না। গত রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে হিমন্ত-পত্নী রিনিকি ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ আনেন পবন খেরা। তাঁর দাবি ছিল, রিনিকির একাধিক দেশের পাসপোর্ট রয়েছে এবং দুবাই-আমেরিকায় তাঁর বিপুল সম্পত্তি আছে। খেরার দাবি অনুযায়ী, আমেরিকার ওয়াইমিং-এ রিনিকির নামে নিবন্ধিত একটি সংস্থার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩.২২ লক্ষ কোটি টাকা!

শেষ প্রচারেও শা'র মুখে শুধুই অনুপ্রবেশ

শিলচর ও তিরুবনন্তপুরম, ৭ এপ্রিল : ভোট হচ্ছে অসমে। আর সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মঙ্গলবার বাঙালি অধ্যুষিত অসমের বরাক উপত্যকায় শেষবেলার প্রচারে তিনি বলেন, 'অসমে তৃতীয় বারের জন্য বিজেপি সরকার তৈরি হতে চলেছে। প্রথমবার আমাদের সরকার গঠনের পর আমরা এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ রুখেছিলাম। ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে অনুপ্রবেশ হচ্ছিল। ত্রিপুরায় আমাদের সরকার গঠনের পর সেখানেও অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার ৫ তারিখ অসমের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও যখন বিজেপির সরকার তৈরি হবে তখন সেখানেও অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে।' শা বলেন, 'আমরা অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছি বলে মমতা দিদি আর রাহুল বাবার পেটে কষ্ট হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁদুন আর রাহুল গান্ধি বুক চাপড়ান, কিছু এসে যায় না। কিন্তু বিজেপি এক একজন করে অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বের করে দেবে।'

প্রচার শেষ অসম-কেরলে

এদিন অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে প্রায় একমাস ধরে চলা নির্বাচনি প্রচারে ইতি পড়েছে। বৃহস্পতিবার অসমের ১২৬ আসনের, কেরলের ১৪০ আসনের এবং পুদুচেরির ৩০টি আসনের বিধানসভাগুলির ভাগ্য নির্ধারিত হবে। তার আগে মঙ্গলবার শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি এবং কাছাড়ে জনসভা করেন শা। ওই সভা থেকে শা জানান, তাঁদের সরকার ক্ষমতায় এলে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অন্যদিকে প্রিয়াংকা এদিন কেরলে শেষবেলার প্রচারে গিয়ে সেখানকার এলডিএফ সরকার এবং বিজেপিকে এক পংক্তিতে বসিয়ে নিশানা করেন। প্রিয়াংকা বলেন, 'এলডিএফ দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। শাসক শিবিরে বাম মতাদর্শের আর বিন্দুমাত্র কিছু বাকি নেই। তারা বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলেছে।' কেরলে ইউডিএফ সরকার ক্ষমতায় আসবে বলে দাবি করেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ।

> আমরা অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছি বলে মমতা দিদি আর রাহুল বাবার পেটে কষ্ট হচ্ছে।
>
> -অমিত শা

সুরের স্রোতে ইরানি শিল্পী

তেহরান, ৭ এপ্রিল : সেতারের সুর বড় সূক্ষ্ম। বন্দুকের গুলি বা কামানের গোলার চেয়ে তার শক্তির গভীরতা অনেক বেশি। সেই সুর জীবনের কথা বলে। ইরানের শিল্পী আলি ঘামসারি ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির তোয়াক্কা না করে দামাওয়ান্দ বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে পাহাড়ায় বসে সুর তুলছেন তাঁর বাদ্যযন্ত্রে। সুরের মূর্ছনা যেন সুগন্ধের মতো ঝরে পড়ছে চারপাশে। ইরানি শিল্পীর ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী রূপে মুগ্ধ বিশ্ববাসী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় মুগ্ধ নেটিজেনরা।

ইরানের আকাশ এখন যুদ্ধের কালো মেঘে ঢাকা। গুলি, গোলা বর্ষণ চলছেই। আগুন ঝরে পড়ছে ক্ষেপণাস্ত্রের মুখ থেকে। ট্রাম্পের নির্দেশে মার্কিন সেনা ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি নিশানা করেছে। দামাবান্দ বিদ্যুৎকেন্দ্র তাদের নজরে। যে কোনও সময় আছড়ে পড়তে পারে মিসাইল। তা সত্ত্বেও ঘামাসারি তাঁর শান্ত প্রতিবাদে অটল। সুরের শক্তিকে মানবিক ঢাল করেছেন তিনি। তাই অনায়াসে বললেন, 'আমি আশা করি আমার তারের সুর শান্তির পথে প্রভাব ফেলবে। সাহায্য করবে যাতে ঘরের আলো না নেভে।' বিদ্যুৎকেন্দ্রটির সুরক্ষা ও সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে ঘামাসারি এই অভিনব প্রতিবাদ। মানবিক সংযোগে সুরের শক্তি অসাধারণ। রাজনীতিকরা যখন কৌশলের প্যাঁচপয়জার নিয়ে ব্যস্ত, তখন শিল্পীর সুর ভাসে মানুষের হৃদয়ে। আলি ঘামাসারির তারের সুর জীবনেরই কথা বলে। সেই সুর বিশ্বজুড়ে যে সহমর্মিতা তৈরি করছে, তা যুদ্ধের পক্ষে থাকা জনমতকে দুর্বল করুক, এটাই কাম্য।

গ্যাস সংকটের জেরে বাড়িমুখী পরিযায়ীরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : নিউ দিল্লি রেলস্টেশনে আজকাল এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ছে। খানিকটা কোভিড কালের মতো দৃশ্য, তবে তফাৎ শুধু, এখানে মানুষের মুখে নেই মাস্ক, আর মাথায় নেই দূরত্ব বজায় রাখার চিন্তা।

নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে ছাড়া দূরপাল্লার ট্রেনের কামরায় ঠাসা মানুষ, হাতে ব্যাগ, চোখে অনিশ্চয়তার ছাপ। তারা কেউ নির্মাণ শ্রমিক, কেউ দর্জি, কেউ ছোট ব্যবসায়ী। সবাই যেন এক অদৃশ্য চাপে শহর ছেড়ে ফিরে যাচ্ছেন নিজের গ্রামে। কারণ একটাই, রান্নার গ্যাসের অপ্রতুলতা, বাড়তি দাম, আর দিন দিন কঠিন হয়ে ওঠা রোজগার জীবনযাত্রা। এদিকে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের বারবার আশ্বাস, গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজধানী দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এলপিজি সিলিন্ডার পাওয়া নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনে। সরকারি স্তরে যদিও বারবার বলা হচ্ছে যে গ্যাসের সরবরাহে কোনও ঘাটতি নেই, তবুও বাস্তব চিত্রটা যেন অন্য কথা বলছে। বহু শ্রমিকের অভিযোগ, নিয়মিত সিলিন্ডার মিলছে না, আর যেখানে মিলছে, সেখানে দাম এতটাই বেশি যে তা বহন করা প্রায় অসম্ভব।

উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা সবিতা দত্ত থাকতেন দিল্লির গোবিন্দপুরী এলাকায়, জানালেন, গত ১৫ দিন ধরে যাহোক করে রান্না করছেন। স্বামীর ছোট ফাস্টফুডের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে। বললেন, 'যদি কাজই না থাকে, তাহলে শহরে থেকে লাভ কী?' তাই দুই নাবালক পুত্রকে নিয়ে তিনিও ফিরে যাচ্ছেন নিজের গ্রামে পশ্চিমবঙ্গে।

তবে শুধু সবিতা নন, একই অভিজ্ঞতার কথা শোনা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষের মুখে। কেউ বলছেন, ছোট ছোট পরিমাণে গ্যাস কিনতে হচ্ছে কেজি প্রতি ৪০০-৪৫০ টাকা দরে, কেউ আবার দিনে একবেলা খেয়ে কাটাচ্ছেন। ট্রেনের সাধারণ কামরায় বসে থাকা মহম্মদ জিয়া-উল-হক, যিনি দিল্লিতে দর্জির কাজ করতেন, জানালেন, 'এইভাবে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই ফিরে যাচ্ছি বিহারে নিজের গ্রামে।'

এই সংকটের প্রভাব পড়েছে ছোট ব্যবসাতেও। তুঘলকাবাদ বস্তির বিরিয়ানি বিক্রেতা তাজদার আহমেদের কথায়, 'বিক্রি প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। গ্যাসের খরচই সব লাভ খেয়ে নিচ্ছে।' অনেকেই দোকান চালানোর সময় কমিয়ে দিয়েছেন, কেউ বা কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছেন। একই চিত্র দেখা যাচ্ছে চায়ের দোকান, খাবারের স্টল,সব জায়গাতেই। দিল্লির সংসদ ভবনের সামনে সঞ্জয়ের চায়ের দোকানে যেখানে আগে দশ টাকা কাপ চা বিক্রি হতো। বর্তমানে সেই চা ই বিক্রি হচ্ছে ২৫ টাকা কাপ।

এই পরিস্থিতিতে অনেকের মনে পড়ছে কোভিড সময়ের সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা, যখন পরিযায়ী শ্রমিকদের শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে ফিরতে দেখা গিয়েছিল।

ইরানে ভারতীয়দের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই 'ইরানি সভ্যতাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা'র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তারপরই সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ভ্রমণ ও অবস্থান সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করল তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস।

তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয়দের আগামী ৪৮ ঘণ্টা নিজ নিজ অবস্থানে থাকার এবং অপ্রয়োজনীয় চলাচল বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে। বিশেষ করে সামরিক এলাকা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মতো সংবেদনশীল স্থানগুলি এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সম্ভাব্য হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকতে ভারতীয়দের বহুতল ভবনের ওপরের তলাগুলিতে না থাকার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

যাঁরা দূতাবাসের নির্ধারিত হোটেলে রয়েছেন, তাঁদের ভবনের ভিতরে থাকতে এবং অন-সাইট আধিকারিকদের সঙ্গি নিবিড় যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে। মহাসড়কে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র দূতাবাসের আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ও ছাড়পত্র অনুযায়ী পথ চলার। যেকোনও জরুরি পরিস্থিতির জন্য দূতাবাসের পক্ষ থেকে হেল্পলাইন চালু রাখা হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা এবং হরমুজ প্রণালী নিয়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মাঝেই এই সতর্কবার্তা এসেছে। সামরিক সংঘাতের আশঙ্কায় ভারতীয়দের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকার এবং দূতাবাসের দেওয়া নিয়মিত আপডেটগুলিতে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

শাহরুখ, সৌরভ মুখোমুখি ইডেনে

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচে ইডেন গার্ডেনসে দেখা হল শাহরুখ খান ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। দেখা হতেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। এই ভিডিও নেটে ঘুরছে। কেকেআর-এর সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, যখন কিং-এর সঙ্গে দেখা হয় কলকাতার রাজপুত্রের।' আইপিএল-এর প্রথন সিজনে নাইট রাইডার্সের নায়ক ছিলেন সৌরভই। সালটা ২০০৮। পরের সিজনে তিনি ছিলেন না, ২০১০ সালে আবারও সৌরভই নায়ক হন। শাহরুখ পরেছিলেন সাদা টি শার্ট, মাথায় সাদা টুপি, কানের পাশ দিয়ে সাদা চুল দেখা যাচ্ছিল। সেটি তাঁর আগামী ছবি কিং-এর লুক। সে ছবি অনেক জায়াগাতেই আগে দেখা গিয়েছে। সৌরভ কালো শার্ট আর হালকা রঙের প্যান্ট পরেছিলেন। অনুরাগীরা দুজনকে এভাবে দেখে নস্টালজিয়ায় ভাসছেন।

উঠল কর্মবিরতি, নিষিদ্ধ লীনার সংস্থা

ফের মতবিরোধে দেব-স্বরূপ বিশ্বাস

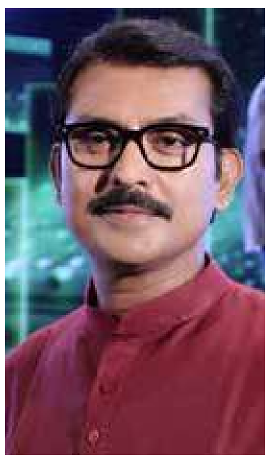

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুটিংয়ে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু টালিগঞ্জকে নাড়িয়ে দিয়েছে। রাহুলের মৃত্যুর পর প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টস না কোনও বিবৃতি দিয়েছে, না রাহুলর পরিবারের প্রতি কোনও সমবেদনা জানিয়েছে। উলটে নানা পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করে যাচ্ছে সংস্থার সঙ্গে জড়িত সকলে। তাদের এই অমানবিক আচরণে বিস্মিত ও আহত শিল্পীমহল। ফলে সকলের প্রশ্ন, শুটিংয়ে তাহলে শিল্পীদের নিরাপত্তা কোথায়?

কলকাতায় শুটিং বন্ধ সোমবার থেকে। কলকাতার বাইরে যদিও শুটিং চলছে। এই কর্মবিরতির পাশাপাশি শিল্পী, কলাকুশলীদের দাবি, তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও শক্তপোক্ত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আর্টিস্ট ফোরামের তরফে শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই দাবি সব চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এবং ইমপার কাছে। ফোরাম এবং ফেডারেশন আলাদা আলাদা করে দুটো এসওপি তৈরি করেছে, এবার জমা দেওয়া হবে চ্যানেলগুলো ও ইমপা-র কাছে।' সেই এসওপিতে কি আছে তা নিয়ে কেউ কথা বলেননি। এদিকে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কর্মবিরতি কেন, নিরাপত্তার জন্য দাবি জানানো এবং সেই লড়াই চালানোয় মঙ্গলবার টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে এই বিষয়ে মিটিং হয়। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বুধবার থেকে কর্মবিরতি থাকবে না। এদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের কারওর সঙ্গে কোনও লড়াই নেই। শুধু রাহুলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে চাই। তাই সবাই মিলে ঠিক হয়েছে, ওই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে আমরা কোনও কাজ করব না, জনসমক্ষে ওদের জানাতে হবে কী ঘটেছে রাহুলের সঙ্গে। তাদের উত্তর দিতে হবে প্রিয়াঙ্কাকে।'

মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক, তিনিও একই কথা বলেন। ফেডারেশনের প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'ঠিক হয়েছে শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য জীবনবিমা করা হবে—চ্যানেল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়েছে। আগামী ২৫-৩০ দিনের মধ্যে এই কাজ হবে।' মিটিংয়ে ছিলেন দেব। তিনি বলেন, 'অনেক অভিনেতা ব্যান হয়েছেন। যাঁদের হতে কাজ নেই, তাঁরাই জানেন এই যন্ত্রণা। বুম্বাদা বলেছেন, ওঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। এই ব্যান তুলে নেওয়া হবে।' এই বিষয়টিতে আবারও স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেবের বিরোধিতা স্পষ্ট হয়েছে। স্বরূপ বলেন, 'আজ এক অভিনেতা কয়েকজন অভিনেতার ওপর থেকে ব্যান তুলে নেবার কথা বললেন। এক বছর আগে এই কথা বললে ভালো হত। উনি অভিনেতাদের কথা বলছেন, কলাকুশলীদের কথা নয়।' দেব মূলত অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কথা বলেছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না। এর আগেও বহু বিষয়ে দেব ও স্বরূপের মতবিরোধের আঁচ পাওয়া গিয়েছিল। তাই প্রসেনজিৎ সাংবাদিক সম্মেলনে যতই বলুন, 'আমরা সবাই এক, ফোরাম, ফেডারেশন আলাদা নয়', বিরোধিতা বেরিয়েই পড়ল। এখন দেখার, নিরাপত্তার বিষয়টিতে কতদিন একজোট হয়ে ওঁরা থাকবেন।

একনজরে সেরা ৫

অক্ষয়ের কাণ্ড

ভূত বাংলার প্রচারে অক্ষয়কুমার ছেঁড়া জামা, কোর্ট পরে এলেন। দাড়িও কাটেননি। তাঁকে দেখে উপস্থিত লোকজন অবাক। কিন্তু কেন? অক্ষয় বলেছেন, ভূতেরা আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। সকলেই তখন হাসছেন। অক্ষয় কমেডিতে মাস্টারমশাই, আবার সরাসরি তাঁর কমেডি দেখে সকলেই খুশি। ভূত বাংলা হরর-কমেডি, আসছে ১৬ এপ্রিল।

না চিরসখা

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের সঙ্গে টালিগঞ্জে কেউ কাজ করবে না—মঙ্গলবার আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারশন, ইমপা, চ্যানেল কর্তৃপক্ষের মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে। এর ফলে সংস্থার ধারাবহিক চিরসখা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চিরসখার অভিনেত্রী ঐশী ভট্টাচার্য বলেছেন, আজ মিটিংয়ে সিনিয়ররা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটাই। ফোরামের পাশে আছি। চিরসখা বন্ধ হচ্ছে।

সোনুর উদ্যোগ

সোনু সুদ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে অব রুকনা নহির উদ্যোগ নিলেন যার উদ্দেশ্য বয়স্কদের হাঁটু প্রতিস্থাপন। এর জন্য প্রয়োজনীয় খরচ তিনিই দেবেন। ইন্ডিয়া ২০৩০ লিডারশিপর কনক্লেভে অংশ নিয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন। সোনুর কথায়, বাবা-মা আমাদের হাঁটতে শেখান। তাঁরা যখন হাঁটতে পারেন না, আমাদের দায়িত্ব তাঁদের হাঁটতে সাহায্য করা।

রাজপালকে সলমন

চেক বাউন্স নিয়ে রাজপাল যাদবকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এক সঞ্চালক মজা করেন। যাদবকে সমর্থন করে সলমন খান বলেছেন, রাজপাল ভাই ৩০ বছর ধরে কাজ করছেন, আপনার কাজ সব সময় মূল্যবান। কাজটা জানেন, তাই পারিশ্রমিকও পাবেন। ডলারের দাম উঠুক বা পড়ুক, যা করবেন তা তো ভারতের ঝুলিতেই যাবে। অভিভূত রাজপাল বলছেন, লাভ ইউ ভাই।

শেষ নোরা

সরকে চুনর গানের জন্য নোরা ফতেহিকে মহিলা কমিশন আবার সমন পাঠিয়েছে। এটি তাঁর সশরীরে হাজির হওয়ার শেষ সুযোগ। ৭ এপ্রিল তাঁর দেখা করার কথা ছিল। এদিন গীতিকার রাকিব আলম, পরিচালক প্রেম, প্রযোজক সুপ্রীত ও গৌতম কেএম হাজির ছিলেন। সঞ্জয় দত্তকে ডাকা হয়েছে ৮ এপ্রিল। পরের শুনানি ২৭ এপ্রিল।

রাহুলকে নিয়ে মন্তব্য, স্বস্তিকার রোষে সৌরভ

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, কেন জলে-টলে নামল! এই নিয়ে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব চাঁচাছোলা ভাষায় বলেছেন, আমি তো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিজ্ঞ নই, যে সব বিষয়ে মন্তব্য করব। উনি যেভাবে জল-টল... বলেছেন, আমরা জল-টল, হেনা-তেনা বলি যখন বিষয়টাকে ছোট করি। ওঁর মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তারকার আরও একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। উনি এসি ফ্লোরে নন ফিকশনের শুটিং করেন। উনি কী করে জানবেন আমাদের শুটিং-ফুটিং, কীভাবে হয় টয়। উনি কোটি কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন, উনি যা চাইবেন, তাই দেওয়া হবে। আর জি কর-এর সময় থেকেই দেখছি উনি এরকম মন্তব্য করছেন।

লীনার সেট থেকে বেরিয়ে গেলেন রেশমী

অম্বরীশ, রাজন্যার পরে এবার রেশমী সেন। লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ম্যাজিক মোমেন্টস-এর কাজ থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। চিরসখা এবং ভোলেবাবা, দুটো ধারাবাহিকেই কাজ করছিলেন রেশমী। ভোলেবাবাতে রাহুলের শাশুড়ির চরিত্রে অভিনয় করছিলেন তিনি। কিন্তু রাহুল যখন চলে গেলেন, এত পরস্পরবিরোধী মতামত শুনে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। প্রকৃত বিচার যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ এই সংস্থার সঙ্গে কোনও কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন রেশমী।

শুধু তাই নয়, রেশমী আরও বলেছেন যে, রাহুল ড্রোন শট চেয়েছেন বলেই জলে নেমে পড়লেন, এমনটা হতে পারে না। কারণ ড্রোন শটের জন্যে আলাদা টেকনিশিয়ান দরকার। তাছাড়া চিত্রনাট্যের একটা লাইনও এদিক-ওদিক করা যায় না। কাজেই প্রকৃত বিচার পেতে হবে। নাহলে এই সংস্থার সঙ্গে কাজ করবেন না রেশমী। আর্টিস্ট ফোরামকে সে কথা জানিয়েও দিয়েছেন। প্রযোজনা সংস্থাকেও সে কথা জানিয়েছেন তিনি।

এখন যদিও রেশমীর হাতে আর কোনও কাজ নেই, কিন্তু তাও এই বিচারের স্বার্থে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানালেন রেশমী সেন।

রাজের মুখে ভিন্ন সুর

টালিগঞ্জে যে একেবারেই নিরাপত্তা নেই, এটা মানতে নারাজ পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। যদিও রাহুল অরুণোদয়কে নিয়ে উত্তাল টলিউড থেকে তিনি দূরে আছেন, আপাতত ভোট নিয়ে ব্যস্ত। তবে প্রচারের ফাঁকেও রাজ কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, টলিউডে নিরাপত্তা একেবারেই ছিল না, তা নয়। এতজন মানুষকে নিয়ে শুটিং হয় যেখানে, সেখানে অনুমতি এবং নিরাপত্তা দুই-ই থাকে বলে মনে করছেন রাজ চক্রবর্তী। নইলে এত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হত না।

তবে হ্যাঁ, যদি আরও বেশি উন্নতির প্রয়োজন থাকে, তাহলে আলোচনা করে সেটা করাই যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। কারণ যে কোনও বিষয়ে উন্নতিটা সত্যিই কাম্য।

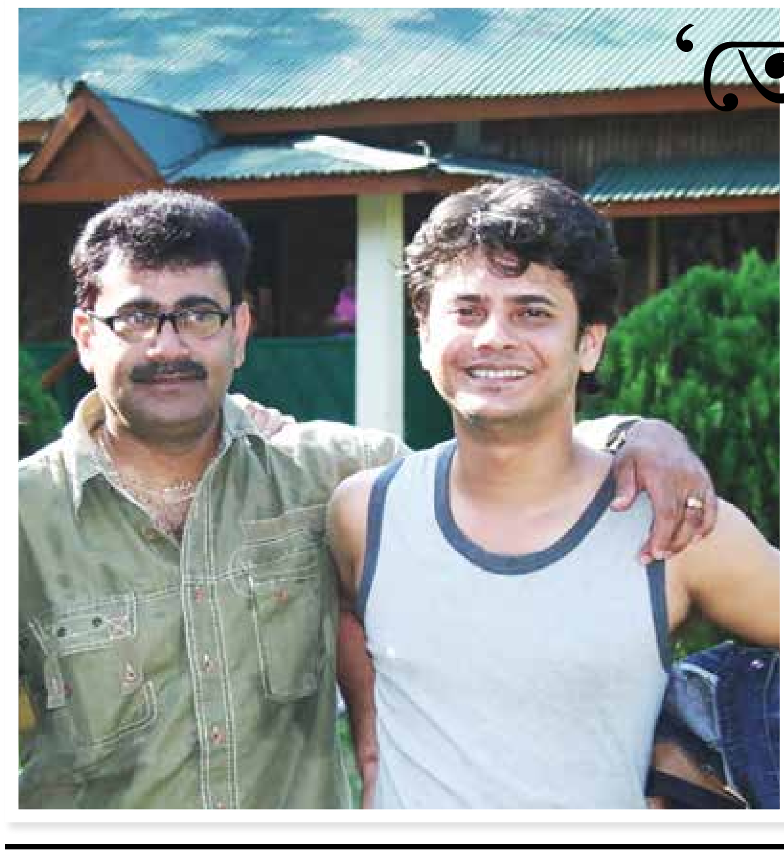

'তোমরা উত্তরবঙ্গের মানুষরা বড্ড বেশি ভালো'

রাহুল অরুণোদয়। দেড় দশকের বন্ধুত্বের স্মৃতিকথায় দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

'জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার।'

মাত্র আর দুটো বছর। তার পরেই কুড়ি বছরের পরিচয় সেলিব্রেশন করার সুযোগ হত। আঠেরো বছরের বন্ধুত্ব আমাদের। পরিচয় হয়েছিল পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। তারপর ধীরে ধীরে আপন হয়ে ওঠা। 'আপন হতে বাহির হয়ে' বাইরে দাঁড়ানো। মনের ভিতর ঘরের কথা জেনে ফেলার সুযোগ। নানান প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের লেনদেন। সবসময় যে দেখা-সাক্ষাৎ ঠিক তা নয়, বরং মুঠোফোনে মুঠোকয়েক কথা ভাগাভাগি।

কাজের সূত্রেই টালিগঞ্জের তারকাদের সঙ্গে ওঠাবসা। প্রায় সকলেই শরীর সচেতন। কিন্তু রাহুলের ক্ষেত্রে ঠিক তার উলটো। শরীরের প্রতি যত্ন ছিল না একেবারে। 'হলেই হল' গোছের একটা ভাব। বিষয়টা নিয়ে আমার সঙ্গে অমত ছিল। সবসময়ই বলতাম, নিজেকে আগে ভালোবাসো, তারপর সবটা। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

একবার শিলিগুড়ি আসবে। দিনকয়েক থাকবে। বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী হবে। ফোনে জানালো, 'বাচ্চুদা, তুমি জানলে খুশি হবে, আমি এখন নিয়মিত জিমে যাই। শরীরচর্চা করি। তাই বন্ধুর বিয়েতে গিয়েও আমি জিমে যেতে চাই। একদিনও বাদ দেব না। তুমি কয়েকদিনের জন্য একটা জিমের ব্যবস্থা করে দাও। যা টাকা লাগে দেব।' কথাটা শুনে 'দিল খুশ' হয়ে গেল। রাহুল শরীরের দিকে মন দিয়েছে। এদিকে জিমে আমার যাতায়াত নেই একেবারেই। অগত্যা বন্ধু দেবকুমার দে ওরফে কানু, যে আবার জাতীয় প্রশিক্ষক, দায়িত্বটা চাপিয়ে দিলাম ওর কাঁধেই। কানু তার পরিচিত জিমে নিয়ে গিয়েছিল রাহুলকে। নিজে দাঁড়িয়ে ওর দেখভাল করেছিল। তবে জিম কর্তৃপক্ষ রাহুলের কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নিতে চায়নি, উলটে ওকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। আন্তরিকতায় ডগমগ হয়ে বলেছিল, 'তোমরা উত্তরবঙ্গের মানুষরা বড্ড বেশি ভালো।' সেইসঙ্গে আরও বহু সম্ভাষণ।

মাঝে মাঝে নানান বিষয়ে কথা চলত, হোয়াটসঅ্যাপেই বেশি। ওর পছন্দ-অপছন্দগুলো সরাসরি বলতাম। অপছন্দের কথা শুনেও কখনও খেপে যেত না। সরল মনে সেগুলো গ্রহণ করত। অভিনয়টাও ছিল খুব সাদাসিধে। অভিনয় বলেই মনে হত না। মা-বাবা ছিলেন নাট্যকর্মী। তাই খুদে বয়স থেকেই রাহুল অভিনয় শুরু করেছিল থিয়েটারে। সেইসঙ্গে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিল। প্রকৃত একজন শিক্ষিত মানুষ।

একবার ডুয়ার্সে শুটিং করতে এল। লাটাগুড়ির পঞ্চবটীতে বন্ধুদের নিয়ে ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল। আমাকেও সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। গাল ফুলে গিয়েছিল রাহুলের। অভিমান করে অনেকদিন কথা বলেনি।

এরপর গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে শুরু করেছিল ওর পডকাস্ট 'সহজ কথা'। সেটা নিয়ে মাঝে মাঝেই কথা হত। হঠাৎ একদিন জানতে চাইলাম, ফেলুদা মানে সব্যসাচী চক্রবর্তীর আলাপচারিতা কবে দেখব? সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বলল, 'এটা নিয়েই আমি খুব টেনশনে আছি। মাথায় সবসময়ই ঘুরছে কী কী প্রশ্ন করব? এমন মাপের একজন মানুষ, যাঁকে দেখে বড় হয়েছি। অসম্ভব শ্রদ্ধা করি মানুষটাকে। তাই ভেবেছি আগে মিঠু কাকিমার ইনটারভিউ করে তারপর বেণুকাকুকে সহজ কথায় ডাকব। তাতে মনে হয় আমার কাজ একটু সহজ হবে।' জানি না, কেন বেণুদাকে ইনটারভিউ করতে ও একটু বেশি টেনশন করছিল! যাইহোক, একদিন এসএমএস করে লিখল, 'বেণুকাকুর ইনটারভিউ দেখলে?' এরপর ফোনে নানান কথা। বেণুদার আলাপচারিতা ভীষণই ভালো লেগেছে জেনে ভীষণ খুশি হয়েছিল। তারপর আমি আরেকটা অনুরোধ রেখেছিলাম ওর কাছে। বাবুদা মানে পরিচালক সন্দীপ রায়ের ইনটারভিউ কবে দেখব? সঙ্গে এও বলেছিলাম, তুমি তো অনেকেরই ইনটারভিউ করছ, কিন্তু তোমারটাও তো ভীষণভাবে শুনতে চাই। সেটা কীভাবে হবে? ওটা তোমার গিন্নি প্রিয়াংকাকে বলো, নইলে আরো ভালো হয় যদি ছেলে সহজ করে। কথাটা শুনে খুব খুশি হয়েছিল।

আরও কত কথা। কথার এক্কাদোক্কা। আমার বাড়ির দুর্গাপুজোয় আসার ভীষণই ইচ্ছা ছিল ওর। যেটা নিয়ে কথাও হয়েছিল। বলেছিল, 'দু-তিনদিন থাকব'। কিন্তু না, সেটা আর হল না। ওর শেষ করা এসএমএস ২ ডিসেম্বর, ২০২৫। 'আজ সারারাত শুট করে ভোরবেলা শতাব্দী ধরব বাচ্চুদা।'

'এই রোকো, পৃথিবীর গাড়িটা থামাও!/ আমি নেমে যাব।/ আমার টিকিট কাটা অনেক দূরের/ এ গাড়ি যাবে না,/ আমি অন্য গাড়ি নেব।' মাত্র বিয়াল্লিশেই 'অন্য গাড়ি'তে গিয়ে উঠলে বন্ধু! চিরতরে?

ভোটের মুখে উন্নয়ন পুরসভার

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৭ এপ্রিল : শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। ধূপগুড়ি আসন রক্ষা করতে শাসকদলের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ শহরের জনমত। গত কয়েকটি নির্বাচনে ধূপগুড়ি শহরের ভোটারদের শাসকবিরোধী অবস্থান তৃণমূলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। মূলত পুর পরিষেবা, ভাঙাচোরা রাস্তা আর নিকাশিনালা নিয়ে নাগরিকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভই গত কয়েক বছরে শাসক শিবিরকে পিছিয়ে দিয়েছে। এবার সেই ক্ষোভ প্রশমনে ভোটের মুখে কোমরবেঁধে নেমেছে ধূপগুড়ি পুরসভা। শহরজুড়ে এখন সংস্কার আর পরিকাঠামো গড়ার কাজে রীতিমতো সাজোসাজো রব।

বর্তমানে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' এবং 'পথশ্রী' প্রকল্পে শহরে প্রায় ২০০টি ছোট-বড় কাজ চলছে। নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হওয়ার আগেই সমস্ত কাজের ওয়ার্ক অর্ডার বিলি করে শিলান্যাস সেরে ফেলেছিল পুর প্রশাসন। এখন সেই কাজ তড়িঘড়ি শেষ করতে নজরদারি চালাচ্ছেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলাররা ও স্থানীয় নেতারা। কোথাও চলছে কালভার্ট নির্মাণ, কোথাও নিকাশিনালার কাজ, আবার কোথাও পেভার্স ব্লক বসিয়ে নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, এর সঙ্গে ভোটের কোনও যোগ নেই। এ প্রসঙ্গে ধূপগুড়ি পুরসভার এক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'আগে থেকে শিলান্যাস এবং ওয়ার্ক অর্ডার বিলি হওয়ায় কাজ করায় কমিশনের বাধা নেই। ভোট মিটতেই পুরোদমে বর্ষা নেমে গেলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত দেখেই জোরকদমে কাজ করে নেওয়া হচ্ছে।'

শাসকদলের নেতাদের এই অতিসক্রিয়তাকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না গেরুয়া শিবির। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত বলেন, 'বোর্ডের মেয়াদ পেরোনোর পর পাঁচ বছর পুরভোট না করিয়ে এখন ভোটের আগে কাজের ধুম দেখে ধূপগুড়ির বাসিন্দারা ঠাট্টাইয়ার্কি করছেন। কাটমানির পাশাপাশি এখান থেকেই হয়তো ভোটের খরচ তোলা হচ্ছে।'

আসলে প্রচারে গিয়ে রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূল কর্মীদের। সেই অস্বস্তি কাটাতে নতুন ঢালাই রাস্তা বা নিকাশিনালা এখন বড় হাতিয়ার। উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে জেলা তৃণমূল নেতা রাজেশকুমার সিং বলেন, 'এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আমাদের সক্রিয়তা রয়েছে। সেটা রাজনৈতিক কাজ নয় বরং এলাকার মানুষের কাজ। ভোট ফুরোলেই বিজেপি ফের উধাও হবে। আমরা থাকব মানুষের পাশে।'

অঙ্গীকার সমাবেশ

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : ৯ এপ্রিল জলপাইগুড়ি অভয়া মঞ্চের তরফে অঙ্গীকার সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই সমাবেশে যোগ দিতে সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ওই মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, অভয়া থেকে তামান্নার সঙ্গে যে দুরাচার হয়েছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। এছাড়া জামালদহ থেকে জয়গাঁ, কামদুনি থেকে আরজি কর কাণ্ডে সাধারণ মানুষ দেখেছে ত্রাস। সেই ত্রাসের অন্ধকার ছিন্ন করার দাবিতেই থানা মোড়ে এই অঙ্গীকার সমাবেশের আয়োজন।

কাজ শেষে বাড়ির পথে। মঙ্গলবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।

বাজেয়াপ্ত ৫১৮টি খালি গ্যাস সিলিন্ডার

কালোবাজারি রুখতে পুলিশি হানা

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : রান্নার গ্যাস নিয়ে লাগাতার কালোবাজারির অভিযোগ আসছিল। গ্যাস না পেয়ে চরম দুর্ভোগের শিকার মানুষ বাধ্য হয়ে পথ অবরোধেও শামিল হয়েছিলেন। অবশেষে ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে নির্দিষ্ট গোডাউনে অভিযান চালিয়ে মোট ৫১৮টি খালি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ।

এদিন শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা কলোনির ওই গ্যাস গোডাউনে দীর্ঘক্ষণ অভিযান চলে। গ্যাস না পাওয়ার অভিযোগ পেয়ে এদিন পরিদর্শনে আসেন মহকুমা শাসক। সেই সময় গোডাউন ইনচার্জ রেজিস্টারে ৫ কেজির ৪৫৭টি কমার্সিয়াল এবং ৬১টি ১০ কেজির ডোমেস্টিক গ্যাসের কোনও তালিকা দেখাতে পারেননি। এর পরেই মহকুমা শাসকের কড়া নির্দেশে এই অভিযান চালানো হয়। জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, 'অভিযান চালিয়ে মোট ৫১৮টি খালি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

গত ৩১ মার্চ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও গ্যাস পাননি বহু গ্রাহক। তাঁদের অভিযোগ, বই জমা দিয়ে লাগাতার তিনদিন ঘুরে গ্যাস না পেয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। অথচ বাইরে ১৬০০-১৭০০ টাকায় গ্যাস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ছোট ব্যবসায়ী জানিয়েছিলেন, ৫ কেজির কমার্সিয়াল গ্যাস কিনতে তাঁদের ৮০০-১০০০ টাকা দিতে হয়েছে। ১ এপ্রিল গ্যাস না পেয়ে থানা মোড় সংলগ্ন গোডাউনের সামনের পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন গ্রাহকরা। সেই সময় এজেন্সির তরফে গাড়ি না আসার কারণে সমস্যা হচ্ছে বলে সাফাই দেওয়া হয়েছিল।

খালি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শোরগোল জলপাইগুড়িতে।

এই নিয়ে ইন্দিরা কলোনির ওই গোডাউনের ইনচার্জ হরিশ্চন্দ্র রায় বলেন, 'আমি প্রতিদিন রেজিস্টার মেইনটেন করি। তবে, বেশ কয়েকদিন ধরে নানা ব্যস্ততায় করে ওঠা সম্ভব হয়নি। ভুল হয়েছে।' অন্যদিকে, থানা মোড়ের গ্যাস এজেন্সির কর্মী সুদর্শন সরকার খবর পেয়ে গোডাউনে আসেন। তিনি বলেন, 'এদিন মহকুমা শাসক এসেছিলেন। সে সময় রেজিস্টারে খালি ৫ কেজির কমার্সিয়াল ও ১০ কেজির ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের তথ্য না থাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। আমাদের কাছে সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে। বুধবার সব দেখাতে পারব।'

এই ঘটনায় প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ীরা। গোডাউনের বাইরে থাকা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, গ্যাসের অভাবে ফাস্ট ফুডের দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছিল। দু'দিন আগেও ৫ কেজির গ্যাস কিনতে হয়েছে ৮৫০ টাকায়। এরা এখানে স্টক করে বেশি দামে কোথায় বিক্রি করে দিচ্ছে? এই বিষয়ে মহকুমা শাসক মইন আহমেদ বলেন, 'বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন চালিয়ে রেকর্ডবিহীন সিলিন্ডারগুলি জেলা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।'

জিলা স্কুলে বাকি সামেটিভ ভোটের পর

বাহিনীর জন্য স্থগিত পরীক্ষা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়িতে প্রথম দফায় নির্বাচন। সেইমতো ইতিমধ্যে জেলায় চলে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের থাকার জন্য নেওয়া হয়েছে স্কুল। যে কারণে পরীক্ষা শেষ করতে পারল না জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর তিনদিন সময় পেলেই প্রথম সামেটিভের পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হত। বাকি পরীক্ষা ভোটের পরে নেওয়া হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই বলেন, 'নির্বাচনের পর ২৭ এপ্রিল স্কুল খুলবে। এরপরেই বাকি পরীক্ষা নেওয়া হবে। আশা করছি পড়ুয়াদের কোনও সমস্যা হবে না।'

জিলা স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল প্রথম সামেটিভের পরীক্ষা। ৯ তারিখ পর্যন্ত ছিল সেই পরীক্ষা। ৪ এবং ৬ তারিখে মোট চারটি বিষয়ের পরীক্ষা হয়। এরই মাঝে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য স্কুল নেওয়া হবে বলে নোটিশ আসতেই স্থগিত রাখা হয় পরীক্ষা। মঙ্গলবার হওয়ার কথা ছিল ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষা। এরপর ৮ এপ্রিল ছিল ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জেনারেল সায়েন্স ও কম্পিউটার পরীক্ষা, নবম ও দশম শ্রেণির ভৌতবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা।

৯ তারিখ হওয়ার কথা ছিল ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস ও সংস্কৃত এবং নবম-দশম শ্রেণির ইতিহাস ও হেলথ অ্যান্ড রিটেল

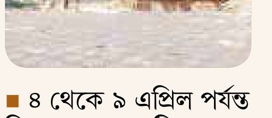

- ৪ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল প্রথম সামেটিভের পরীক্ষা
- ৪ এবং ৬ তারিখে মোট চারটি বিষয়ের পরীক্ষা হয়
- ৭ থেকে ৯ এপ্রিলের পরীক্ষা ভোটের পর নেওয়া হবে

পরীক্ষা। নোটিশ আসায় মঙ্গলবার অর্থাৎ ৭ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রায় ৭০০ জন পড়ুয়া ভোটের পর ফের পরীক্ষায় বসবে। অভিভাবকদের একাংশের অভিমত, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনী স্কুলে ঢুকলে পড়ুয়াদের জন্য ভালো হত, স্কুল বন্ধের সময় দ্বিতীয় সামেটিভের প্রস্তুতি নিতে পারত। আবার অনেকের মনে সংশয় রয়েছে- অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে পরবর্তী পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ হবে কি না।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের অভিভাবক তাপস পাল বলেন, 'বাচ্চারা পরীক্ষার মাঝে অনেকটা গ্যাপ পেলে পড়াশোনায় ঢিলে দেয়। এদিকে পরবর্তী পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে পারবে না, কারণ এখনও অনেক বিষয়ের পরীক্ষা বাকি থেকে গেল। কিন্তু কিছু করার নেই স্কুল কর্তৃপক্ষের, তা বুঝতে পারছি।'

এ বিষয়ে অবশ্য প্রধান শিক্ষক আশ্বাস দিয়েছেন, সিলেবাস শেষ করা কিংবা পড়াশোনোর ক্ষেত্রে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না। জানা গিয়েছে, জিলা স্কুলে শীঘ্রই আসছে সিএপিএফ। যার জন্য ইতিমধ্যেই ১৮টি রুম নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

ময়নাগুড়ি, ৭ এপ্রিল : বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লকের সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক গৌরাঙ্গ শীল, ময়নাগুড়ি হাসপাতালের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসার প্রজিৎ পাল, ডাঃ কৌস্তভ রায়, এপিডিমিওলজিস্ট রাহুল সরকার সহ অন্যরা।

বন্দে মাতরমের জন্য মিছিল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : বন্দে মাতরম গানের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি মিছিলের আয়োজন করা হল। জলপাইগুড়ি শান্তিপাড়া বাসস্ট্যান্ডের সামনের ট্রাফিক মোড় থেকে একদল স্কুল ও কলেজের পড়ুয়া মঙ্গলবার মিছিল করে। পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদেরও সম্মান জানানো হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা বন্দে মাতরম উদযাপন সমিতির তরফে এই মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। উদ্যোক্তাদের তরফে শুভ্রজিৎ লাহিড়ি বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বন্দে মাতরম গানকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই মিছিলে বের হয়েছি। এই একটি গান আমাদের স্বাধীনতার মূল মন্ত্র হয়েছিল একসময়, যা আজও প্রাসঙ্গিক।'

আলোর দাবি ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি, ৭ এপ্রিল : পেটকাটি ও ময়নাগুড়ির মধ্যে যোগাযোগকারী কলাখাওয়া নদীতে পথবাতির দাবি দীর্ঘদিনের। পথবাতি না থাকায় যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার বাসিন্দারা। যদিও শীঘ্রই ওই সেতুতে সোলার লাইট লাগানো হবে বলে ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ঝুলন সান্যাল জানিয়েছেন।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	- ০
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৩
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ২
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৪
ও নেগেটিভ	- ০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	- ৩
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৫
বি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ২০
ও নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ৬
এবি নেগেটিভ	- ১

■ এফএফপি

এ পজিটিভ	- ৬০
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৬০
বি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৬০

এসডিও কোর্ট বয়কটের ডাক মালে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৭ এপ্রিল : মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্যের অভিযোগে এসডিও কোর্ট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিলেন আইনজীবীরা। পাশাপাশি এই ঘটনায় জেলা শাসক ও নির্বাচন কমিশনকে বুধবার লিখিত অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বার অ্যাসোসিয়েশন।

এসআইআর-এর ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়েছে অসংখ্য মানুষের। নতুন করে তালিকায় নাম তুলতে দৌড়ঝাঁপ করছেন অনেকে। অনেকের ক্ষেত্রে আদালতের হলফনামা জমা করার প্রয়োজন হচ্ছে। সেজন্য মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভিড় ছিল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে। সেখানেই দ্বিতীয় তলে এসডিও কোর্ট। সেখানে অ্যাফিডেভিটের নথিপত্রে স্বাক্ষর করেন সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট। এদিন দুপুরেও যথারীতি অ্যাফিডেভিটের কাজ হয়েছে

আদালতে। বিকেলে মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডালের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ এবং অপমানজনক মন্তব্যের অভিযোগ তোলেন মালবাজার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুভাষ প্রসাদ। সুভাষ অভিযোগ করে বলেন, 'আদালতের কাজকর্ম চলাকালীন আইনজীবীদের ভর্ৎসনা করার পাশাপাশি এসডিও নিজে আইনজীবীদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেবেন বলে জানান। এমনকি তিনি আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন, অধিকাংশ আইনজীবী নাকি গরিব মানুষকে আইনের ভয় দেখিয়ে লুট করছেন।' ঘটনার সময় কোর্টরুমে আইনজীবী তাপস দেব, অরুণিমা মিত্র, প্রদীপ রায় সহ অনেকেই ছিলেন।

এই ঘটনার পর বিকেলেই বার অ্যাসোসিয়েশনের একটি বৈঠক হয়। সেখানেই আইনজীবীরা সিদ্ধান্ত নেন বুধবার থেকে এসডিও কোর্টে কোনও কাজ করবেন না। মহকুমা শাসক নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে তাঁদের বয়কট চলবে। যদিও মহকুমা শাসক বলেন, 'যেসব বিচারপতি এসআইআর-এর শুনানিতে কাজ করছেন তাঁরা জানেন কোন নথি কোথায় প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও মানুষকে হয়রান করার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁর আরও অভিযোগ, অধিকাংশ আইনজীবী একটি ২০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে অ্যাফিডেভিটের জন্য ৭০০-৮০০ টাকা নিচ্ছেন, যা কখনোই সঠিক নয়। এক্ষেত্রে আইনজীবীদের একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের তালিকা থাকা উচিত। কয়েকজন আইনজীবীর নামে অভিযোগ এসেছে। সেজন্যই তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। কোনও খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। আইনজীবীদের উচিত মানবিক দৃষ্টিতে জনগণকে পরিষেবা দেওয়া।

এদিকে, বুধবার থেকে আইনজীবীরা এসডিও কোর্ট বয়কট করলে পরিষেবায় সমস্যা হতে পারে সাধারণ মানুষের। সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে সেটা এখনও জানা যায়নি। যদিও মহকুমা শাসকের বক্তব্য, জনগণের নিজের কথা আদালতে জানাতে আইনজীবী বাধ্যতামূলক নয়।

মিলবে সংস্কৃতি জগৎ ও ফুটবল

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়ির ইস্টবেঙ্গল ব্রিগেড দীপক দাস (পল্টু দাস) মেমোরিয়াল রেড অ্যান্ড গোল্ড ফুটবল প্রোজেক্ট তথা জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জলপাইগুড়ির আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতি, ফুটবল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সুরনন্দন সাংস্কৃতিক সংস্থা।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির কার্যনির্বাহী সভানেত্রী তথা মহিলা ফুটবল ডিরেক্টর হিসেবে মনোনীত হলেন জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট আইনজীবী শান্তা চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি, এডুকেশনাল ডিরেক্টর তথা প্যাট্রন হিসেবে মনোনীত হন জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ শীলা দত্ত ঘটক।

ভাইস চেয়ারম্যান তথা কালচারাল ডিরেক্টর হয়েছেন জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সংগীতগুরু সুমিত দত্ত। দুই সংস্থার তরফে বিনামূল্যে ফুটবল শেখানোর পাশাপাশি জলপাইগুড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার ব্যবস্থা করা হবে।

দীপক দাস (পল্টু দাস) মেমোরিয়াল রেড অ্যান্ড গোল্ড ফুটবল প্রোজেক্টের তরফে সহ সভাপতি সৌমিক মজুমদার জানান, সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ যত এইভাবে খেলার মাঠে যুক্ত হবেন ততই আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মোবাইল সহ বিভিন্ন আসক্তি থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। একই মত সম্পাদক অতীন্দ্রবিকাশ রায়েরও।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত জেলা মহিলা কন্যাশ্রী লিগ শুরু হতে চলেছে। তাতে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে সহযোগিতা করবে সুরনন্দন সাংস্কৃতিক সংস্থা।

ঝুঁকি নিয়ে বাড়ছে নদী-পুকুরে স্নান

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : মঙ্গলবার দুপুর। জনা চারেক কিশোরকে স্নান করতে দেখা গেল পরেশ মিত্র কলোনি সংলগ্ন করলা নদীতে। কয়েকজন কিশোর আবার জাল হাতে মাছ ধরার জন্য নেমেছিল বিপদসংকুল করলায়। করলা আর রাজবাড়ির দিঘিতে চলছিল প্রতিযোগিতা করে জলে কেরামতি দেখানো। দিঘিতে তখন বেশ কিছু সিঁড়ি জলের তলে। অপরদিকে করলায় জল কমলেও তার স্রোত কম কিছু নয়। এর মধ্যেই চলছে ওই কিশোরদের জলকেলি। রাজবাড়িদিঘি এবং করলায় তলিয়ে মৃত্যুর ঘটনা নতুন কিছু নয়।

গতবছরই করলায় তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে চার শিশু-কিশোরের। এই মৃত্যুর ঘটনাগুলো সকলের মনে তাজা আজও। কিন্তু এই কিশোররা সব ভয় উপেক্ষা করেই বারবার নামছে নদীতে বা পুকুরে। বর্ষায় পুরসভার তরফে মাঝেমধ্যে সচেতনতার প্রচার করা হলেও, সারা বছর আর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। শিশু-কিশোরদের নদীতে বা পুকুরে নামতে নিষেধ করতে কোনও বোর্ড নেই প্রশাসনের তরফে। রাজবাড়িদিঘি এবং করলার পাশের ১, ৫, ৮, ৯ এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের

একটু গরম পড়তেই ঝুঁকির স্নান ছোটদের। - মানসী দেব সরকার

সঙ্গে কথা বলে জানা গেল প্রায়দিনই নদীতে স্নান করতে নামছে কিশোররা। গরমে নদী-পুকুরে স্নানের দৃশ্য মজাদার হলেও যথেষ্ট উদ্বেগের।

২৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুনন্দা রায়ের কথায়, 'গতবছর তিন-চারজন শিশু-কিশোরের মৃত্যু, করলার ভয়ানক রূপের সাক্ষী দিয়েছে। আজ জল একটু কম বলে যেভাবে আশপাশের কিশোররা মাছ ধরছে বা স্নান করছে সেটা দেখে ভয় লাগছে। কিছু বলতে গেলেই তারা বলছে সাঁতার জানে। কিন্তু করলার চোরাস্রোত কতটা ভয়ানক হতে পারে আমরা জানি। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। অভিভাবকদের একটু নজর দেওয়া উচিত। প্রশাসনেরও উচিত এই বিষয়ে নজর দেওয়া।' একই সুর শোনা গেল রাজবাড়িপাড়ার রাম সাহার গলাতেও। তিনি বলেন, 'রাজবাড়িদিঘি যথেষ্ট

> আজ জল একটু কম বলে যেভাবে কিশোররা স্নান করছে তা দেখে ভয় লাগছে। করলার চোরাস্রোত কতটা ভয়ানক হতে পারে সেটা জানি।
>
> **সুনন্দা রায়,** *বাসিন্দা ২৫ নম্বর ওয়ার্ড*

গভীর। শিশুদের জলে নামতে দেওয়া উচিত না। দুর্ঘটনা ঘটার আগে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

জলস্তর বাড়ুক কি একই থাকুক, বরাবরই ভয়ংকর করলা এবং তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর মুখ কিছুটা ঘুরে যাওয়ায় শহরের শিশু-কিশোররা সেভাবে তিস্তার দিকে না গেলেও তাদের বর্তমান ঠিকানা করলা, ধরধরা এবং শহরের জলাশয়গুলো। এই বিষয়ে প্রশাসনের এক কর্মীর বক্তব্য, 'ছোটদের নদীতে স্নানের প্রবণতা ভয়ের কারণ। বিপদ যে কোনও সময় আসতে পারে।'

এবিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'আমার ধারণা নদীতে যে সকল শিশু-কিশোররা নামে, তারা আশপাশের এলাকার। তারা সাঁতার জানে। তবে এমন অনেকে আছে যারা সাঁতার জানে না। আমরা অবশ্যই সচেতনতা প্রচারাভিযান চালাব।'

নির্বাচনি বিধিনিষেধ উঠে গেলে সপ্তাহে অন্তত দু'বার নদী সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং করার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এসবের মধ্যে মানুষকে সচেতন হতে হবে। শিশু-কিশোরদের নদী, জলাশয় এবং বড় নালার থেকে দূরে রাখতে হবে। সচেতন হলেই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব বলে দাবি সৈকতের।

থমকে জলের লাইনের কাজ

ময়নাগুড়ি, ৭ এপ্রিল : জাগৃতি মোড় থেকে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ও পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় পানীয় জলের মেইন লাইন বসানোর কাজ করা যাচ্ছে না। ২০২৬ সালের মধ্যেই ময়নাগুড়ি পুর এলাকার বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় সেই কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের মোট পরিবার সংখ্যা ৯ হাজার ৬৫২। মালবাজার থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে ধূপগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্টও তৈরি হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'মেইন পাইপলাইন বসানোর পর রাস্তা চওড়া করার কাজে ফের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেই কারণেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও অনুমতি মেলেনি।' তবে এদিন বারবার চেষ্টা করেও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

পৃথিবীর পাঠশালা

পাহাড়ি দ্বীপের অমীমাংসিত রহস্য

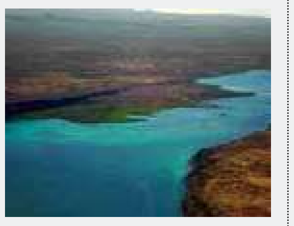

১৯৬৬ সালে ব্রাজিলের ভিন্টেম পাহাড়ে দুই ইলেক্ট্রিশিয়ানের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁদের পরনে ছিল পরিপাটি স্যুট এবং চোখের ওপর ছিল সিসা দিয়ে তৈরি অদ্ভুত এক ভারী মুখোশ। পাশে একটি নোটবুকে লেখা ছিল, নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাপসুল খেতে হবে এবং সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন বা বিষাক্ত পদার্থের প্রমাণ মেলেনি। তাঁরা কি কোনও ভিনগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এসেছিলেন, নাকি কোনও টাইম ট্রাভেলের পরীক্ষা করছিলেন? সিসার মুখোশ পরার আসল কারণ বা তাঁদের মৃত্যুর আসল কারণ আজও পুলিশের কাছে এক সমাধান না হওয়া রহস্য।

মহাকাশচারী প্রথম ফরাসি বিড়াল

মহাকাশে যাওয়া প্রথম কুকুর লাইকা বা প্রথম শিম্পাঞ্জি হ্যামের নাম অনেকেই জানেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে ফ্রান্স মহাকাশে পাঠিয়েছিল এক বিড়ালকে। প্যারিসের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা এই সাদা-কালো বিড়ালটির নাম ছিল ফেলিজেট। মহাকাশে ওড়ার সময় তার স্নায়ুর অবস্থা মাপার জন্য তার মাথায় ইলেক্ট্রোডের তার বসানো হয়েছিল। রকেটে চেপে সে মাটি থেকে প্রায় একশো সাতান্ন কিলোমিটার ওপরে ওঠে এবং শূন্য মাধ্যাকর্ষণের অভিজ্ঞতা লাভ করে। পনেরো মিনিটের সফল যাত্রার পর সে প্যারাসুটে করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসে। মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এই একমাত্র বিড়ালের কীর্তি অনেক দিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল।

চেনা মানুষের অচেনা রূপ

ভাবুন তো, একদিন সকালে উঠে যদি দেখেন আপনার কাছের মানুষটি আর সেই মানুষ নেই, বরং কেউ হুবহু তার মতো সেজে আপনাকে বোকা বানাচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই বিরল রোগটিকে ক্যাপগ্রাস সিনড্রোম বলা হয়। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তাঁর স্ত্রী, সন্তান বা বাবা-মাকে কোনও ভিনগ্রহী বা বহুরূপী রিপ্লেস করে দিয়েছে। চেহারায় মিল থাকলেও তাঁরা আবেগ দিয়ে সেই চেনা মানুষকে আর চিনতে পারেন না। মস্তিষ্কের ফিউজিফর্ম জাইরাস অংশের গোলমালের কারণেই মানুষের এই অদ্ভুত এবং মর্মান্তিক মানসিক বিভ্রম তৈরি হয়।

মহাসাগরে একা একশো দিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ জাহাজে কাজ করা চিনা নাবিক পুন লিম ১৯৪২ সালে এক জার্মান সাবমেরিনের হামলায় আটলান্টিক মহাসাগরে আটকা পড়েন। জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর তিনি একটি কাঠের ভেলা জোগাড় করেন। কাছে কোনও খাবার বা জল ছিল না। বৃষ্টির জল জমিয়ে, টর্চের ব্যাটারির তার দিয়ে ছিপ বানিয়ে মাছ ধরে এবং সমুদ্রের পাখির রক্ত পান করে তিনি টানা একশো তেত্রিশ দিন সেই ভেলায় ভেসে ছিলেন। অবশেষে ব্রাজিলের উপকূলে একদল জেলে তাঁকে উদ্ধার করে। মানুষের বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাশক্তির এমন নিদর্শন ইতিহাসে বিরল।

প্রশ্নের মুখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

কোর্সওয়ার্ক কেলেঙ্কারিতে চাপে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : পিএইচডি কেলেঙ্কারি নিয়ে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। রিসার্চ এলিজিবিলিটি টেস্ট (রেট)-এর মাধ্যমে কোর্সওয়ার্কে ভর্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবার বিশেষ কয়েকজন পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল। কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশানিক ভবনের একটি হলঘরে আলাদা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল বলেই অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। কেলেঙ্কারির খবর ফাঁস হতেই সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ক্যাম্পাসে। কীভাবে পরীক্ষা হয়েছিল, কারা কোথায় পরীক্ষা দিয়েছিলেন, প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা হয়েছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ির বিদায়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ। স্বচ্ছতার প্রমাণে প্রয়োজনে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবিও তুলেছেন তিনি।

ভর্তি বাতিল ও অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ চেয়ে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিতের

অভিযোগ জানাতে জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দপ্তরে দুই বিদায়ি বিধায়ক।

কাছে দাবি পেশ করেন শংকর এবং মাটিগাড়ার বিদায়ি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। দুই বিদায়ি বিধায়ক একসঙ্গে ক্যাম্পাসে যাওয়ায় হইচই শুরু হয়ে যায়। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। কেন ইউজিসি'র নির্দেশ অমান্য করে রেট নেওয়া হল, কীভাবে তৃণমূল যুব নেতারা কোর্সওয়ার্কে সুযোগ পেলেন তা জানতে চান শংকর ও আনন্দময়। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দিতে পারেননি জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। একসময় তিনি দুই বিধায়ককে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের নির্দেশেই যে তিনি কোর্সওয়ার্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন সেকথাও জানিয়ে দেন। তবে স্বপনের উত্তরে সন্তুষ্ট নন দুই বিধায়কের কেউই।

শংকরের কথা, 'লিখিতভাবে রাজ্যপালকে বিস্তারিত জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করতে অনুরোধ করব। বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ হবে। কোর্সওয়ার্কে যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে কারা নেট পাশ আর কারা রেট-এর মাধ্যমে সুযোগ পেয়েছেন তাও জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তৃণমূল নেতাদের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে বড় ষড়যন্ত্র হয়েছে তা স্পষ্ট।' আনন্দময় বলেন, 'ইউজিসির নির্দেশ কেন অমান্য করা হল তার কোনও সদুত্তর পাইনি। তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে মিলে তাদের দলের নেতাদের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার জন্য নিজেদের মতো করে নিয়ম বানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এরফলে যাঁরা এই কোর্সওয়ার্কে সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়ল। কর্তৃপক্ষ তৃণমূল নেতাদের সুবিধা করার জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

কোর্সওয়ার্কের ভর্তি বাতিল করে স্বচ্ছ ভর্তির দাবিতে এবং নিময়ভঙ্গের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের শাস্তির দাবিতে এদিন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। পরীক্ষানিয়ামক বিভাগের হাত থেকে সরিয়ে হঠাৎ করে কোর্সওয়ার্কের পরীক্ষা বিভিন্ন বিভাগের হাতে দেওয়া নিয়েও অস্বচ্ছতার প্রশ্ন উঠেছিল। খরচ বাঁচাতেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলেই জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় জয়েন্ট রেজিস্ট্রার এবং ডিন। ডিন বিকাশচন্দ্র পালের কথায়, 'পরীক্ষানিয়ামক বিভাগে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির মাধ্যমে পরীক্ষা নিতে হলে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সামান্য টাকা খরচ করেই বিভাগগুলি কোর্সওয়ার্কের পরীক্ষা নিয়েছে।' ডিনের যুক্তি মানতে নারাজ পরীক্ষানিয়ামক বিভাগের বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি। এজেন্সির এক আধিকারিক বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে সম্পূর্ণ বিনা খরচে আমরা কোর্সওয়ার্কের পরীক্ষার বন্দোবস্ত করছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সেই পরীক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত একটি টাকাও আমরা দাবি করিনি।' ফলে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে সরানো নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। যদিও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কয়েকজনের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিক।

স্বপ্না বর্মনের

প্রথম পাতার পর

গ্রামে ঘুরলে অবশ্য অন্য গল্প শোনা যাচ্ছে। বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা জানালেন, 'বহিরাগত' দীনেশ প্রার্থী হওয়ায় তাঁরা তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এমনকি কয়েকজন জলপাইগুড়িতে দলের সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বাড়ি পর্যন্ত চলে যান। তাতেও ফল না হওয়ায় তখনই তাঁরা গ্রামের মেয়ে স্বপ্নাকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা করেন। যদিও দীনেশ দাবি করেছেন, 'কোনও বিক্ষুব্ধ প্রার্থী নেই।'

এখনও নিজের প্রচার শুরু করেননি নির্দল স্বপ্না। তবে তিনি মেনে নিচ্ছেন, প্রচারে বেরোলে ভোটাররা এনিয়ে প্রশ্ন করতেই পারেন। তবে তাঁর ধারণা, 'নামে বিভ্রান্তি হতেই পারে। কিন্তু আমার প্রতীক ফুলকপি ও তৃণমূল প্রার্থীর জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে ভোটারদের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।' ফুলকপির ছবি দেওয়া পতাকা হাতে, খাদা গায়ে দিয়ে প্রচারে নামবেন তিনি।

তৃণমূলের স্বপ্না বলছেন, 'দুজনকে দেখতে আলাদা। উনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

তৃণমূলের রাজগঞ্জের বিদায়ি বিধায়ক খগেশ্বর রায় ও তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ দুজনেই মনে করছেন, এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্নাকে রাজগঞ্জের মানুষ জানেন।

হুমকি ট্রাম্পের

প্রথম পাতার পর

ইরানি দূতাবাসের ওই বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'আপনার মুখ দিয়ে বড় বেশি কথা বেরোচ্ছে। আগামীকাল, ইনশাল্লাহ!' এই রহস্যময় বার্তায় মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন উত্তেজনার শিখরে। ট্রাম্পের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই অবশ্য মঙ্গলবার মার্কিন ও ইজরায়েলি মিসাইল ইরানের প্রধান তেল হাব খার্গ দ্বীপের ৫০টিরও বেশি সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হানে।

ইরান পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। এখন তাদের পালটা হামলায় আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো বছরের পর বছর তেল ও গ্যাসের সংকটে ভুগবে। তেহরান ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সব ধরনের পরোক্ষ কূটনৈতিক আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে।

একদিকে ট্রাম্পের 'পাথর যুগে' পাঠানোর হুমকি, অন্যদিকে ইরানের ১৪ মিলিয়ন মানুষের আত্মত্যাগের প্রস্তুতি- সব মিলিয়ে বিশ্ব এক ভয়াবহ সংঘাতের দোরগোড়ায়।

ইজরায়েলের সেনাবাহিনী আইডিএফ-এর তরফে ফারসি ভাষায় ইরানের সাধারণ নাগরিকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন স্থানীয় সময় রাত ৯টা পর্যন্ত ট্রেন বা রেলপথ ব্যবহার না করেন। নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলের কথা না বলে গোটা দেশের রেলপথ এড়িয়ে চলার এই বার্তাটি বড় ধরনের বিমান হামলার আগাম সংকেত বলে মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যেই ইরানের বর্তমান সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেইয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে গোয়েন্দা সূত্রে দাবি করা হয়েছে, কোম শহরের একটি হাসপাতালে তিনি বর্তমানে অচেতন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর শেষকৃত্যের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। যদিও ইরান সরকার এই তথ্যকে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

মঙ্গলবার তেহরানের কাছে শাহরিয়ার এবং পারদিস এলাকায় নতুন করে ইজরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আলবোরজ প্রদেশে অন্য একটি হামলায় আরও ১৮ জন মারা গিয়েছেন। মধ্য ইরানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়েছে যৌথবাহিনী। অন্যদিকে, সৌদি আরবের তেলসমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর নিরাপত্তার খাতিরে বাহরিনের সঙ্গে সংযোগকারী একমাত্র সড়ক 'কিং ফাহাদ কজওয়ে' বন্ধ করে দিয়েছে রিয়াধ। যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১১ ডলার ছাড়িয়েছে, যা যুদ্ধ শুরুর সময়ের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি।

বারবিশায় মোদিকে প্রশ্ন অভিষেকের

'অনুপ্রবেশকারী নাকি শরণার্থী হাসিনা?'

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৭ এপ্রিল : শেখ হাসিনা ২০ মাস ধরে ভারতে আছেন। তাঁকে এদেশে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাঁকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নাকি শরণার্থী হিসেবে এখানে রাখা হয়েছে? কেন্দ্র সরকার জবাব দিক। মঙ্গলবার কুমারগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাজীব তিরকির সমর্থনে বারবিশায় ভোট প্রচারে এসে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রশ্নই তুললেন। দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী কোচবিহারে বিজয় সংকল্প সভা করেছেন। ঠিক তার আগের দিন পাকিস্তান থেকে কলকাতাকে উড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি আসে। তারপরেও কেন প্রধানমন্ত্রী চুপ করে আছেন? এনিয়েও অভিষেক এদিন প্রশ্ন তোলেন।

কুমারগ্রামের বাসিন্দা রিতা দাস এদিন অভিষেকের সভায় এসেছিলেন। ভাষণ চলাকালীন তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অভিষেকের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন, 'বারবার নথিপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও এসআইআর-এ আমার নাম, স্বামীর নাম, মেয়ের নাম বাদ পড়েছে।' শুনে ওই মহিলাকেই দেখিয়ে জনতাকে অভিষেকের প্রশ্ন, 'ওঁকে দেখে কি আপনাদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে মনে হচ্ছে?' এরপরই সভা মঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেন, 'আপনি বাঙালিকে অনুপ্রবেশকারী বলছেন। আবার আপনিই ২০ মাস ধরে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবৈধভাব দিল্লিতে রেখে দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন, শেখ হাসিনা কী অনুপ্রবেশকারী নাকি শরণার্থী? মোদিজি উত্তর দিতে পারবেন? বিজেপি নেতারা উত্তর দিতে

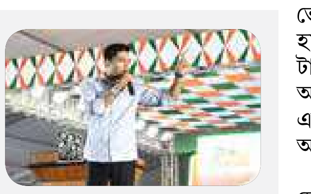

■ বারবিশায় ভোট প্রচারে এসে বিজেপিকে আগাগোড়া বেঁধেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

■ শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ তোলার পাশাপাশি পাকিস্তানের হুমকি নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে বেঁধেন

■ ভোটের মুখে অভিষেকের এভাবে সরব হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা হচ্ছে

পারবেন? এসআইআর-এ যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের আমি করজোড়ে বলছি, চিন্তা করবেন না। আপনাদের সবার অধিকার রক্ষা করতে তৃণমূল কংগ্রেস বদ্ধপরিকর।'

বিরোধীদের উদ্দেশে কামান দেগে অভিষেক বলেন, 'আপনারা আদালতের অবস্থা দেখছেন। বিচার ব্যবস্থার একাংশ বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের হয়ে লড়াই করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে ২৭ লাখ লোকের নাম বাদ দিয়েছে তাঁদের নাম আমরা ভোটার তালিকায় অবশ্যই তুলব। হয়তো একটু সময় লাগবে। বিজেপির টার্গেট, এই বিধানসভা ভোটে যাতে আপনারা ভোট দিতে না পারেন। এসবের হিসেব বিজেপিকে সুদে-আসলে দিতে হবে।'

আগাগোড়াই বিজেপিকে তোপ দেগে চলা অভিষেকের কথায়, 'পদ্মফুলে দিলে ছাপ ঘরে ঢুকবে কেউটে সাপ।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি এরাজ্যে সরকার গড়লে মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেবে। ধর্মের নামে রাজনীতি করে বিজেপি আবার দেশপ্রেমের কথা বলে। দু'দিন আগে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতা উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। সেদিন কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী সভা করতে এসেছিলেন। অথচ পাকিস্তানের প্রতি পালটা জবাব আমরা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে পাইনি।' তাঁর হুংকার, 'যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইন্ডিয়া জোটের সরকার দিল্লিতে আসবে সেদিন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কাকে বলে, ঘরমে ঘুসেক মারনা কিসকো বোলতা হ্যায় পাকিস্তানকেও দেখাব, বাংলাদেশকেও দেখাব।'

তারুণ চু সেতু সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী ঝুলন্ত সেতু।

লাচেনে আটকেই পর্যটকরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : বরফ কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার কাজ সোমবার শুরু হওয়ায়, আশার আলো দেখেছিলেন পর্যটকরা। কিন্তু মঙ্গলবারও লাচেন থেকে বাড়ি ফেরার পথ ধরতে পারলেন না তাঁরা, আটকে থাকতে হল হোটেলেই। যেভাবে তুষারপাত হচ্ছে, তাতে বিকল্প সড়ক দিয়ে গ্যাংটকে পর্যটকদের পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা যে ঝুঁকির, তা বুঝতে পেরে মংগন জেলা প্রশাসন তারুণ চু সেতু সংলগ্ন এলাকায় অস্থায়ী ঝুলন্ত সেতু তৈরির কাজ শুরু করেছে। মঙ্গলবার সেতুর কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন। সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পরই উদ্ধারের কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানান। রবিবার ভোরে চুংথাং-লাচেন রোডের তারুণ চু সেতুর মুখে বড় ধরনের ধস নামায় রাজ্যের মূল ভূখণ্ড থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন লাচেন। বিপাকে শয়ে-শয়ে পর্যটক।

মঙ্গলবারও গ্যাংটকে ফিরতে পারলেন না উত্তর সিকিমে আটকে পড়া পর্যটকরা। তারুণ চু সেতুর মুখে বড় ধরনের ধস নামায় পর্যটক উদ্ধারে লাচেন-জিরো পয়েন্ট-ডোংখা লা-লাচুং রুটটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মংগন জেলা প্রশাসন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সোমবার জিরো পয়েন্ট সহ কয়েকটি এলাকার রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজ শুরু করে সেনাবাহিনী ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। মঙ্গলবার সকালে কাজ শেষ করে পর্যটকদের গ্যাংটকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু রাতের ভারী তুষারপাতে থাংগু-গুরুদোম্বার পথে 'ব্ল্যাক আইস' সৃষ্টি হয়। বলা যায়, প্রশাসনিক পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেয় প্রকৃতি। গ্যাংটকে ফেরার জন্য যে সমস্ত পর্যটক সাতসকালে ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের নতুন করে হতাশ হতে হয়। উত্তর ২৪ পরগনার হামরার বাসিন্দা ভিমান নাগ বলেন, 'আমাদের তৈরি থাকার কথা গতকাল রাতেই প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে বলা হয় রাস্তা বন্ধ রয়েছে। বুঝতে পারছি না কবে লাচেন থেকে বের হতে পারব।' এমন পরিস্থিতিতে পর্যটকদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে প্রশাসনের পাশাপাশি হোটেল ব্যবসায়ী, ট্যুর অপারেটররা খেয়াল রাখছেন। লাচেনের হোটেল ব্যবসায়ী কল্লক দে বলছেন, 'পর্যটকদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে আমাদের নজর রয়েছে। বাড়তি থাকা ও খাবারের জন্য কোনও টাকা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।' প্রশাসনিক সূত্রে খবর, লাচেনে আটকে রয়েছে ১৪০টি গাড়ি। অর্থাৎ প্রায় পাঁচশো পর্যটক হোটেলবন্দি।

থাংগু-গুরুদোম্বার পথে ব্ল্যাক আইস সৃষ্টি হওয়ার পরই ওই পথে ঝুঁকি এড়াতে ধসবিধ্বস্ত তারুণ চু সেতু সংলগ্ন এলাকায় বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে অস্থায়ী ঝুলন্ত সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় মংগন জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এদিন বিকেলের মধ্যে সেতুর কাজ শেষ করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে সেখানে পৌঁছান জেলা শাসক অনন্ত জৈন। বড় কোনও বিপর্যয় না ঘটলে বুধবার পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

ধৃত চার

শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে সোমবার রাতে কাশ্মীর কলোনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত টিঙ্কু ভুঁইয়া এনজেপি সংলগ্ন সাউথ কলোনির বাসিন্দা, মহম্মদ রুস্তম রাজাহোলরি বাসিন্দা, মানিক বিশ্বাস শান্তিপাড়ার বাসিন্দা ও পার্থ রায় আমবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের থেকে ধারালো অস্ত্র মিলেছে।

শ্রীনগরের ডাল লেকে। মঙ্গলবার। -পিটিআই

ছাপিয়ে তামিলনাড়ু

প্রথম পাতার পর

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, এসআইআর-এ বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা বিজেপির দাবির খুব কাছাকাছি। তবে আসন্ন নির্বাচনে এতে শেষপর্যন্ত বিজেপি ফায়দা তুলতে পারবে কি না, তা জানতে ৪ মে ভোটগণনার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাজ্যের মোট ৭ কোটির বেশি ভোটারের মধ্যে সংখ্যালঘু ভোটারের হার প্রায় ২৭ শতাংশ। একুশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান প্রায় ১০ শতাংশ। '২৪-এর লোকসভায় তা প্রায় ৮ শতাংশ। বিজেপি প্রচার করে থাকে, ভুয়ো ও অনুপ্রবেশকারী ভোটের দৌলতে সরকারে রয়েছে তৃণমূল। সেই ভোটারদের তালিকা থেকে মুছে দিতে পারলে তৃণমূল আর ক্ষমতায় থাকবে না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এসআইআর-এ রাজ্যের মোট ভোটারের ১১ শতাংশ নামই বাদ পড়েছে। ফলে অঙ্কের হিসেবে রাজ্যে এখন তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোট শতাংশে ব্যবধান থাকার কথা নয়। ফলে বিজেপির উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল বলা যায়। যদিও বাংলায় এসআইআর-এ নির্বাচন কমিশনের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ব্যবহারকে অদ্ভুত ও বিরক্তিকর বলে সমালোচনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই ডিসক্রিপেন্সির জেরে ৬০ লক্ষের বেশি নাম বিবেচনাধীন হয়ে গিয়েছিল। যা দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এসআইআর-এ হয়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিচারাধীনের তালিকায় ছিলেন ১১ লক্ষ ১১৮৫ জন। তার মধ্যে বাদ পড়েছেন ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৭ জন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ২৫২ জনের মধ্যে বাদ পড়েছেন ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৬৬ জন। মালদায় ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৭ জনের মধ্যে বাদ গিয়েছেন ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৭৫ জন। সবথেকে কম নাম বাদ পড়েছে ঝাড়গ্রামে। এখানে বিচারাধীনের তালিকায় ছিলেন ৬ হাজার ৬৮২ জন। বাদ পড়েছেন ১২৪০ জন।

ভোটাধিকার হারিয়ে ট্রমার শিকার

প্রথম পাতার পর

যাঁরা ভোটাধিকার হারানোর জন্য নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন। হাফিজুরের কথায়, 'আমার কাছে এমন বহু রোগী আসছেন, যাঁদের অন্য তেমন কোনও রোগ নেই। অথচ এসে বলছেন, ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচান, রাতে ঘুমাতে পারছি না। কিছুক্ষণ কথা বলার পর জানা যাচ্ছে, ভোটার লিস্ট থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ে যাওয়াই ওই পেশেন্টের ঘুম উড়ে যাওয়ার কারণ।'

গত এক মাসে এমন বহু রোগীকে অ্যাংজাইটি ও আতঙ্ক কাটানোর জন্য ঘুমের ওষুধ পর্যন্ত দিতে হয়েছে বলে ওই চিকিৎসক জানান। তিনি বলেন, 'আমার নিজের গ্রামেও এমন বহু মানুষ ট্রমার শিকার হয়েছেন। ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম বিচারাধীন বা একেবারে ডিলিট হয়ে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ। চিকিৎসার পাশাপাশি ট্রাইবিউনালে আবেদনের জন্য তাঁদের নথিপত্রও আমি নিজে ঠিকঠাক গুছিয়ে দিচ্ছি।'

চিকিৎসক হাফিজুর রহমানের অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললেই সেই আতঙ্কেরই প্রতিধ্বনি। ইটাহারের মানাইনগর দক্ষিণ বুথে খসরা তালিকায় ৭৯২ জন মোট ভোটার ছিলেন। তার মধ্যে ৩২৫ জনই বিচারাধীন ছিলেন। বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের চূড়ান্ত ঝাড়াইবাছাইয়ের পর ১৪৪ জনের নাম বৈধ ভোটার হিসেবে পরিপূরক তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। বাকি ১৮১ জনের নাম ডিলিটেড। ওই বুথের বাসিন্দা বছর পয়তাল্লিশের হাসাম আলি বলেন, 'এর আগে কতবার ভোট দিয়েছি। আর এবার আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গেল। এখন কী হবে বুঝতে পারছি না। আতঙ্কে ঘুম হচ্ছে না।'

একই গ্রামের মনসুরা বিবির কথায়, 'রান্না-খাওয়া কোনও কিছুতেই মন বসছে না। ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ পড়ে গেল। এবার যদি দেশের নাগরিক হয়ে না থাকতে পারি, সবসময় এই ভয়ে কাঁপছি।' কাপাসিয়া অঞ্চলের পশিনা বিবি বললেন, 'আমার স্বামী সহ পরিবারের সব সদস্যের নাম আছে। শুধু আমার নামটাই ডিলিট। এখন আমাকে যদি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।'

পশিনাদের মতো মানুষ এই জেলার পাশাপাশি গোটা উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যেই আছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় তাঁদের ভবিষ্যৎ কী তা কারও জানা নেই। এমনই একজনের কথায়, 'এবার কী তাহলে আমাদের কাছ থেকে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ফেরত নিয়ে নেওয়া হবে? যদি তা হয়, তবে তো সরকারি সমস্ত সুযোগসুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে।' রাজ্য সরকারের অনুদান, ব্যাংকের কেওয়াইসি'র কী হবে কারও জানা নেই। এসব আশঙ্কা যতই মাথাচাড়া দিচ্ছে এই মানুষগুলি ততই বেশি করে অবসাদের শিকার হয়ে পড়ছেন।

ভাঙনে পরিযায়ী ক্রান্তির তরুণরা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৭ এপ্রিল : একদিকে গ্রামে কাজের অভাব, অন্যদিকে নদীর পাড়ভাঙনে দিশেহারা অবস্থা। কৃষিকাজে লাভের বদলে লোকসান বেশি। বাধ্য হয়ে নদীতীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ কয়েক বছরে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে। কেউ পেশা বদলে ভিনজেলায় চলে যাচ্ছেন। পরিবার থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা ভোটের মুখে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান দেওয়ার নেতাদের ফিরিস্তি আর শুনতে পছন্দ করছেন না তরুণরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই এলাকার অন্তত দুই শতাধিক তরুণ বাইরে কাজ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

মাল মহকুমার ক্রান্তি কৃষি ব্লক হিসেবে পরিচিত। আলু ছাড়াও মরশুমি বিভিন্ন সবজি ফলাতেন কৃষকরা। সরকারি পরিসংখ্যান না থাকলেও গত ৫ বছরে এলাকায় সবজি চাষ কমেছে। তিস্তা নদীতীরবর্তী পঞ্জাব বাঁধ গোচিমারি ব্লকের অন্যতম কৃষি এলাকা। হাজার হাজার বিঘা বহুফসলি জমিতে কৃষিকাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন বাসিন্দারা। তিস্তার বন্যা পরিস্থিতির পর বিঘার পর বিঘা জমিতে পলি জমে রয়েছে। চাষের উপায় নেই।

কাঠামবাড়ির তরুণ মনোরঞ্জন মজুমদার এখন ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। আগে গ্রামে কৃষিকাজ করতেন। তিস্তার প্লাবনে সেই জমি নদীতে তলিয়েছে। মনোরঞ্জনের কথায়, 'সংসার বাঁচাতে ভিনরাজ্যে কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। আগে কৃষিকাজ করে ঠিকঠাকভাবে সংসার চলে যেত। এখন আর সেই উপায় নেই।'

রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় ওরাওঁয়ের কথায়, 'তিস্তা তীরবর্তী এলাকায় আমাদের পরিবারের প্রায় ১০০ বিঘা জমি রয়েছে। বন্যা থেকে শুরু করে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলে অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে। জমিও নষ্ট হয়েছে।'

এদিকে সরকারি নানা

■ বাসিন্দাদের একাংশ কয়েক বছরে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছেন

■ কেউ পেশা বদলে ভিনজেলায় চলে যাচ্ছেন

■ স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান দেওয়া হবে, নেতাদের এমন ফিরিস্তি আর শুনতে পছন্দ করছেন না তরুণরা

প্রতিশ্রুতির মোড়ক থাকলেও কৃষকদের বাঁচাতে স্থানীয় স্তরে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ। বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও নেই। ফলশ্রুতিতে দিনের পর দিন পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্লক প্রশাসনের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা ৩ হাজারের কম হবে না।

চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল সামাদ জানেন, তিস্তার ভাঙনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যে কারণে ব্লকে সবজি উৎপাদনও অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। যদিও তৃণমূল নেতা তথা ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের কথায়, কৃষকদের উন্নতির জন্য সরকার অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। তিস্তায় বাঁধের কাজও হচ্ছে। বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি দীপক ওরাওঁ বলেন, এলাকায় কাজ নেই। তাই দলে দলে তরুণরা ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছেন। বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ এই সরকার।

তরুণদের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী কাজের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে এসব নেই। ভাতা আর স্বল্প কৃষিকাজ করে সংসার চালানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। প্রতিবার বর্ষায় তিস্তা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অশোক এক্সপ্রেসের নেপথ্যে দাদার ত্যাগ

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : দুইজনেই ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। বাড়ির উঠোনে দুইজনে মিলে ব্যাটে-বলের টক্কর নিতেন। যদিও এক ভাইয়ের জন্য আরেকজনকে শেষপর্যন্ত ক্রিকেট ছেড়ে দিতে হয়েছিল! পরিবারে আর্থিক অনটন। দুইজনের পক্ষে ক্রিকেট নিয়ে মেতে থাকলে

> ও অনেকটা মেশিনের মতো। যেখানে বলবেন, সেখানেই টানা বল করে যেতে পারে। সবাই ওর কথা বলছে। গর্বিত লাগে। কিন্তু লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। দেশের হয়ে খেলতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
>
> -অক্ষয় শর্মা (অশোক শর্মার দাদা)

চলবে না। তাই নিজের স্বপ্নটাকে ত্যাগ করে ভাইয়ের রাস্তা মসৃণ করেছিলেন দাদা। বাবার সঙ্গে সংসারের হাল ধরেছিলেন।

গুজরাট টাইটান্সের নয়া গতিদানব অশোক শর্মার উত্থানের দাদার আত্মত্যাগ, বাবার রক্তঘামের গল্প মিশে রয়েছে। ১৫৪ কিলোমিটার গতিতে সাড়া ফেলে দেওয়া ভাইয়ের সাফল্যের দিনে পুরোনো স্মৃতি, লড়াই নিয়ে দাদা অক্ষয় শর্মা বলছিলেন, 'আমি ওকে যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে বল করতাম। পালটা জবাবে ও আরও জোরে বল করত। কিন্তু কখনও ভাবিনি এভাবেই আজ এই জায়গায় পৌঁছে যাবে।'

দাদার আরও দাবি, গতির জন্য অশোকের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে ভয় পেত স্কুলের সহপাঠীরা! ব্যাটাররাও নাকি রান করা ভুলে গিয়ে শরীর বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকত! কারও কারও পাঁজরও ভেঙেছে অশোকের গোলায়! ভয়ংকর গতিটা কোনও কোচের শেখানো নয়, পুরোটাই অশোকের সহজাত।

সংসার চালাতে চাষাবাদের পাশাপাশি বাবা নাথুলাল শর্মা পত্রিকাও বিক্রি করতেন। আর্থিক অনটন কিন্তু লেগেই থাকত। বাবা-মা চেয়েছিলেন সন্তানরা পড়াশোনা করে চাকরি করে সংসারের হাল ধরুক। শেষপর্যন্ত দাদাকে ক্রিকেট ছাড়তে হয়। অশোককে ভর্তি করানো হয় জয়পুরের আরাবলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে।

রামপুরা থেকে জয়পুর, প্রতিদিন ৮০ কিলোমিটার লম্বা জার্নি করে প্র্যাকটিস। কোচ হিসেবে পান প্রাক্তন ক্রিকেটার বিবেক যাদবকে। যার হাত আরও বড় মঞ্চের জন্য তৈরি হওয়া। বিবেকের অ্যাকাডেমি থেকে একাধিক ক্রিকেটার আইপিএল খেলেছে। অশোক সেই তালিকায় নবতম সংযোজন।

প্রথম প্রচারের আলোয় আসা ২০১৯ সালে। রাজস্থানের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক। কিন্তু করোনার কারণে ক্রিকেট অনুশীলন বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় প্রশিক্ষক বিবেকের মৃত্যুতে অশোকের কেরিয়ারে যেন অন্ধকার নেমে আসে। ক্রিকেট ছেড়ে দাদার সঙ্গে পারিবারিক খামারের কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু যাঁর ক্রিকেটার হওয়ার জন্য জন্ম, তাঁকে আটকায় কে।

২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সে ডাক পাওয়া নতুন করে স্বপ্ন দেখায় অশোক। সেভাবে মেগা লিগে অভিষেকের সুযোগ না হলেও সবার নজরে পড়ে যান। এরপর রাজস্থান রয়্যালসের নাম লেখালেও খেলার সুযোগ পাননি। শেষপর্যন্ত শিবির বদলে এবার গুজরাট টাইটান্সে যোগ দেওয়ার পর ভাগ্যবদল।

দাদা অক্ষয়ের বিশ্বাস, কোচ হিসেবে আশিস নেহেরাকে পাওয়া অশোকের বোলিংকে আরও ধারালো করে তুলবে। গতির সঙ্গে সুইংয়েও ব্যাটারদের কড়া পরীক্ষায় ফেলবেন তাঁর ভাই। দাদা অক্ষয় বলেছেন, 'ও অনেকটা মেশিনের মতো। যেখানে বলবেন, সেখানেই টানা বল করে যেতে পারে। সবাই ওর কথা বলছে। গর্বিত লাগে। কিন্তু লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। দেশের হয়ে খেলতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ১৫৪.২ কিমি গতিতে ইয়র্কার দিয়ে চমকে দিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের অশোক শর্মা।

প্রাণখোলা আড্ডায় অক্ষর প্যাটেল ও আশিস নেহেরা। মঙ্গলবার।

প্রথম জয়ের সন্ধানে দলে ফিরছেন শুভমান

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : দুই দল ইতিমধ্যে দুটি করে ম্যাচ খেলেছে।

দিল্লি ক্যাপিটালস জোড়া জয়ে শুরুতে রিংটোন সেট করে নিয়েছে। সমীর রিজভির দুর্দান্ত পারফরমেন্সের স্পর্শে টগবগিয়ে ছুটছে অক্ষর প্যাটেলের দল। অপরাজিত দিল্লির বিরুদ্ধেই বুধবার তৃতীয় ম্যাচে প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে গুজরাট টাইটান্স।

দিল্লি যেখানে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও লখনউ সুপার জায়েন্টসকে হারিয়েছে, সেখানে গুজরাট হেরেছে রাজস্থান রয়্যালস ও পাঞ্জাব কিংসের কাছে। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ক্যাপিটালসের দৌড় আটকে জয়ের রাস্তায় ফিরতে বদ্ধপরিকর গুজরাট। লক্ষ্যপূরণে রসদ জোগাচ্ছে চোট কাটিয়ে অধিনায়ক শুভমান গিলের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা।

টুর্নামেন্টে অপরাজিত থাকলেও দিল্লিও পুরোপুরি স্বস্তি নেই। মিচেল স্টার্ক এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি। কবে দেবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা। খবর, আগামী কয়েকটা ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। মুকেশ কুমার, লুঙ্গি এনগিডিরা সাফল্য পেলেও স্টার্কের অভাব অস্বীকার করা মুশকিল।

হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানিদের মূল চাপ ব্যাটিংও। লখনউ ম্যাচে ১৪২ রান তাড়া করতে নেমে একসময় ২৬/৪ হয়ে গিয়েছিল দল। সেখান থেকে সমীর রিজভির ব্যাটে বৈতরণি পাড়। দ্বিতীয় ম্যাচেও রক্ষাকর্তা সেই রিজভি।

ইতিহাসের সামনে রিজভি

> মুনাফভাই (বোলিং কোচ মুনাফ প্যাটেল) সবসময় আমার স্কিলের কথা বলে। বলে, তোর হাতে যে শিল্প রয়েছে, তা আরও কারও হাতে নেই।
>
> -মুকেশ কুমার

২০২৫-এর লিগ এবং চলতি আইপিএল ধরে শেষ তিন ম্যাচেই সেরা হয়েছেন রিজভি। আগামীকাল ফের মুকুট মানে আইপিএল ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টানা চারবার 'ম্যাচের সেরা' হওয়ার ইতিহাস। নিশ্চিতভাবে আগামীকাল গুজরাটের থিংকট্যাংকের বিশেষ পরিকল্পনা থাকবে রিজভিকে নিয়ে। প্রসিধ কৃষ্ণা, রশিদ খান, কাগিসো রাবাদারা দায়িত্বটা কীভাবে সামলান, সেটাই দেখার। রাবাদাদের সঙ্গে আছেন গতিতে সাড়া ফেলে দেওয়া অশোক শর্মাও।

অনুশীলনের ফাঁকে গল্পে মেতে শুভমান গিল ও লোকেশ রাহুল। মঙ্গলবার।

গুজরাটের মূল সমস্যা ম্যাচ ফিনিশ করতে না পারা। গ্লেন ফিলিপস, ওয়াশিংটন সুন্দর, শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়ারা এখনও তাদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। ফলে টপ অর্ডারে সাই সুদর্শন, জস বাটলারদের প্রচেষ্টা জলে গিয়েছে। শুভমানের প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি ফিলিপস, সুন্দরদের ছন্দে ফেরাও জরুরি।

দিল্লির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ টপ অর্ডারে লোকেশ রাহুল, পাথুম নিশাঙ্কা, নীতীশ রানাদের ভালো শুরু। মাঝে দুই দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে অক্ষরদের দিকেও তাকিয়ে থাকবে দল। তারকাদের ভিড়ে মধ্যমণি রিজভি। সেখানে দিল্লির পেস বোলিংয়ে মধ্যমণি বাংলার মুকেশ কুমার। কুলদীপ যাদব, ভিপরাজ নিগম, এনগিডিদের মাঝে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ছাপ রাখছেন।

আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সাফল্যের খুশি নিয়ে মুকেশ কৃতিত্ব দিলেন টিম ম্যানেজমেন্টকে। বলেছেন, 'মুনাফভাই (বোলিং কোচ মুনাফ প্যাটেল) সবসময় আমার স্কিলের কথা বলে। বলে, তোর হাতে যে শিল্প রয়েছে, তা আরও কারও হাতে নেই। আইপিএল একটা-দুটি ম্যাচের টুর্নামেন্ট নয়, লম্বা প্রতিযোগিতা। যেখানে সাপোর্ট স্টাফ, দলের সমর্থন ভালো খেলার রসদ জোগায়।'

স্ট্র্যাটেজিতে বদল দরকার লোবেরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে কি আদৌ আর ফিরতে পারবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। যদিও ক্লাব ম্যানেজমেন্ট এবং সের্জিও লোবেরা নিজে আশাবাদী। কিন্তু সমর্থকদের মনে আশঙ্কা ক্রমশ জোরাল হচ্ছে।

ঘটনা হল, মোহনবাগানের খেলার ধরনটা ধরে ফেলেছেন প্রতিপক্ষ কোচরা। এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। আর তাতেই আটকে যাচ্ছে মোহনবাগান। জেমি ম্যাকলারেন খেলা তৈরি করেন না। করেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, রবসন রোবিনহো, লিস্টন কোলাসো কী কখনও কখনও মনবীর সিং, জেসন কামিন্সরা। তাঁদের বল বক্সে ঠিকঠাক পড়লে ম্যাকলারেনকে আটকানো শক্ত। ঠিক এই বল সরবরাহটাই বন্ধ করে দিয়েই শেষ তিনি ম্যাচে সাফল্য তিন দলের। তবু বেঙ্গালুরু এফসি ও জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে প্রচুর সুযোগ তৈরি হয়েছিল। জামশেদপুরের বিপক্ষে ম্যাকলারেন ও দিমির অবিশ্বাস্য সুযোগ নষ্ট নিয়ে আলোচনা চলছেই। তাছাড়া গত মরশুমে যেখানে মোহনবাগানের প্রচুর গোল হয়েছিল সেটপিস থেকে, সেখানে এবার সাফল্যের হার অত্যন্ত খারাপ। একমাত্র প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে টম অ্যালড্রেডেরটা ছাড়া আর কোনও গোল নেই। সেখানে গত মরশুমে শুভাশিস বসু ও আলবার্তো রডরিগেজের মিলিত গোলের সংখ্যা ছিল ১১। যার প্রায় সিংহভাগ আসে সেট পিস থেকে। এমনকি মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে ১৭টা কর্নারের একটাও কাজে লাগাতে ব্যর্থ মোহনবাগানের তারকাখচিত অ্যাটাক লাইন। লোবেরা সেদিন যদিও বলেন, 'সংখ্যাই বলে দিচ্ছে আমরা এই জায়গায় পুরোপুরি ব্যর্থ। এটা নিয়ে আরও কাজ করতে হবে।' কিন্তু এখনও এই বিষয়ে কোনও উন্নতি নজরে পড়েনি। নিশ্চিতভাবেই লোবেরাকে সেট পিসের জন্য নতুন টেকনিক খুঁজে বার করতে হবে। যা কাজে লাগবে তাঁর দলের জয়ের ক্ষেত্রে।

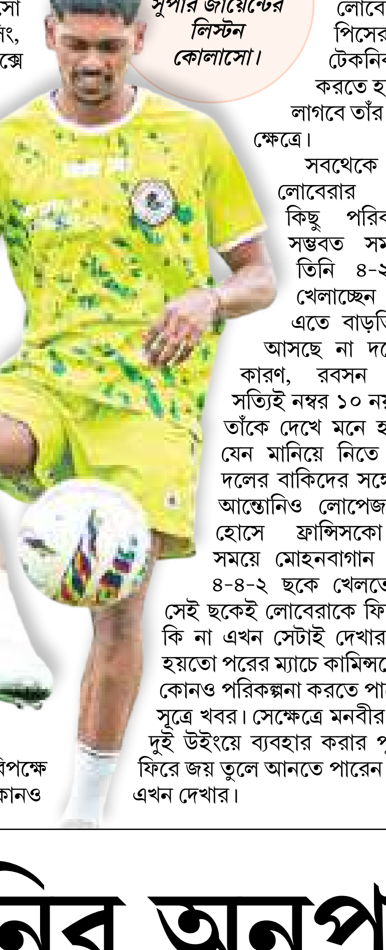

প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিস্টন কোলাসো।

সবথেকে বড় কথা, লোবেরার স্ট্র্যাটেজিতে কিছু পরিবর্তন করার সম্ভবত সময় এসেছে। তিনি ৪-২-৩-১ ছকে খেলাচ্ছেন বটে কিন্তু এতে বাড়তি ঝাঁঝ কিছু আসছে না দলের খেলায়। কারণ, রবসন সেই অর্থে সত্যিই নম্বর ১০ নয়। এমনিতেই তাঁকে দেখে মনে হয়, কিছুতেই যেন মানিয়ে নিতে পারছেন না দলের বাকিদের সঙ্গে। এর আগে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস কী হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সময়ে মোহনবাগান অভ্যস্ত ছিল ৪-৪-২ ছকে খেলতে। শেষপর্যন্ত সেই ছকেই লোবেরাকে ফিরে যেতে হয় কি না এখন সেটাই দেখার। তবে তিনি হয়তো পরের ম্যাচে কামিন্সকে দিয়ে নতুন কোনও পরিকল্পনা করতে পারেন বলে দল সূত্রে খবর। সেক্ষেত্রে মনবীর ও লিস্টনকে দুই উইংয়ে ব্যবহার করার পুরোনো ছকে ফিরে জয় তুলে আনতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন চুক্তিতে সই করছেন হ্যারি ম্যাগুয়ের।

চুক্তি বাড়ল ম্যাগুয়েরের

ম্যাঞ্চেস্টার, ৭ এপ্রিল : ৭ বছর আগে রেকর্ড ৯৭ মিলিয়ন ডলারে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এসেছিলেন। কিন্তু ২০২৩ সালে এরিক টেন হ্যাগের আমলে হ্যারি ম্যাগুয়েরের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে বিদায় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তবে হ্যাগ চলে যাওয়ার পর লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ডিফেন্সে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন তিনি। এবার ১ বছরের চুক্তি বাড়ল এই ইংরেজ ডিফেন্ডারের। সব ঠিক থাকলে নতুন চুক্তি আরও ১ বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকবে ম্যাগুয়েরের কাছে। চুক্তিবৃদ্ধির পর ৩৩ বছরের ম্যাগুয়ের বলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সি পরতে পারা আমার কাছে সম্মানের। এই দায়িত্ব প্রতিদিন আমাকে ও আমার পরিবারকে গর্বিত করে। চুক্তি বাড়ায় এই ক্লাবে নিজের সফর অন্তত আট বছরের হবে। ক্লাবের সমর্থকদের সামনে আরও কিছু ম্যাচ খেলতে পারব ভেবে ভালো লাগছে।'

ম্যাগুয়েরের চুক্তিবৃদ্ধি প্রসঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফুটবল ডিরেক্টর জেসন উইলকক্স বলেছেন, 'লাল ম্যাঞ্চেস্টারে খেলার জন্য যে মানসিকতা দরকার সেটা হ্যারির আছে। শুধু তাই নয়, দলের তরুণ ডিফেন্ডাররা ওর সাহচর্যে উন্নতি করার সুযোগ পায়।' ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে এফএ কাপ ও লিগ কাপ জেতা ম্যাগুয়ের দলকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এনে দিতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

১০৬ মিটার ছক্কার রহস্য ফাঁস ডেভিডের

বেঙ্গালুরু, ৭ এপ্রিল : চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ইনিংসের পর থেকে আলোচনায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর টিম ডেভিড। চর্চায় ১০৬ মিটার লম্বা ছক্কা। বল গিয়ে পড়ে এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ছাদে। আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ছক্কা।

> প্র্যাকটিসে আমাদের মধ্যে বিগহিটের প্রতিযোগিতা চলে। সবার লক্ষ্য থাকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ছাদে বল পাঠানোর। তা করা হয় মাঠের এক ধারের পিচ থেকে। ফলে দূরত্ব তখন আরও বেড়ে যায়। ম্যাচে যার সুবিধা মেলে।
>
> -টিম ডেভিড

এদিন যে ছক্কার রহস্য নিজেই ফাঁস করলেন আরসিবি-র অজি তারকা ডেভিড। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ২৫ বলে ৭০ রানের ইনিংসে ৮টি ছক্কা মারেন টিম ডেভিড। এরমধ্যে একটি ১০৬ মিটার। ডেভিডের কথায়, আরসিবি-র প্র্যাকটিসে কে স্টেডিয়ামের ছাদে বল পাঠাতে পারবে, তার প্রতিযোগিতা চলে সতীর্থদের মধ্যে। অনুশীলনে ছক্কা মারার যে স্পেশাল প্র্যাকটিসের ফল সবার সামনে।

চেন্নাই বধ সম্পূর্ণ। গুয়াহাটির পথে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর টিম ডেভিড।

আইপিএলে বিরাট কোহলির সতীর্থ বলেছেন, 'প্র্যাকটিসে আমাদের মধ্যে বিগহিটের প্রতিযোগিতা চলে। সবার লক্ষ্য থাকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ছাদে বল পাঠানোর। তা করা হয় মাঠের এক ধারের পিচ থেকে। ফলে দূরত্ব তখন আরও বেড়ে যায়। ম্যাচে যার সুবিধা মেলে। ছক্কা মারতে সুবিধা হয়। কারণ মাঝ পিচ থেকে দূরত্ব তুলনায় কমে যায়। ওভার্টনের (জেমি) বলের গতিটা কাজে এসেছিল। ঠিকঠাক ব্যাটে-বলে হতে সোজা ছাদে।'

এদিকে, আরসিবি-র হোমগ্রাউন্ড চিন্নাস্বামীর কলেবর বাড়তে চলেছে। মাঠের দায়িত্বে থাকা কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা আরও ২০ হাজার দর্শকাসন বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্তমানে চিন্নাস্বামীর আসন সংখ্যা ৩৪ হাজার। তা বাড়িয়ে ৫৪ হাজার করার ভাবনা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বর্তমান সভাপতি ভেঙ্কটেশ প্রসাদ কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবাকুমারের সঙ্গে দেখা করে এই নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তাও বলেছেন।

ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ বলেছেন, 'স্টেডিয়ামকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার কাজ সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আলোচনা চলছে। সবকিছু খতিয়ে দেখে স্টেডিয়ামকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হবে। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে ভাবছি। আশা করি, আমার মেয়াদের মধ্যেই যে কাজ আরম্ভ করতে পারব।'

বিসিবি-র দায়িত্বে তামিম

ঢাকা, ৭ এপ্রিল : কয়েক মাস আগেই তামিম ইকবালকে ভারতের দালাল বলে কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল। বাংলাদেশে সরকার বদলের পর সেই তামিমের হাতেই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালন কমিটি ভেঙে দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পর্ষদ। গঠন করা হয়েছে ১১ জনের অ্যাড হক কমিটি। যার প্রধানের দায়িত্বে তামিম। ক্রীড়া পর্ষদের ডিরেক্টর আমিনুল এহসান বলেছেন, 'তামিমের নেতৃত্বাধীন কমিটির মেয়াদ তিন মাস। যার মধ্যে নতুন করে বোর্ডের নির্বাচন হবে। আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন পরিচালন কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথা আইসিসি-কে জানানো হয়েছে।' আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা এজন্য বিসিবি-কে কোনও শাস্তি দেবে না বলে এহসান জানিয়েছেন। ১১ জনের কমিটিতে চারজন বাংলাদেশের শাসক দলের নেতাদের সন্তান অথবা পুত্র। তবে অতীতেও তাঁরা বোর্ডের পরিচালন কমিটিতে ছিলেন।

স্মিথকে ফিরিয়ে বাবরের বদলা

লাহোর, ৭ এপ্রিল : পিএসএলে মুলতান সুলতানস বনাম কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্স ম্যাচে এক অদ্ভুত 'দেজা ভু' দেখল ক্রিকেট বিশ্ব। স্টিভেন স্মিথের ডাকে সাড়া না দিয়ে তাঁকে সিঙ্গলস নিতে সরাসরি অস্বীকার করেন ওপেনিং পার্টনার সাহিবজাদা ফারহান। এতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন অজি তারকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাক সমর্থকদের দাবি, বিগ ব্যাশ লিগে ঠিক এভাবেই বাবর আজমকে সিঙ্গলস নিতে দেননি স্মিথ, যা নিয়ে বাবর চরম অপমানিত বোধ করেছিলেন। ফারহান যেন জাতীয় দলের সতীর্থের সেই পুরোনো অপমানেরই বদলা নিলেন!

ধোনির অনুপস্থিতিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না ক্লাসেন

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : হারের হ্যাটট্রিক। জঘন্য ক্রিকেটের ধাক্কায় বিধ্বস্ত আইপিএলের সফলতম দল চেন্নাই সুপার কিংস। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের কারিগর সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে স্বপ্নটা ক্রমশ ফিকে। অপেক্ষা এখন চোট সারিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি ফিরে কবে হাল ধরবেন ডুবতে থাকা হলুদ ব্রিগেডের।

যদিও মাহির অনুপস্থিতিতে গুরুত্ব দিতে নারাজ হেনরিচ ক্লাসেন। দাবি, গত কয়েক বছরে ব্যাটার মাহির ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে আসছিল। আর মাহিহীন চেন্নাই যথেষ্ট শক্তিশালী। যাদের হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করলেই বিপদ। ধোনি, চেন্নাইকে নিয়ে কথা প্রসঙ্গে ক্লাসেন বলেছেন, 'ওদের আইপিএল রেকর্ড দুর্দান্ত। ধোনি না থাকলেও ওরা মোটেই কমজোরি নয়। অত্যন্ত শক্তিশালী দল। প্রতিপক্ষের জন্য চেন্নাই সহজ ম্যাচ মোটেই নয়।'

অবশ্য ধোনির ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অভাব টের পাচ্ছে চেন্নাই, স্বীকার করছেন ক্লাসেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের দক্ষিণ আফ্রিকান তারকার মতে, চেন্নাই মিস করছে 'লিডার' ধোনিকে। মাঠে থেকে দলকে যে ইনপুটস জোগায়, তা না পাওয়া ধাক্কা হলুদ ব্রিগেডের জন্য। তবে ব্যাটার মাহিকে মিস করার কিছু দেখছেন না।

> ব্যাটার ধোনির ভূমিকা ক্রমশ কমে আসছে। গত কয়েক বছর ও মূলত শেষ ৫-১০টা বল খেলে। সেদিক থেকে ব্যাটার এমএসের অভাব চেন্নাই ভুগছে বলে আমার মনে হয় না। মিস বলতে কঠিন মুহূর্তে ওর লিডারশিপ দক্ষতার সাহায্য না পাওয়া।
>
> -হেনরিচ ক্লাসেন

টানা দুই অর্ধশতরানে দাপুটে ফর্মে রয়েছেন হেনরিচ ক্লাসেন।

নিজের দাবির স্বপক্ষে ক্লাসেনের যুক্তি, 'ব্যাটার হিসেবে ধোনির ভূমিকা ক্রমশ কমে আসছে। গত কয়েক বছর ও মূলত শেষ ৫-১০টা বল খেলে। সেদিক থেকে ব্যাটার এমএসের অভাব চেন্নাই ভুগছে বলে আমার মনে হয় না। মিস বলতে কঠিন মুহূর্তে ওর লিডারশিপ দক্ষতার সাহায্য না পাওয়া।'

চেন্নাই তিন ম্যাচে তিনটিতেই হেরেছে। হায়দরাবাদ সেখানে তিনে দুই হার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে। শনিবার ফর্মে থাকা পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ফের হার মানে প্লে-অফের রাস্তা শুরুতেই কঠিন হয়ে যাবে। ক্লাসেন যদিও আতঙ্কে ভুগতে নারাজ। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেছেন, 'সবে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। বিশ্বাস, দলগতভাবে সব বিভাগেই সেরাটা দিতে পারব আমরা। আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছি।'

ফিটনেসজনিত কারণে নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে পাচ্ছে না সানরাইজার্স। ঈশান কিষান স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা চালালেও বোলার কামিন্সের অনুপস্থিতি ভোগাচ্ছে দলকে। যদিও ক্লাসেনের দাবি, কামিন্সের অনুপস্থিতিতে বাকিরা সুযোগটা কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন। দলের রিজার্ভ বেঞ্চের সেই দক্ষতা রয়েছে।

রিঙ্কুকে ব্যাটিং অর্ডারে উপরে খেলাও : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : জোড়া হার। বৃষ্টির দয়ায় পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে এক পয়েন্ট প্রাপ্তি। উনিশ নম্বর আইপিএলের আসরে সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না কলকাতা নাইট রাইডার্সের। দল হিসেবে এখনও নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি আজিঙ্কা রাহানেরা।

বোলিংয়ের বেহাল দশা। ব্যাটিংয়ের অবস্থাও ভালো নয়। কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। এমন অবস্থায় গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠেই লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে নাইটদের। সেই ম্যাচে কেমন হওয়া উচিত নাইটদের স্ট্র্যাটেজি? কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় মঙ্গলবার কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে সিএবি-র বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘোষণার অনুষ্ঠানে রাহানেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবি সভাপতি সৌরভ নাইট অধিনায়ক রাহানেকে অনুরোধ করলেন তাঁর ডেপুটি রিঙ্কু সিংকে ব্যাটিং অর্ডারে উপরে তুলে আনার। সৌরভের কথায়, 'রিঙ্কু অনেক নীচের দিকে ব্যাটিং করছে। তাই আমি তোমায় অনুরোধ করছি, রিঙ্কুকে ব্যাটিং অর্ডারে উপরে তুলে আনো। বাইশ গজে কিছুটা সময় কাটানোর পাশে ইনিংস টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ও পাবে রিঙ্কু।'

প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের পরামর্শ রাহানে শুনবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে কেকেআরের অন্দরে এখন কিছুই ঠিকভাবে চলছে না। গতরাতে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর দলের কর্ণধার শাহরুখ খান নাইটদের সাজঘরে হাজির হয়ে পুরো দলকে উৎসাহ

পরামর্শ রাহানেকে

দিয়েছেন। বাজিগরের উৎসাহ কতটা চাঙ্গা করতে পারল নাইটদের, বৃহস্পতিবার রাতের ইডেনেই সেটা বোঝা যাবে। যদিও বৃহস্পতিবারের ইডেনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফের ম্যাচ ভেস্তে গেলে রাহানেদের সমস্যা আরও বাড়বে। কেকেআর অধিনায়ক রাহানে অবশ্য এখনও সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে রাহানে বলেছেন, 'শাহরুখ ও কেকেআর সমর্থকদের জন্য মাঠে আমাদের সেরাটা দিতেই হবে। জয়ের সরণিতে ফিরে ট্রফির লক্ষ্যে সামনে তাকাতে হবে।'

বৃহস্পতিবার কেকেআরের প্রতিপক্ষ লখনউ। যে দলে ঋষভ পন্থ, মহম্মদ সামিদের মতো তারকা রয়েছেন। এমন দলের বিরুদ্ধে খেলার আগে আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে কেকেআরের প্রস্তুতিতেও বিঘ্ন ঘটেছে। সৌজন্যে বৃষ্টি। আধ ঘণ্টা মতো নাইটদের অনুশীলনের পরই শুরু হয় বৃষ্টি। যদিও তার মধ্যেই চোটে কাবু বরুণ চক্রবর্তীকে আজ অনুশীলনে দেখা গিয়েছে। অসুস্থ সুনীল নারায়ণকেও দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার ইডেনে। বৃহস্পতিবারের ইডেনে লখনউ ম্যাচে বরুণ-নারায়ণরা খেলবেন কিনা, এখনও অজানা। ঠিক যেমন অজানা ক্যামেরন গ্রিন কবে বল করবেন। শুধু গ্রিনের বোলিং কেন, ২৫.২০ কোটির অজি তারকার ব্যাটিং স্কিল নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। গতরাতের ভেস্তে যাওয়া পাঞ্জাব ম্যাচেও রান পাননি গ্রিন। আজ সন্ধ্যার ইডেনে গ্রিনকে বোলিং কোচ টিম সাউদির নজরদারিতে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। তবে বৃষ্টির কারণে গ্রিনকে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি আজ।

মহারাজের পরামর্শের পাশে দল হিসেবে নাইটরা ছন্দে ফিরতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

বোলিং অনুশীলনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যামেরন গ্রিন। মঙ্গলবার।

চাপে গ্রিন, ফিঞ্চের তোপ নাইটদের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : ২৫.২০ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কে তাঁকে কিনে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি বিদেশি প্লেয়ার বানিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। অথচ সেই ক্যামেরন গ্রিনের ব্যাটে এখনও রানের খরা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পর সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে বৃষ্টিবিঘ্নিত পাঞ্জাব ম্যাচেও ডাহা ফ্লপ এই অজি অলরাউন্ডার। গ্রিনের এই হতশ্রী ফর্ম নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। তাঁর মতে, গ্রিন এখন প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগছেন এবং ক্রিজে তাঁকে খুবই জড়সড়ো দেখাচ্ছে।

গ্রিনকে ফর্মে ফেরাতে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে বিশেষ টোটকা দিয়েছেন ফিঞ্চ। তাঁর সাফ কথা, 'ফর্মে না থাকা গ্রিনকে কোনওভাবেই ব্যাটিং অর্ডারের নীচের দিকে নামানো ঠিক হবে না। ও যখন ২০২৩ সালে মুম্বইয়ের হয়ে তিন নম্বরে ব্যাট করত, তখন ওর আগ্রাসনই ছিল অন্যরকম। তাই ওকে হয় টপ অর্ডারে ব্যাট করতে পাঠানো হোক, নয়তো আপাতত কয়েকটা ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হোক।'

পাশাপাশি, সোমবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে টস জিতে কেকেআরের প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন ফিঞ্চ। তাঁর মতে, মেঘলা আবহাওয়া এবং পিচ দীর্ঘক্ষণ কভারে ঢাকা থাকার পর পেসাররা যে বাড়তি সুবিধা পাবে, তা নাইট শিবিরের বোঝা উচিত ছিল। ফিঞ্চ বলেছেন, 'আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানার পরও টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তটা একেবারেই যুক্তিহীন। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে পরে ব্যাট করা দল সবসময় বাড়তি সুবিধা পায়। সব তথ্য হাতে থাকার পরও কেকেআর কেন এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিল?' ৯ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সেই লখনউ সুপার জায়েন্টসের মুখোমুখি হবে কেকেআর, এখন দেখার সেখানে গ্রিন চেনা ছন্দে ফেরেন কি না।

ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি

এখনও অনেক 'ভুখ' রয়েছে সামির

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের নতুন দল ঘোষণার অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহম্মদ সামি, রিঙ্কু সিং ও আজিঙ্কা রাহানে। মঙ্গলবার কলকাতায়।

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : বয়স বাড়ছে। স্কিলও বাড়ছে। সঙ্গে বেড়েই চলেছে সাফল্যের খিদে।

মহম্মদ সামি কবে জাতীয় দলে ফিরবেন, আদৌ ফিরবেন কি না, তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা হয়েছে। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের ভরসা ও আশীর্বাদ এখনও অধরা তাঁর।

কিন্তু তাতে কী? সামি ক্রিকেট খেলছেন। চুটিয়ে উপভোগ করছেন বাইশ গজের সময়। আর যখনই সাংবাদিকদের সামনে হাজির হচ্ছেন, জানিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেটীয় খিদে বাকি রয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘোষণার মঞ্চেও তার ব্যতিক্রম হল না। সঞ্চালক সামিকে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্ন করতেই সরাসরি তিনি বলে দিলেন, 'মেরে আন্দর আভি ভুখ হ্যায়।' সামির কথা ও তাঁর সাম্প্রতিক অতীতের পারফরমেন্স সবচেয়ে ভালো জানেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চে সামির পাশে বসেই সিএবি সভাপতি বলে দিলেন, 'সামিকে আমি জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং পার্টনার হিসেবে দেখতে চাই। আমিও জানি ওর মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে।'

ছিল সিএবি-র বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘোষণার অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের আসরই জমে গেল আজিঙ্কা রাহানে, রিঙ্কু সিং, সামিদের উপস্থিতিতে। বৃহস্পতিবার রাতে কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ রয়েছে ইডেন গার্ডেন্সে। সেই ম্যাচের আগে দুই প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটাররা এক মঞ্চে। যেন 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'-র আবহ। আদতে কি তাই? কে জানে। প্রশ্নের জবাবে তর্ক চলতেই পারে। সামি অবশ্য সেই সব নিয়ে ভাবতে রাজি নন। বরং জাতীয় দলে তাঁর প্রত্যাবর্তন হবে কি না, সেই বিতর্ক পাশ কাটিয়ে সামি আজ বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আরও অন্তত দুই বছর তিনি খেলতে চান ঘরোয়া ক্রিকেট। সামির এমন কথা শুনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। বলেছেন, 'সামি বাংলার হয়ে নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবে, এর চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না। তাছাড়া সামি এখনও জাতীয় দলে খেলার যোগ্য। আমি নিশ্চিত, ঠিক সুযোগ আসবে ওর কাছে।'

সামির কাছে কবে সুযোগ আসবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মার উইকেট নিয়ে সামি প্রমাণ করেছেন, লাল বলের পাশে সাদা বলেও তিনি সমান সক্রিয়। বৃহস্পতিবারের ইডেনে ফিন অ্যালেন, অঙ্গকৃষ রঘুবংশীদের বিরুদ্ধে তাঁর হাত থেকে ফের একটা স্বপ্নের স্পেল বেরিয়ে এলে নাইটদের কপালে দুঃখ রয়েছে নিশ্চিতভাবেই। আজ সন্ধ্যায় লখনউয়ের অনুশীলনে না থাকলেও সিএবি-র অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সামি বলেছেন, 'ইডেনের পিচ, পরিবেশ থেকে শুরু করে এই মাঠের সবকিছু জানি আমি। দীর্ঘসময় ধরে ইডেনে খেলছি। বহু স্মৃতি রয়েছে। ক্রিকেটার হিসেবে এই মাঠ অনেক দিয়েছে আমায়।'

বৃহস্পতি রাতে সামির অনেক পাওয়ার তালিকায় রাহানে-রিঙ্কু-রঘুবংশীদের উইকেট যুক্ত হলে শাহরুখ খানের দলের দুশ্চিন্তা বাড়বেই।

মদ্যপান করে গাড়ি চালিয়ে গ্রেপ্তার ওয়ার্নার

সিডনি, ৭ এপ্রিল : পাকিস্তান সুপার লিগে পাঁচদিন করাচি কিংসের কোনও খেলা ছিল না। মাঝের ছুটিতে তাদের অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়ায় ফিরেছিলেন। আর দেশে ফিরেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের হাতে তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়। গত রবিবার ইস্টার সানডের রাতে পুলিশ তাঁর গাড়ি থামিয়ে নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে। সেই সময় অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ মদ্যপানের প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপরই ওয়ার্নারকে গ্রেপ্তার করা হয়। জামিন পেলেও ৯ মে তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে।

এদিকে, ৯ এপ্রিল করাচি কিংসের খেলা রয়েছে। আইনি সমস্যায় জড়িয়ে যাওয়া ওয়ার্নারের পাকিস্তানে ফেরা নিয়ে করাচির সমর্থকরা সংশয়ে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমের খবর, যে ধারায় ওয়ার্নারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাতে তাঁর দেশ ছাড়তে সমস্যা হবে না। পাসপোর্ট জমা রাখার কোনও ব্যাপার নেই। শুধুমাত্র আদালতে হাজির হবেন এই শর্তেই জামিন পেয়েছেন অজি ক্রিকেটার।

দল বাড়ল প্রো টি২০ লিগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : আইপিএল নিয়ে মেতে রয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া। তার মধ্যেই চলছে জুন মাসে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের প্রস্তুতিও। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের দলের সংখ্যা বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল। সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট দলের প্রতিযোগিতা এবার নয় দলের হতে চলেছে। নবম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল পুরুলিয়া নোভাস রয়্যালস দল। প্রতিযোগিতার সব দলের কর্ণধারদের সিএবি-র তরফে স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হল আজ। অনুষ্ঠানে সিএবি-র সব শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে হাজির ছিলেন ঝুলন গোস্বামী, মনোজ তিওয়ারি, ঋদ্ধিমান সাহারাও।

২৩ বলে অর্ধশতরানের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। মঙ্গলবার।

বুমরাহকে রেয়াত করলেন না বৈভব

জয়ের হ্যাটট্রিক রাজস্থানের

রাজস্থান রয়্যালস-১৫০/৩ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১২৩/৯

বর্ষাপাড়া, ৭ এপ্রিল : কলকাতার পর বৃষ্টির দাপট বর্ষাপাড়াতেও। যার জন্য সন্ধে সাড়ে ৭টার ম্যাচ শুরু করতে রাত ১০.১০ মিনিট হয়ে যায়। ওভার সংখ্যাও কমে দাঁড়ায় ১১-তে। তারপরও দর্শকদের মনোরঞ্জনে ঘাটতি হয়নি। যার শেষটা হয় ঘরের ছেলে রিয়ান পরাগের নেতৃত্বাধীন রাজস্থান রয়্যালসের জয়ের হ্যাটট্রিকে। তারা ২৭ রানে হারিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে।

গত কয়েকদিন ধরে ক্রিকেটবিশ্বের চোখ ছিল জসপ্রীত বুমরাহ ও বৈভব সূর্যবংশীর দ্বৈরথে। বর্ষাপাড়ায় বুমরাহর (৩২/০) খেলা প্রথম বলটাই বৈভব মিড অনের ওপর দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে ফেলেন। সেই ওভারেই দেশের এক নম্বর বোলারকে আরও একটা ছক্কা হাঁকান বছর পনেরোর বৈভব। পরের ওভারে ট্রেন্ট বোল্টের প্রথম বলটাতেও তিনি ওভার বাউন্ডারি মারেন। সব মিলিয়ে ৫টি ছক্কা ও এক বাউন্ডারিতে ১৪ বলে ৩৯ রানে থামেন বৈভব। ভাগ্য সঙ্গে থাকলে শার্দূল ঠাকুরকে মারা তাঁর জোরাল ফ্ল্যাট শটও তিলক ভার্মার তালুবন্দি না হয়ে বাউন্ডারি হয়। বৈভবের ওপেনিং পার্টনার যশস্বী জয়সওয়াল অবশ্য কোনও আক্ষেপ রাখেননি। প্রথম ওভারে তিন বাউন্ডারি ও এক ছক্কায় ২২ রান নেওয়ার পর সেই টেম্পোটাই গোটা ইনিংসে বজায় রাখেন। ২৩ বলে অর্ধশতরানের গণ্ডি পেরোনোর পর ৩২ বলে ৭৭ রানে অপরাজিত থাকেন যশস্বী। যার হাত ধরে রাজস্থান শেষ করে ১৫০/৩ স্কোরে। রিয়ান পরাগ ১০ বলে ২০ রান করেন।

ওভার প্রতি প্রায় ১৪ রানের চাপ মুম্বইয়ের পাওয়ার প্যাকড ব্যাটিং নিতে পারেনি। নিয়ম করে প্রায় প্রতি ওভারেই উইকেট হারিয়ে তারা থেমে যায় ৯ উইকেটে ১২৩ রানে। রোহিত শর্মা (৫), সূর্যকুমার যাদব (৬), তিলক (১৪), হার্দিক পান্ডিয়ারা (৯) সকলেই ব্যর্থর দলে। কুড়ির গণ্ডি পেরোতে পেরেছেন শুধু নমন ধীর (২৫) ও শেরফানে রাদারফোর্ড (২৫)।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ম্যাচের প্রস্তুতিতে বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।

আবারও অ্যাটলেটিকো বধে চোখ বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৭ এপ্রিল : গত শনিবার মেট্রোপলিটানোয় লা লিগার ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে বার্সেলোনার জয়ের স্মৃতি এখনও তাজা। সেদিন ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চে বদলা নেওয়ার হুংকার ভেসে এসেছিল অ্যাটলেটিকো শিবির থেকে।

মাঝে ব্যবধান মাত্র তিনদিনের। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে বার্সা-অ্যাটলেটিকো। ঘরের মাঠে নামার আগে বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের স্পষ্ট বার্তা, 'আমাদের কী করতে হবে শুধুমাত্র সেদিকেই মনোযোগ দেওয়া দরকার। এর বাইরে কোনও বিষয় নিয়ে ভাবতে চাই না আমি।' অর্থাৎ লা লিগার মঞ্চে জয় তাঁর কাছে এখন অতীত। সেকথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন দলের বাকি সদস্যদেরও।

ফিরতি লেগ খেলতে হবে অ্যাটলেটিকোর মাঠে। এর আগে কোপা ডেল রে-র প্রথম লেগ সেমিফাইনালে মাদ্রিদের ক্লাবটির কাছে ওই মাঠেই ৪-০ গোলে হার হজম করতে হয়েছিল বার্সেলোনাকে। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগ ৩-০ ব্যবধানে জিতেও লাভ হয়নি। তাই এবার প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ফ্লিকের দলের লক্ষ্য থাকবে ব্যবধান বাড়িয়ে রাখা। বার্সা কোচ জানালেন, এই ম্যাচে জয়ের চাবিকাঠি রয়েছে তাদের ফুটবল দর্শনে। ফ্লিক বলেছেন, 'প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে শুরু থেকেই। মনোযোগী থাকতে হবে আমাদের।' তাঁর মতে, দল স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে না পারলে সমস্যায় পড়বে। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন দিয়েগো সিমিওনের দলের রক্ষণাত্মক ও প্রতিআক্রমণ নির্ভর ফুটবল থামাতে বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে খেলাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র হতে পারে বার্সেলোনার জন্য।

বুধবার রাতে প্রথম লেগের অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ ও লিভারপুল। ম্যাচের আগে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের স্পষ্ট বক্তব্য, প্যারিসের মাটিতে পিএসজি-র বিরুদ্ধে লড়াইটা খুব সহজ হবে না। ফুটবলাররাও ম্যাচটাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছে।

অন্যদিকে, ছন্দে থাকা পিএসজি বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। ঘরোয়া লিগের পারফরমেন্স নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকেকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বার্সেলোনা বনাম **অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ**

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম **লিভারপুল**

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

লিভারপুলের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন পিএসজি-র ওসমানে ডেম্বেলে।

জয়ী বাঘা যতীন

মালদা, ৭ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার কালিয়াচক বাঘা যতীন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৮৫ রানে হারিয়েছে এমআরএস দলকে। প্রথমে বাঘা যতীন ৪০ ওভারে ২০৪ রানে অল আউট হয়। শুভজিৎ ঘোষ ৬০ ও মানব রায় ৫৩ রান করেন। আব্দুল সালাম ৪ উইকেট নেন। জবাবে এমআরএস ২৫ ওভারে ১১৯ রানে সব উইকেট হারায়।

ঁ নারায়ণ চন্দ্র আচার্য
ষষ্ঠ প্রয়াণ
দিবস স্মরণে
৮ই এপ্রিল, ২০২০

বাবা,
"নয়ন ছেড়ে গেলে চলে
এলে সকল মাঝে
তোমায় আমি হারাই যদি
তুমি হারাও না যে।'
বাবা/দাদু আবার এসো।"
মেয়েরা ও নাতিরা

মাঝপথে মাঠ ছাড়লেন ইউসেফ

অনুশীলনে আনোয়ার, রশিদ রিহ্যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন তখন মাঝপথে। তারই মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে সাজঘরে ফিরলেন ইউসেফ এজেজ্জারি। খুব বেশি সময় নষ্ট করলেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়তে দেখা গেল তাঁকে। সঙ্গী দলেরই এক সাপোর্ট স্টাফ।

বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, জরুরি কাজেই অনুশীলনের মাঝপথে মাঠ ছাড়লেন ইউসেফ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কারণটা ব্যক্তিগত। সোমবার থেকে কলকাতারই এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ইউসেফের স্ত্রী। সেখান থেকে ফোন আসতেই তড়িঘড়ি কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে সেকথা জানান তিনি। অস্কারের অনুমতি মিলতেই তৎক্ষণাৎ হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন লাল-হলুদের এই বিদেশি স্ট্রাইকার।

এদিকে, এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন করলেন না মহম্মদ বসিম রশিদ। প্রাথমিকভাবে যতটা মনে করা হয়েছিল তাঁর চোট ততটাও গুরুতর নয়। তাঁকে দ্রুত মাঠে ফেরাতে বদ্ধপরিকর লাল-হলুদ টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে রশিদের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এদিন সাইডলাইনে বেশ কিছুক্ষণ রিহ্যাব করতে দেখা গেল তাঁকে। তবে আনোয়ার আলি প্রত্যাশামতো পুরোদমে মূল দলের সঙ্গেই অনুশীলন করলেন। জুটি বাঁধলেন কেভিন সিবিল্লের সঙ্গে। চেন্নাইয়ান ম্যাচে রক্ষণে আনোয়ার-কেভিন জুটিই হয়তো শুরু করবে। সেক্ষেত্রে রশিদের বিকল্প হতে পারেন জিকসন সিং। এদিনের অনুশীলনে দুই দলে ভাগ করে ম্যাচ খেলানোর সময় তেমনই ইঙ্গিত মিলল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রোহিত দাস। - মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

হার বর্ধন প্রাঙ্গণের

বীরপাড়া, ৭ এপ্রিল : জুবিলি ক্লাবের শ্রীলাল রাঠি ও দুর্গেশনন্দিনী গর্গ টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির তরুণ তীর্থ। মঙ্গলবার তারা ৬ উইকেটে জলপাইগুড়ির বর্ধন প্রাঙ্গণকে হারিয়েছে। প্রথমে বর্ধন ১০.৩ ওভারে ৯৩ রানে সব উইকেট হারায়। শুভপ্রতীম সরকার ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা রোহিত দাস পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে তরুণ তীর্থ ১৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৪ রান তুলে নেয়। রাহুল কুণ্ডু ৩৪ রান করেন। মুকুল রায় নেন ২ উইকেট। বুধবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ি একাদশ এবং জলপাইগুড়ি একাদশ।

চোট-বিতর্কে বিদ্ধ নাসিম

লাহোর, ৭ এপ্রিল : এক রাজনীতিককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ২ কোটি টাকার জরিমানার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের রোষানলে নাসিম শা। এবার পেশির চোটের কারণে পিএসএল থেকে ছিটকে গেলেন এই পাক পেসার। তাঁর এই ঘনঘন চোট এবং মাঠের বাইরের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে চরম ক্ষুব্ধ বোর্ড। বিজ্ঞাপনে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ায় তাঁর কেরিয়ার ডুবছে বলে মনে করছেন নির্বাচকরা। সেন্ট্রাল কন্ট্রাক্টে ইতিমধ্যেই 'সি' ক্যাটিগোরিতে নেমে যাওয়া নাসিমকে আপাতত পিসিবি-র মেডিকেল প্যানেলের কড়া নজরদারিতে রিহ্যাবে থাকতে হবে।

প্রীতি ম্যাচে অনূর্ধ্ব-১৭ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : থাইল্যান্ডে গিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে এই মাসেই দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের দল। সেখানে মেয়েদের দল খেলবে তিনটি প্রীতি ম্যাচ। তারা খেলবে সোচিতে রাশিয়ার বিপক্ষে। মেয়েদের খেলার তারিখ যথাক্রমে ১১, ১৪ ও ১৭ এপ্রিল। সোমবার রাতেই মহিলা দল সোচি পৌঁছে যায়। প্রসঙ্গত এই দলটি চিনের সুজহৌতে আগামী মাসে এশিয়ান কাপে অংশ নিতে চলেছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন

বাসিন্দা সুমন ঘোষ - কে 13.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84J 11542 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি কয়েকটি ছোট পুরস্কার জেতার আশায় ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমি প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা জিতেছি যা আমাকে এবং আমার পরিবারের সদস্যদের অনেক আনন্দ দিয়েছে। ডিয়ার লটারিকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।